আত্মজ

শক্তিপদ রাজগুরু

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

প্রকাশক :
শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ :
পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

জ্যোতি রায়

প্রীতিভাজনেষু

একটি শিশুর দুঃখে ভরা জীবন কাহিনী। মা এই শিশুটিকে বঞ্চিত করলো অল্প বয়সে। তারপর সেই শিশু তার দুঃখময় জীবন নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু চাইলেই কি তা পাওয়া যায়? না! সমাজের কাছে দেশের কাছে নিপীড়িত, নিগৃহীত হলো সে। হারিয়ে ফেললো তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, স্বপ্ন। হারিয়ে ফেললো তার প্রিয় সঙ্গী জন্মদাতাকে, একান্ত আত্মজকে। পথই হলো জীবনের একমাত্র ঠিকানা।

এই লেখকের আমাদের প্রকাশনায় আর একটি উপন্যাস

আদিম আশ্রয়

—নিমে, নিমাই—নিমে।

গলার স্বরটা জড়ানো। তবু মোলায়েম করে ডাকছে কালিচরণ। কিন্তু তার মেজাজটা চড়ে কাঠ, সেই ডাকে কোন সাড়া না মেলাতে।

তারপরই কালিচরণ কাঁথা জড়িয়ে পড়ে থাকা অবস্থাতেই খ্যানখেনে গলাটা পঞ্চমে তুলে গর্জায়—আরে নিমে, অ্যাই বাঞ্চোত শ্লা উল্লুকের বাচ্চা।

নিমাই অবশ্য নর্দমার ওদিক থেকেই ওই গলা শুনেছে, কিন্তু সে তখন চায়ের গ্লাস সামলাতে ব্যস্ত। শীতের দিন, কুয়াসার চাদর তখনও জড়ানো রয়েছে বস্তির খোলার চালে, ওপাশের বেওয়ারিশ যজ্ঞিডুমুর গাছের পাতায়, কচুবনে। হাতে গ্লাসের 'ওম'টা চেপে বসেছে।

নিমে সেখান থেকেই সাড়া দেয়,—যেছি গো। কাকভোরেই এ্যামন চেল্লামেল্লি করছো কেনে? চা তো আনছি।

ছেলেটার বয়স বেশি নয়। হাফপ্যান্ট পরা, গায়ে পুরানো বগল ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, তার উপর বিবর্ণ চাদর জড়ানো। চায়ের গ্লাসটা এনে কালিচরণের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওদিকে দড়ির আলনায় টাঙ্গানো জামার পকেট হাতড়ে বিড়ির কৌটা আর দেশলাই এগিয়ে দেয় কালিচরণকে—লাও।

লেবু চা। র' চায়ের লিকারে দু' একফোঁটা পাতিলেবুর রস দিয়ে সকালে চা খায় কালিচরণ। কাল অনেক রাতে ফিরেছে আর ধেনো মদটাও বেশি গিলেছিল তাই মাথাটা ভার ভার ঠেকে। মেজাজটাও বিষিয়েছিল এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায়। ঘুম ভেঙে কালিচরণ এখন সাতসকালে দু'এক ঢোক চা খেয়ে বিড়িতে টান দিয়ে আবার মেজাজটা ফিরে পায় এতক্ষণে।

নিমাইয়ের অবসর নাই।

এর মধ্যে ওদিকে ভূতনাথ তাড়া লাগিয়েছে, পুঁটু আর সুন্দরীও কালিচরণকে চা খেতে দেখে কিচমিচ শুরু করে, ওদের ভাষায় নিজেদের প্রাতরাশের দাবি জানাচ্ছে।

ভূতনাথ দু'পা সামনে তুলে নিমাইয়ের বুকে উঠতে চায়।

নিমাই বলে—চল, তোর শ্লা হাগা-মুতো না হলে শান্তি নেই।

ভূতনাথ ওদের সহচর, বন্ধু, বিজনেস পার্টনারও বলা যেতে পারে ওকে। সেই সঙ্গে এই দলে রয়েছে পুঁটু আর সুন্দরীও।

ভূতনাথ একটা কুকুর। ওর জন্ম ইতিহাস তেমন কিছু গৌরব-জনক নয়, কোনকালে ওর পিতৃপুরুষ কোন বড়মানুষের পোষা অ্যালসেশিয়ানদের কেউ ছিল।

বড়লোকের বখাটে ছেলে যেমন গোপনে কোথাও জারজ সন্তানের জন্ম দিয়ে নিরাপদে সরে পড়ে তাকে রাস্তায় ফেলে, ভূতনাথের সেই পিতৃপুরুষও রাস্তার কোন যৌবনবতী সারমেয়ী রঙ্গিলার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ক্ষণিকের ফলশ্রুতি হিসেবে ভূতনাথকে ফেলে গেছলো পথেই।

কালিচরণই তাকে কুড়িয়ে আনে।

অবশ্য কালিচরণের অবস্থা তখন ভালোই ছিল। নিজের ঘরবাড়ি, কিছু জমিজায়গাও ছিল। মফঃস্বল সহরে ছিল ছোটো-খাটো ব্যবসা, অবস্থা ভালোই ছিল।

অবসর সময়ে ছিল তার অন্য নেশা। বাড়ির লাগোয়া জমিতে ছিল একটা বড়সড় আখড়া, শহরের অনেকেই আসতো। কালিচরণ কুস্তি জিমন্যাস্টিক বারের খেলা—এসব প্র্যাকটিশ করাতো। তার আখড়ার ছেলেমেয়েরা বহু প্রতিযোগিতায় নাম করতো।

ব্যবসাপত্র ছিল কালিচরণের।

কালিচরণ আজও সেই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারেনি। বস্তির ঘুম তখনও ভাঙেনি সকলের। কিছু লোকজন এখানে থাকে নানা পেশায়। কেউ বের হয় খুব ভোরে। তাদের নানা ধান্দা, আবার কেউ ফেরে রাত্রি গভীরে।

তাদের অনেকেই এখনও নেশায় বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে।

বস্তির আকাশে এই ভোরটা কালিচরণের তবু একটু ভালো লাগে। একটু শান্ত, কলরব নেই। বস্তির একদিকে একটা পুরোনো বটগাছ ডালপালা মেলে কুয়াশার আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। সারবন্দী খাপরার চালা, ওরই একটার এসে আশ্রয় নিয়েছিল। বেশ কিছুদিন আগে কালিচরণ ওই নিমাই, কুকুর, আর দুটো বাঁদরকে নিয়ে।

এককালের কালিচরণ ওস্তাদ এখনও টিকে আছে, তবে সেই বোল বোলাও আর নেই। আগেকার দিনগুলো আজ শুধু একটা বেদনাদায়ক স্মৃতি হয়েই মনের অতলে রয়ে গেছে। সেই স্মৃতি শুধু তীব্র বেদনাই আনে সারা মনে।

কালিচরণের দিন রাতের অনেক মুহূর্তে সেই বিষণ্ণতায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে, সেই ভাবনাগুলোকে ভোলার জন্যই কালিচরণ মদ গেলে। মদও সর্বদিন জোটে না। সামান্য-অনিশ্চিত রোজকার।

তবু যখন জোটে আকণ্ঠ গিলে বুঁদ হয়ে থাকে। ভোরবেলাতে খোঁয়াড়ি ভাঙ্গতে এই 'র' চা-ই পেলে খায়।

তবু সেই ভাবনাগুলো মনের শান্তিটাকে ঘুণপোকার মত কুরে কুরে খায়। বার বার মনে পড়ে কালিচরণের সেই ফেলে আসা দিনগুলো।

নদীর ধারে সুন্দর শহরটাকে আজও মনে পড়ে। গঙ্গা এখানে একটা বাঁক নিয়েছে, সেই নদীর ওপর বাঁকের ওমাথা থেকে সহরের সুরু, এদিকে সুন্দর রূপালী বালুচর। বালুচরের সীমা ছাড়িয়ে সহরের সুরু।

ওপারে নদীর গভীর খাদ, তার ওদিকে আম-কাঁঠাল বাঁশবন-এর সবুজ জটলা। একদিকে সহর—অন্যদিকে সবুজ প্রকৃতির দাক্ষিণ্য, মাঝখানে নদীটা বয়ে চলেছে।

সহরের একদিকে কালিচরণের দোতলা বাড়ি, এককালে কালিচরণের পিতৃপুরুষের অবস্থা ভালো ছিল। তাই সেই অতীত আভিজাত্যের চিহ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাড়ির লাগোয়া বাগান।

এখন সহরের বিস্তার বেড়ে গেছে, তাদের বাড়ির ওদিকে গড়ে উঠেছে আরও নোতুন বসত আর কালিচরণের পিতৃ-পুরুষের বাগানের কিছুটা বিক্রি হয়ে যায়। বাকীটায় কালিচরণ গড়ে তুলেছে তার জিমনাসিয়াম। সহরের সকলেই জানে ওই জিমনাসিয়ামের খবর আর চেনেও কালিচরণকে।

কালিচরণ-এর পৈত্রিক আমলেই ঘোড়ার গাড়ি ছিল, তার পিতৃদেব অবস্থা খারাপের দিকে আসতে সেই গাড়ি চড়ার বিলাসটাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তবু সেই সময় একটা ঘোড়ার বাচ্চা হয়েছিল, সুন্দর মসৃণ বাদামী রং-এর জেল্লাদার ঘোড়ার তেজী বাচ্চাটাকে আর বিক্রি করতে পারেনি।

বাড়ির লাগোয়া শূন্য আস্তাবলে সেই ঘোড়ার বাচ্চাটা ঠাঁই পায়, ক্রমশঃ তার গায়ের জেল্লাদার বাদামী রং-এর জন্য তার ওই বাদামী নামটাও বহাল হয়ে যায়।

কালিচরণ আর একটা ঘোড়াও কিনেছিল, কিন্তু সেটার রং সাদা, আর সাদামাটা গোছের। বাদামীর কোন গুণই সে পায়নি।

আর কুকুরটাকে তুলে এনেছিল এইটুকুন বাচ্চা অবস্থায়, বাঁদর দুটোকে কিনেছিল কি খেয়াল বশেই। আখড়ার ভূপতি অন্যতম পাণ্ডা।

কালিচরণ ওই ব্যায়ামকরা, কুস্তিকরার স্বভাবটা পেয়েছিল পৈত্রিক সূত্রেই, আখড়ার একপাশে বেশ খানিকটা জায়গা কুপিয়ে মাটি ঝুরো ঝুরো করে মই ঠেলে মাটিকে মসৃণ করে তোলা হয়।

কর্তারা ভোরের অন্ধকার থাকতে উঠে সেখানে কুস্তি করতেন। ঘোড়ায় চড়ে চরভূমিতে দৌড়ে ঘুরে আসতেন কদম তালে।

আজ জমিদারীর অতীত বৈভবের ঠাট-বাট সব গেছে, তবু কালিচরণ সেই আখড়া-জিমনাসিয়ামকে তুলে দেয়নি, ঘোড়াও

রেখেছে।

নিজে ভোরবেলায় এখনও মাটি মেখে কুস্তি করে সহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিছু তরুণ, সমবয়সী লোক আসে। ছেলেরাও আসে। কালিচরণ-এর জিমনাসিয়াম এইভাবেই সহরে পরিচিতি লাভ করেছে। আর সেই সুবাদে ওস্তাদ নামেই পরিচিত হয়েছে কালিচরণ। সহরেই নয়, জেলার মফঃস্বল সহর, গ্রামেও।

কারণ কালিচরণ-এর জিমনাসিয়াম, বডি বিল্‌ডিং ক্লাব জেলার, জেলার বাইরে অন্য অনেক সহরে যায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে খেলা দেখাতে।

প্যারালাল, হোরাইজানটাল বার—মায় ট্রাপিজের খেলা নানা ধরনের ফিজিক্যাল ফিটস্‌ও দেখায় তার ক্লাব। এসবদিক থেকে তাদের শুনাম আছে। ব্যালান্স-অন্য খেলাও আবিষ্কার করেছে কালিচরণ। নোতুন খেলা নিয়ে সে ভাবনা চিন্তা করে।

তাদের সহরে, কলকাতায় গিয়ে কালিচরণ ভালো সার্কাস দলের খেলা দেখে আসে। আর নিজের উদ্ভাবনী শক্তি আর কল্পনা দিয়ে সেই খেলাগুলোকে নোতুন আঙ্গিকে তৈরী করে তার ছেলেমেয়েদের তোলায়, হাততালি প্রশংসা কুড়োয় সারা অঞ্চলে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস. ডি. ও সহরের ব্যবসায়ী মহলও বলে—হ্যাঁ। কালিচরণ সত্যিই ভালো ট্রেনার। ওর ছেলেমেয়েরাও তেমনি।

এই জিমনাসিয়ামের জন্যই কালিচরণ ব্যস্ত।

সহরের বাজারে কালিচরণের নিজের লোহা লক্কড়ের ব্যবসা আছে, নোটন সরকারই তা দেখা শোনা করে।

কালিচরণ সকালে তার নিজের ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া সেরে আখড়ায় ফেরে। তখন ছেলেমেয়েরা এসেছে।

সকালেই ব্যায়াম আর প্রাকটিস্‌ করানো হয় বেশী, তাদের মধ্যেও ভূপতি—গিরিধারী কালিচরণের মূল সাকরেদ। তারাই থাকে, কালিচরণ দুপুরে দোকানে আসে।

সরকার মশাই ফর্দ দিয়ে বলে।

—মালগুলো পৌঁছে দিতে হবে নোতুন পাটকলে।

সহরের শেষ সীমায় নোতুন পাটকল গড়ে উঠছে, কিছুদিন আগেও সেখানে ছিল আমবাগান, বাঁশ বন। একটা আধমজা ঝিল কচুরিপানার সবুজ ভিড় বুকে নিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ মরা সহরে একটু আলোড়ন জাগে।

কলকাতা থেকে কোন এক বিরাট ধনী ব্যক্তি ইদানীং ওই বিস্তীর্ণ এলাকা কিনে নিয়ে সেখানে পাটকল বানাবার ব্যবস্থা করছে। কারখানা হবে শান্ত পরিবেশে।

পাট এদিকে প্রচুর হয়, বিস্তীর্ণ মাঠে বর্ষার মুখেই ঘন সবুজ পাটবন মাথা তোলে চারিদিকে। চাষীরা ঝিলের জলে এখানে-ওখানে জমা জলে পাট পচিয়ে পাট-এর গাঁট বেঁধে সহরের আড়তে আনে।

আড়তদাররা সেইসব পাটচাষীদের কাছে যো সো দামে কিনে ট্রেনে না হয় ট্রাকে কলকাতায় চালান দেয় কোন জুট প্রেস বা পাটকলে।

এখন চাষী, সহরের ব্যবসাদাররা, মায় অনেক বেকার ছেলেও খুশি। তারা স্বপ্ন দেখছে।

চাষীরা স্বপ্ন দেখে তাদের পরিশ্রমে উৎপন্ন পাটের এবার নায্য দাম পাবে, সহরের ব্যবসায়ী মহলও খুশি। এর মধ্যেই ওই বিস্তীর্ণ এলাকার বাগান, বাঁশবন কেটে মাটি সমতল করে বিরাট এলাকা জুড়ে মিলের বাড়ী অপিসঘর এসব তৈরী হচ্ছে। ধীরে ধীরে মাথা তুলছে কারখানার বিস্তীর্ণ লম্বা ঝকঝকে টিনের শেডগুলো। ওদিকের ঝিল-এর পানাও সাফ করা হয়েছে। এখন দেখা যায় বিস্তীর্ণ ঝিল-এর বুকে টলটলে কালো জলসীমা, তার ওদিকে একটা বাংলো তৈরী হচ্ছে চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা বাংলো-বাগান মাথা তুলছে।

ওটা নাকি মালিকের বাংলো হবে।

সহরেও দেখা যায় মাঝে মাঝে পাটকলের মালিকের নোতুন গাড়িটা। এ নিয়ে সহরে অনেক জল্পনা-কল্পনাই হয়।

আজ কালিচরণ ওখানে মাল সাপ্লাই-এর অর্ডার পেয়ে খুশীই হয়। তবু তারও কিছু আমদানী হবে।

বলে সে—ওসব মাল পাঠিয়ে দাও সরকার।

সরকারও খুশি হয়। এত টাকার মাল-এর দাম থেকে তারও কিছু কমিশন থাকবে। সরকার বলে—তাই দেব।

কালিচরণ নিজের জগতেই থাকে।

সেদিন কৃষ্ণনগরে গেছে দলবল নিয়ে সেখানে বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে। সারা বাংলার এ্যামেচার ফিজিক্যাল এসোশিয়েশনের উদ্যোগে বিরাট আসর বসেছে, সরকার থেকে পুরস্কৃত করা হবে সেরা খেলোয়াড়-ট্রেনার আর ক্লাবকে।

কালিচরণ ভূপতি-গিরিধারীরাও এসেছে অনেক আশা নিয়ে। কালিচরণ নিজেও নেমেছে খেলার আসরে তার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। সারা সহরের দর্শক, মানী নামডাকওয়ালা লোকজন এসেছে। জেলা-শাসকও রয়েছেন। এসেছে কলকাতা থেকে অনেকেই। প্রেসের লোক জনও রয়েছে।

ফ্লাশ জ্বেলে ছবি উঠছে, কালিচরণের দল আজ দারুণ খেলা দেখাচ্ছে। হাততালির শব্দ ওঠে। কালিচরণ আজ সব পুরস্কার যেন ছিনিয়ে নেবে।

ড্রেসিং রুমে কাদের দেখে চাইল।

সহরের নামী উকিল ভুবনবাবুও এসেছেন, তিনিও অভিনন্দন জানান। সঙ্গে রয়েছে তার মেয়ে চন্দনাও।

এবার বি-এ পাশ করেছে।

কালিচরণ-এর দিকে চেয়ে থাকে চন্দনা।

কালিচরণ-এর দেহে জমিদারী রক্তের কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে আজও! ফর্সা সুন্দর চেহারা, ধারালো নাক মুখ। চোখের চাহনিতে ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। নিটোল ব্যায়ামপুষ্ট দেহ, এক ফোঁটা বাড়তি মেদও নেই।

চন্দনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে ওকে।

তার কুমারী মনে কালিচরণ যেন ঝড় তুলেছে।

ওদিকে তখন পুরস্কার নেবার জন্য কালিচরণের নাম ডাকা হচ্ছে।

কালিচরণ বলে—ওদিকে যেতে হবে।

ভুবনবাবু বলেন—চলো, আমরাও যাবো। তবে কাল তো আছো বাবাজী, সকালে বাড়িতে আসতে হবে কিন্তু।

কালিচরণ বলে—আবার বাড়িতে যেতে হবে?

ভুবনবাবু বলে—তোমরা দেশের গৌরব, তোমাদের দেখলেও আনন্দ হয় আসতে হবে একবার।

চন্দনাও দেখছে কালিচরণকে।

সেও চাইল ওর দিকে দীঘল চাহনি মেলে। কালিচরণ-এর দিকে এভাবে যে কেউ চেয়ে থাকতে পারে এটা কালিচরণের জানা ছিল না। চন্দনাও দেখতে সুন্দরীই।

নিটোল মসৃণ দেহ, পান পাতার মত ঢল ঢলে মুখ—সব মিলিয়ে চন্দনাকেও যেন নোতুন চোখে দেখে কালিচরণ। চন্দনার চোখের নীরব চাহনিতে রয়েছে সেই আমন্ত্রণ, কালিচরণের সেই আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার শক্তি নেই।

বাধ্য হয়ে কালিচরণ বলে—ঠিক আছে। যাবো।

ভুবনবাবু বলে—আমিই এসে নিয়ে যাবো। চল চন্দনা, প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন দেখে বাড়ি ফিরবো।

চন্দনা মুগ্ধ চাহনিতে ওই ভিড়ের দিকে চেয়ে থাকে। পুরস্কার বিজেতারা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দলের ছেলেমেয়েরাও রয়েছে। নাম ঘোষণার পর তারা একে একে এসে পুরস্কার নিয়ে যায়। ঘন ঘন ফ্লাশ জ্বলছে, হাততালির শব্দ ওঠে, চন্দনার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে কালিচরণের দিকে, সে আর তার দলই সব পুরস্কার কেড়ে নিয়েছে আজ।

চন্দনাই পথ চেয়েছিল কালিচরণের।

ভুবনবাবুর সঙ্গে এসেছে কালিচরণ ওদের বাড়ি। ছিমছাম সুন্দর বাড়িটা, চন্দনা নিজের হাতে ঘরখানাকে সাজিয়েছে, সেই সঙ্গে নিজেও সেজেছে।

চন্দনা এমনিতেই লোভী, এ হয়তো তার নিজের মনের অতলের একটা জেদই। নিজেকে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, জয়ী হতে চায়। নিজেই সব কিছু পেতে চায়। এটা তার সহজাত প্রবণতা, স্কুলে-কলেজের মেয়েরাও সেটা জানে।

কাল চন্দনা তার কলেজের দু'চারজন বান্ধবীর সঙ্গে গেছল অডিটোরিয়ামে। কালিচরণকে প্রথম দেখে শিখা বলে।

—কি দারুণ দেখতে মাইরী! যেন গ্রীসের পুরাণের কোন দেবতা আর তেমনি স্মার্ট।

রেখাও দেখছে কালিচরণকে, ওরা সবাই মুগ্ধ।

ওদের কাছে ওই কালিচরণ যেন আকাশের চাঁদ, স্বর্গের কোন দেবতাই হয়ে উঠেছে, যাকে ধরা যায় না, দূর থেকে দেখেই তৃপ্ত থাকতে হয়।

মনে মনে ওদের ব্যাকুলতা দেখে হেসেছিল চন্দনা। ও জানে কি ভাবে এগোতে হবে। আর সেই পথেই এগিয়েছিল সে।

ছোট্ট সহর।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে, কালিচরণের ওদের বাড়ি আসার খবরটা।

চন্দনা নিজে চা-খাবার এনেছিল। আজ চন্দনা সেজেছে। নিজের রূপটাকে আজ কালিচরণের সামনে প্রকাশ করে সেও যেন জানাতে চায় যে তারও নিজস্ব সম্পদ কিছু আছে।

কালিচরণের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

এতদিন কালিচরণ ওই জিমনাসিয়াম—তার খেলা, ব্যায়াম নিয়েই মত্ত ছিল। জীবনে আর কিছু আছে এ-কথাটা সে ভাবেনি। ভাবার অবকাশও ছিল না।

আজ চন্দনাকে দেখে কালিচরণের শূন্যমনে বিচিত্র একটা সাড়া

জাগে, নিজের মনের অতলের এই নিঃস্বতাকে সে চেনেনি এর আগে। ভুবনবাবু বলেন—খাও বাবাজী, কেষ্টনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, অন্য সন্দেশেরও একটা নামডাক আছে। খাও।

চন্দনা বলে—ওটা খেয়ে দেখুন।

এভাবে কাছে বসে তাড়া দিয়ে কেউ খাওয়ায়নি তাকে। তার মা কবে মারা গেছে, বাড়িতে চাকরবাকরের হাতেই খেতে হয়। আজ কালিচরণের কাছে কেষ্টনগরের মিষ্টির স্বাদ আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে।

ওরা ফিরছে দলবল নিয়ে। ভূপতি, গিরিধারী দেখেছে কালিচরণের এই পরিবর্তনটা। এত পুরস্কার জয়ের পরও কি যেন ভাবছে কালিচরণ। সেই বিজয়ের খুশিটা নেই ওর মনে।

ভূপতি শুধোয়—কি ব্যাপার বলতো ওস্তাদ?

গিরিধারী ভূপতির চেয়ে একটু বেশী সমঝদার। সে দেখেছে কাল থেকেই ওস্তাদের ওই পরিবর্তন, আর কারণটাও অনুমান করেছে সে। সেই মেয়েটিকে দেখার পর থেকেই কালিচরণ কেমন বদলে গেছে।

গিরিধারী বলে—ওস্তাদ-এর মনটা কেষ্টনগরেই রয়ে গেল গো ভূপতি দা!

ভূপতি চাইল। তখনও ওর মাথায় কিছু ঢোকেনি ব্যাপারটা।

বলে গিরিধারী—সেই যে সেই মেয়েটি? উকিলের মেয়ে গো—

ধমকে ওঠে কালিচরণ—থামবি গিরি! মারবো এক্ রদ্দা!

গিরিধারী কালিচরণের রদ্দাকে চেনে। ঘাড় ভেঙ্গে দিতেও পারে। তাই নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বলে।

—চটছো কেনে গো! অলায্য কিছু তো বলিনি বাপু! মাথা তোমার ঘুরে গেছে।

কালিচরণ চুপ করে যায়।

তবু ব্যাপারটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।

কোথায় যেন তার মনে সেই ঝড়টা চলেছে। ক্লাবের কাজ, নিজের এক্সসারসাইজ—দুপুরে গিয়ে ব্যবসা-পত্র দেখা—এবারের মধ্যে বার বার মনে পড়ে কৃষ্ণনগরের দেখা সেই মুখটা, চন্দনাকে মনে পড়ে বার বার।

উকিল ভুবনবাবুও হিসেবী ব্যক্তি। এর মধ্যে কালিচরণদের সহরে তার দু'একজন বন্ধুর মারফৎ সব খবরই নিয়েছে। আর কালিচরণ সমন্ধে যেসব খবর পেয়েছে সেগুলো আশাপ্রদই। তার মেয়ে সুখেই থাকবে।

সব ভেবে চিন্তে প্ল্যান করেই এবার ভুবন উকিল এসে হাজির হয় কালিচরণের বাড়িতে। নিজের চোখে দেখে শুনেই খুশি হয় ভুবনবাবু। তারপর প্রস্তাবটা দেয়।

—চন্দনার বিয়ের ব্যাপারে এসেছিলাম কালিচরণ। সংসারে তো কেউ নেই তোমার, সব দায় ভারও তাকেই নিতে হবে। অবশ্য চন্দনা মা আমার কাজের মেয়ে, সবদিক সামলে নেবে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে বাবাজী তাহলে শুভদিন দেখে আজই পাকাপাকি করে যাই কথাটা।

একটু হকচকিয়ে যায় কালিচরণ।

এতদিন সে ওই স্বপ্নই দেখেছিল, আজ হঠাৎ সেই স্বপ্নটাকে সত্যি হতে দেখে ঘাবড়ে গেছে কালিচরণ। এ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না সে।

ভুবন উকিল দেখছে ওকে। সাক্ষীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরার চোটে নাস্তানাবুদ করে পেটের কথা বের করতে সে ওস্তাদ। এবার ভুবন ওকে কায়দায় পেয়ে বলে।

—খরচ খরচা অবশ্য বেশী করতে পারবো না বাবাজী।

কালিচরণ এবার ধাতস্থ হয়ে বলে।

—না, না। বেশী ঘটা করার দরকার নেই। ও নিয়ে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না।

ভুবন বলে—নিশ্চিন্ত করলে বাবাজী। জানতাম তুমি এই কথাই বলবে। তাহলে সামনের মাসেই শুভদিন ধার্য করি!

ভুবন উকিল তৈরী হয়েই এসেছিল দিনক্ষণ দেখে, সুতরাং কাজ সেরেই চলে গেল সে!

কালিচরণ-এর জীবনে চন্দনা এসেছিল এমনি করেই।

চন্দনা এই নোতুন সংসারে এসেছিল কি যেন জেদের বশেই। তার নিজের মনের দুর্বার চাওয়ার নেশার খবর চন্দনাও জানে।

ওই শান্ত ছোট্ট সহরে চন্দনা মানুষ হয়েছে। জানে সে সুন্দরী, তার রূপ যৌবন আছে, আর তার সেই ঐশ্বর্য দিয়েই চন্দনা ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে।

ভুবন উকিল-এর পশারও হঠাৎ বেড়ে যায় চন্দনা বড় হবার পরই। সহরের অনেকেই যায় আসে, চন্দনা সহরের নানা নাচ-গানের ফ্যাংশানে যায়, গানও মন্দ গায় না। ভুবন উকিল সহরে পরিচিত হয়ে ওঠে চন্দনার নামেই।

চন্দনাও তা জানে।

চন্দনা চায় নাম, নিজের মতেই চলে সে। কিছুটা স্বাধীন। আর সেই মনোবৃত্তির জন্যই কালিচরণকে দেখে তাকে জয় করে নিজে জয়ী হতে চেয়েছিল। ওই দুর্বার মানুষটাকে ঠিক ভালোবাসতে পারেনি, চন্দনার মত মেয়েদের কাছে প্রেম-ভালোবাসার অর্থটায় কোন স্বপ্ন-হৃদয়ের স্পর্শ মেশানো থাকে না, তাদের কাছে নিজের জয় আর প্রতিষ্ঠাই একমাত্র কথা। তাই কালিচরণকে বিয়ে করবার পর চন্দনার মনের সেই স্বপ্নটা হারিয়ে গেছে। এ যেন কোন নোতুন বই পড়ার মতই ব্যাপার। প্রথমে বইটার বর্ণাঢ্য মলাট, সেটা দেখে বই পড়ার নেশা জাগে। পড়া হয়ে গেলে আর কোন আকর্ষণই থাকে না।

চন্দনা এখানে এসে কিছুটা সেই অবস্থাতেই পড়েছে, শুধু তাই নয় দেখেছে কালিচরণকে আরও কাছ থেকে।

এককালের বনেদী পরিবারের ছেলে, ব্যবসাপত্রও করে। কিন্তু

ব্যবসাতেও মন নেই। ভোর থেকেই কালিচরণ নেমে যায়, তার ব্যায়াম ঘোড়-দৌড়-এর ব্যাপার সেরে আখড়ায় ফেরে। তখন ছেলে-মেয়েরা এসে যায়। তাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছে। ওদিকে বার, প্যারালাল বারের কাজও চলছে।

সব সেরে কালিচরণ উঠে যায় উপরে তখন বেলা দশটা পার হয়ে গেছে।

চন্দনা কয়েকদিন এসে চুপ-চাপ সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে মাত্র। ক্রমশঃ তার মনে নীরব প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

সেদিন চন্দনা কালিচরণকে বলে!

—ভোরবেলায় নেমে গিয়ে বেলা দুপুরে উঠে আসো, এত দেরী কেন?

কালিচরণ একটু অবাক হয়।

এতদিন তার এইসব ব্যাপার নিয়ে কেউ কোন কথাই বলেনি। আজ চন্দনাকে কথা বলতে দেখে চাইল সে।

কালিচরণ বলে—ভোরে বাদামীকে এক্সসারসাইজ করাতে হয়, নিজেরও কাজ থাকে, সকালে ছেলেমেয়েদের ফিজিক্যাল ট্রেনিং দিতে হয়।

চন্দনা যেন ওসব কৈফিয়ৎ শুনতে রাজী নয়। সে বলে—সকালে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো, একসঙ্গে ব্রেকফাষ্ট করতে হবে। ওদিকে সরকারমশায়ও এসেছিল, ব্যবসাপত্র ঠিকমত দেখা শোনার অভাবে বাজারে অনেক টাকা নাকি ধার বাকি পড়েছে, সে সবদিকে এবার নজর দিতে হবে।

কালিচরণ একটু অবাক হয়।

সে দেখছে চন্দনাকে। মেয়েটি কিছুদিনের মধ্যে যেন ধীরে ধীরে এ বাড়িতে কালিচরণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, আর নানা ব্যাপারে চন্দনা খোঁজ-খবরও নিতে সুরু করেছে। তার এই স্বভাবটাকে খুব ভালো চোখে দেখে না কালিচরণ।

সে জানায় সকালে ওদিকের কাজ আছে। আর চা আমি সকালে খাই না। নীচে ছেলেদের সঙ্গেই ভিজে ছোলা, ডিমসিদ্ধ, পাঁউরুটি, কলা খেয়ে নিই।

চন্দনা একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলে।

—তোমার ব্রেকফাষ্ট করারও সময় নেই? ওইসব নিয়েই থাকবে? তবে সরকারমশায়কে বলেছি তুমি বেলা বারোটার মধ্যে দোকান যাবে। ওদিকের কাজ কর্ম দেখতে হবে।

চন্দনা কথাগুলো একটু হুকুমের সুরে জানিয়ে চলে যায়। কালিচরণ দেখছে ওকে। চন্দনার নরম সুন্দর মুখখানা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। কালিচরণও প্রথমে চেষ্টা করে এসব মানিয়ে নিতে।

চন্দনার কথামত ব্যবসাপত্রও দেখতে সুরু করেছে। কিন্তু এতদিন ব্যবসাপত্র না দেখার ফলে ধারবাকীর সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যে যে পার্টি মাল নিয়েছে তাদের কাছেও তাগাদায় যায় কালিচরণ।

চন্দনা খুশী হয়, কালিচরণ দিনের শেষে বাড়ি ফেরে। গঙ্গার ধারে সহরের একটু বাইরে তাদের বাগান ঘেরা বাড়িটায় নামে দিন শেষের আলো। নদীর রূপালী বালুচরের প্রান্তে গঙ্গার জলধারা বয়ে যায়। ওপারের সবুজ বনসীমায় তখন পাখীরা ঘরে ফেরে।

ওদের কাল-কাকলির শব্দ ওঠে।

চন্দনা কালিচরণকে নোতুন করে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলতে চায়, তার রূপের মোহে কালিচরণকে বদলে দিতে চায়।

কালিচরণ-এর ফার্মের বেশ কিছু টাকা বাকী পড়েছিল নোতুন পাটকল মালিকের কাছে। সরকারমশায় কদিন ওদের কারখানায় গিয়ে ফিরে এসেছে—মালিক আসেননি। এত টাকা ম্যানেজারও দিতে পারবে না।

কালিচরণ এমনিতে একটু কাঠগোঁয়ার ধরনের। তারও অনেক টাকা মহাজনের কাছে বাকী পড়ে আছে। তারা তাগাদা দিচ্ছে। কালিচরণ সরকারের কথায় বলে।

—মাল নেবার সময় নিতে পেরেছে, টাকা দেবার সময় এইসব কথা। ঠিক আছে, আমিই যাবো।

কালিচরণ নিজেই গেছে ম্যানেজারের কাছে।

ম্যানেজার বলে—গোলকপতিবাবু, আমাদের মালিক এসেছেন আজ, আমিও তাঁকে বলে রেখেছি। চলুন—

ম্যানেজার কালিচরণকে সঙ্গে করেই নিয়ে যায় মালিকের ঘরে। গোলকপতিবাবু দেখছেন কালিচরণকে।

সুন্দর সাজানো ঘরটা, দেওয়ালের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি কার্পেট পাতা, পুরু ফোমের সোফা সেট, ডিমের আকারের ঝকঝকে টেবিল, ঘরটায় এয়ার কুলার মেসিন লাগানো। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

গোলকপতিবাবু বলেন—বসুন। আপনার নাম শুনেছি, ছবিও দেখেছি কাগজে। আপনি মশাই এ সহরের নামী লোক। জিমনাসিয়াম কেমন চলেছে বলুন। কি নেবেন চা না কফি?

কালিচরণ একটু অবাক হয়।

এতদিন ধরে গোলকপতিবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিল কালিচরণ। ভদ্রলোক নাকি বিরাট ধনী, কলকাতায় বালিগঞ্জে বিশাল বাড়ি, ডালহৌসী এলাকায় অপিস। আরও কি সব কারখানা, ব্যবসা-পত্র আছে। আর তার জন্যই একটু দেমাকী। বিশেষ কারো সঙ্গে মেশেন না। ওইসব ব্যবসাপত্র, কারখানা নিয়েই থাকেন।

এখানে মাঝে মাঝে আসেন, ফিরে যান কলকাতা। কিন্তু এহেন কর্মব্যস্ত লোককে তার জিমনাসিয়াম-এর কথা বলতে দেখে কালিচরণ অবাক হয়।

হাসে গোলকপতি সেটা বুঝতে পেরে। কারণ ওসব বোঝারমত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার আছে।

গোলকপতি বলে—এ সহরের খবর আমি জানি কালিবাবু, আপনার সাধনা, ওইসব কাজের খবরও রাখি। আরে মশাই, শরীর চর্চার অভাবে বাঙালী জাতটা রসাতলে গেল।

আপনি একক চেষ্টায় এইসব কাজ করে চলেছেন আপনাকে ধন্যবাদ দেব না ?

কালিচরণ খুশি হয়। বলে সে।

—এতদিন তো চালাচ্ছি, তবে কতদিন চালাতে পারবো জানি'না। খর্চাও বেড়ে যাচ্ছে।

গোলকপতিবাবু কি ভাবছেন।

ওর পাঁচটা আঙুলে দামী রকমারি পাথর লাল নীল ফিরোজা আভা তুলেছে। কালিচরণ বলে।

—সামনে আমাদের ক্লাবের বার্ষিক উৎসব। এবার আপনি যদি যান খুব খুশি হবো।

গোলকপতি বলে—নিশ্চয় যাবো। তবে একটু আগে জানাবেন—জানেন তো আমার আবার নানান ঝামেলা। আগে জানালে তখন এখানেই আসার প্রোগ্রাম রাখবো।

বিলের টাকার কথাটাও কালিচরণকে জানাতে হয় না। গোলকপতিবাবু সেদিকে খুবই হুঁশিয়ার। তিনিই বেল টিপে এক্যাউন্‌টেন্টকে ডেকে বলেন।

—কালিবাবুদের বাকী বিলগুলোর চেক রেডি করে আনুন !

কালিচরণ একটু অবাক হয়েছে, ভালো লেগেছে তার গোলকপতি-বাবুকে। এতবড় কারবার চালিয়েও তিনি এ্যাথলিটিক জগতের হালফিল খবর রাখেন। কালিচরণের দলে দু-তিন জন বাংলার অনেক ট্রফি জিতেছে সেটাও জানেন।

কালিচরণ চন্দনাকে আজ সেই খবরটা শোনায় বাড়ি ফিরে। কালিচরণ বলে—সত্যিই আমার ধারণা বদলে গেছে ওই ভদ্রলোকের সমন্ধে। এতবড় ব্যবসায়ী অথচ খেলাধুলোর সমন্ধে খুব আগ্রহী !

চন্দনা শুনছে কথাগুলো।

এখানে এসে এর মধ্যে চন্দনা নিজের ঘরের স্বপ্ন দিয়েই ডুবে আছে। মা হতে চলেছে সে। চন্দনার চোখেমুখে আগামী মাতৃত্বের

ছোঁয়া।

কালিচরণ প্রথম সেদিন খবরটা শুনে চমকে ওঠে।

—সেকি!

চন্দনা হাসছে। আজ সে কালিচরণকে বন্দী করার সুযোগ পেয়েছে। দুটো নরম পেলব হাত দিয়ে কালিচরণকে কাছে এনে তার দিকে ডাগর চাহনি মেলে শোনায়।

—চমকে উঠলে যে, এবার দায়িত্ব বাড়লো, ছেলেকে মানুষ করতে হবে বুঝলে?

কালিচরণের মনেও সেই প্রাথমিক বিস্ময়ের জড়তা কেটে নোতুন একটি খুশির সাড়া জাগে। কালিচরণ বলে—মানুষ করবো বৈকি! দেখবে কালিচরণ ওস্তাদের ছেলে ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়ন হবে। ওকে এ্যাথলেটিকস্-এ চ্যাম্পিয়ন বানাবো।

চন্দনা এবার চমকে ওঠে।

তার কল্পনার রং দিয়ে চন্দনা ইতিমধ্যে তার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন এঁকেছে, এটার সঙ্গে তার কোন মিলই নেই।

চন্দনা বলে—না। তোমার ওই সব পথে আমার ছেলে যাবে না।

হাসছে কালিচরণ, শুধোয় সে—তবে?

চন্দনার মনোভাবটাও জানতে চায় কালিচরণ। চন্দনা বলে।

—আমার ছেলেকে ডাক্তার—না হয় বড় ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করবো! ওই খেলাধুলোর নেশা ও ওইসব করতেই দেব না!

হাসছে কালিচরণ।

ক'টা বছর চন্দনার জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছে। গঙ্গার বুক দিয়ে ক'বছরে কত লক্ষ কিউসেক জল বয়ে গেছে তা কেউ জানে না। সহরের এই সীমান্তের সবুজ ছোঁয়া মুছে এখানে মাথা তুলেছে বড় বড় বাড়িগুলো। গঙ্গার ওপর এতদিন কোন ব্রিজই ছিল না। পারাপার হতো নৌকায়, ট্রাক ইত্যাদি পার হতো স্টিল বার্জে। বর্ষার দিন গঙ্গার শূন্য খাদ পূর্ণ হয়ে জলসীমা বালুচর ডুবিয়ে সহরের বাঁধের গায়ে এসে

ঠেকে।

এখন নদীর উপর তৈরী হচ্ছে বিশাল সেতু। দুদিকের রাস্তায় পাহাড় সমান উঁচু করে মাটি ফেলা হচ্ছে। ক'বছরেই সহরের রূপ বদলে গেছে।

কালিচরণের কাজও বেড়েছে।

রোজ ভোর বেলায় দেখা যায় গঙ্গার রূপালী বালুচরে তখনও কুয়াশার ফিকে আবরণ জমে আছে। চরের বাবলা আকন্দ গাছের আদলগুলো আবছা দেখা যায়, ওই শূন্য চরভূমির বুকে ঘোড়া দাবড়ে চলেছে একটি বাচ্চা ছেলে, একা নেই। সঙ্গে দৌড়ছে একটি তরুণ।

কালিচরণের এখন ভোরবেলায় রাইডিং-এর সঙ্গী হয়েছে তার ছেলে নিমাই। বাচ্চা ছেলেটা এর মধ্যে বাদামীকে চিনেছে, বাদামী ঘোড়াটাও তার এই খুদে সওয়ারকে নিয়ে মৃদুমন্দ চালে বালুচরে ভোরের কুয়াসা ভেদ করে বেড়াতে আসে।

কালিচরণ বলে—সাবাস বেটা।

নিমাই হাসে। কালিচরণও ঘোড়ায় উঠে ওকে নিয়ে বাড়ির দিকে ফেরে তখন সহরের ঘুম ভাঙছে।

চন্দনার এখন অনেক কাজ।

এখানে এসে প্রথমে চন্দনা নিজের ঘর নিয়েই খুশী হতে চেয়েছিল। কালিচরণের মত বেপরোয়া একটা মানুষকে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তারপর এসেছিল তাদের সন্তান নিমাই।

চন্দনা ক্রমশঃ কালিচরণের কাছে হেরে যাচ্ছে।

বাচ্চা ছেলেটাকে কেন্দ্র করেই চন্দনা সব ভুলে থাকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওই নিমাইও কালিচরণের ন্যাওটা হয়ে উঠেছে।

চন্দনা ছেলেকে সামলাতে পারে না। কাঁদছে ছেলেটা।

কালিচরণ তখন নীচের জিমনাসিয়ামে ব্যস্ত। ওদিকে তার বাৎসরিক উৎসব এগিয়ে আসছে। বিরাট প্যাণ্ডেল করে সেখানে

অনুষ্ঠান হয় দুদিন ধরে। বিভিন্ন ফিজিক্যাল ফিটস্ দেখানো হয়। তারই প্রস্তুতি চলছে, কালিচরণের কানে আসে ছেলের কান্না। সে উপরে উঠে যায়।

চন্দনা ছেলেকে সামলাতে পারে না। কি ঝোঁক ধরেছে সে। কালিচরণ ছেলেটাকে নিয়ে নীচে নেমে এসে বাদামীর সামনে ধরতে ছেলেটা ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে ঘোড়ার কেশর ধরে টানে, ঘোড়াটাকে দেখছে ডাগর দুচোখ মেলে, ঘোড়াও দেখছে ছেলেটাকে। চুপ করে গেছে সে।

কালিচরণ ছেলেটাকে বাদামীর পিঠে বসিয়ে দিতে ছেলেটা ওর গলা ধরে বসে পড়ে। হাসছে সদ্য বের হওয়া দাঁতগুলো মেলে।

চন্দনা চমকে ওঠে। তার মনে হয় জন্তু জানোয়ারের গায়ে অনেক রোগের জীবাণু থাকে, তাই ভয়ে সে ছেলেটাকে নামিয়ে নিতে চায়। ছেলেটা হাসছে। সে ঘোড়ার পিঠে বসে পড়ছে।

কালিচরণ বলে—ব্যাটা সেরা ঘোড়সওয়ার হবে।

চন্দনা বলে—থাক। আর ওসবে কাজ নেই।

হাসে কালিচরণ।

চন্দনার সেই হাসিটা ভালো লাগে না।

সে খোকনকে নিতে চায় ওর কাছ থেকে, বাচ্চা ছেলেটা ছোট্ট দুহাত দিয়ে কালিচরণকে জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে। সে বাবাকে চিনেছে এর মধ্যেই। তার বুকের মধ্যে দাপাচ্ছে ওই ঘোড়াটাকে দেখিয়ে।

কালিচরণ বলে দেখছো, ব্যাটা চুপ-চাপ থাকতে পারে না হেই য়ো! আবার শূন্যে ছুঁড়ে দেয় তাকে।

চন্দনা বকাবকি করে—খবরদার। ওকে নিয়ে এসব করবে না।

চন্দনা ছেলেকে ধরে নিয়ে চলে যায়। ছেলেটা কাঁদছে।

জোর করেই ওকে নিয়ে গেল চন্দনা।

কালিচরণ বলে—আটকে রাখতে পারবে ওকে? দেখবে ও

ব্যাটাকে আমি চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার বানাবো। ও কালিচরণ ওস্তাদের ছেলে।

কার খ্যানখেনে গলার আওয়াজে চাইল কালিচরণ।

তার অতীতের সেই ভাবনাগুলো কেমন হারিয়ে যায়। চন্দনা, সেই সংসার, সাজানো বাড়ি আখড়া, শহরের সেই জীবন সবকিছু আজ বদলে গেছে। হারিয়ে গেছে। কালিচরণ ওস্তাদ আজ পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র একটা নামেই।

বস্তির জীর্ণ ঘরগুলোয় যে এত মানুষ আর এত কিল্লিবিল্লি থাকে এটা দেখে বিশ্বাস করা যায় না বিরাট গাছে কত পাখপাখালি থাকে তা বোঝা যায় না।

বোঝা যায় শুধু সন্ধ্যায় আর ভোরে। কলরব করে তারা ঘরে ফেরে রাতের আশ্রয়ের সন্ধানে। রাতটা মাথা গুঁজে পার করে। আবার সকালেই বের হয়ে যায় আহার্যের সন্ধানে এখানে ওখানে।

বস্তির ব্যাপারও তাই।

দিনভোর ওই হাজারো মানুষের পাল, কচিকাঁচার ঝাঁক পথে পথেই ঘোরে বিভিন্ন রূপে জীবিকার সন্ধানে। তাই ওদের দেখা মেলে না। তখন বস্তি ফাঁকা। ফেরে সেই সন্ধ্যায়, আর কিছু ফেরে রাত গভীরে। পা টলে, মুখের ভাষাটাও বদলে যায়। বস্তির কোন ঘরে মদ্যপ জড়িত কণ্ঠের দেহ-নিবেদনের হাসির টুকরো ভেসে আসে। কোন ঘরে মদ্যপ পতিদেবতা, না হয় কোন মেয়ের রক্ষক, বেদম পিটছে তার আশ্রিতাকে—খুন করে ফেলবো মাগীকে কোন বেচাল দেখলে।

মেয়েগুলোও তেমনি। কখনও ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। কেউ আবার ফুঁসে ওঠে —বেশ করবো। গায়ে হাত দিবি তো এক কোপে হাত কেটে দেব মিন্‌সের। যা খুশি করবো, তোর কি র‍্যা?

—মরণ। ছুঁড়ীকে কোথায় খুঁজবি লা? কাল রাতে দেখলাম ওই পাঁচ নম্বর বস্তির ময়লার সঙ্গে গুজগুজ ফুসমুস করছে, আজ

ভোরেই না পাত্তা !

ওদিককার ঘরের নটবরের বৌটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। নটবর জরাজীর্ণ অবস্থায় কেবল উঠে এদিক-ওদিক খুঁজছে। লোকটার বয়স হয়েছে। কোন কারখানায় কাজ করতো। নেশার ঘোরে হাতটাই চলে গেছলো আগুনের মধ্যে। টের পায় হাসপাতালে। তখন অবশ্য ডান হাতের কনুই অবধি আর নেই। বাদ দিতে হয়েছিল।

নটবর তার পর থেকেই ঘরে বসে আছে। কাজ নাই। বৌটা এখানে-ওখানে খেটে ঝি-গিরি করে কিছু রোজগার করতো। আর দিনরাত ঘ্যান-ঘ্যান করতো নটবর—শালীর ঘরে মন বসে না।

বৌটাকে দেখেছে কালিচরণ। নটবর মাঝে মাঝে সকালে কালিচরণের ঘরের সামনে এক ফালি উঠোনে এসে বসত। তবু চা জুটতো। নটবর বলে—বেশ আছো ওস্তাদ। তোমার ওই সন্‌সারের জ্বালা-ফালা নেই। ছেলেটা আর অবোলা প্রাণীদের নে বেরুলে যা রোজকার করলে দিন কেটে গেল। আমার হয়েছে জ্বালা ওই কসবী মাগীকে নে। শালীর লাগর যে কতো, কে জানে ?

কালিচরণ চুপ করে থাকে।

ওর সংসার নেই। কেউ তেমন নেই, এইটাই জানে সকলে। কালিচরণও এখন এটা মেনে নিয়েছে। নাঃ। কেউই তার নেই। দুনিয়ার ফক্কিবাজীতে সব তার হারিয়ে গেছে।

আজ নটবর ক্লান্ত বিবশ দেহটা এনে বসে পড়ে পাথরের ওপর। ওর দিকে চেয়ে থাকে কালিচরণ।

নটবর বলে—ভেগে গেল মাগী ওস্তাদ। এ্যাদ্দিন ঘর করে পালালো ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে।

নটবরের সামনে আজ কঠিন প্রশ্ন।

টিকে থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। এতদিন ওই মেয়েটার রোজগারেই সে বেঁচেছিল। আজ ওই লোকটার সামনে বাঁচার কোন পথই নেই।

নটবর গর্জে ওঠে তবু—এ্যাও।

নটবরকে চেনে কালিচরণ।

কোন কাঁচের কারখানায় কাজ করে। কালিঝুলি মাখা অবস্থায় ক্লান্ত হয়ে ফেরে দিনভোর বুকের জোরে নলের মুখে ফুঁ দিয়ে সে তরল কাঁচকে বোতল, শিশিতে পরিণত করতো ওই ফুঁ দিতে দিতে তার কলজেটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। তবু পেট ভরেনি, আজ সে অথর্ব প্রায় একটা হাত আগুনে ঝলসে নুলো হয়ে গেছে।

মেজাজটাও তাই তিরিক্ষি, কিন্তু নটবরের বৌটা তার তুলনায় এখনও বেশ ডাঁটোপুর আর মাংসল দেহে ঝড় তুলে চলে। সন্ধ্যারপর বৌটা ময়নার ওখানেও যায়।

ময়না এই বস্তির ওপাশের ঘরে থাকে। ওই ঘরটা একটু স্বতন্ত্র, আর ময়নাও নিজেকে এদের থেকে আলাদা ভাবে। সেজেগুজে ছিমছাম হয়ে থাকে।

বস্তির মালিকের ছেলে কখনও ভাড়া আদায়ের জন্য এসে ময়নার ঘরের ধোপদুরস্ত বিছানায় বসে চা খায়, বস্তির মেয়েদের দিকে চেয়ে এটা সেটা মন্তব্য করে।

নটবরের বৌও যায় ওখানে।

এ পাড়ার মস্তান দাসু, এসব এলাকা তার সাম্রাজ্য। দাসুও আসে ময়নার ঘরে। সন্ধ্যার পর মদের বোতল আসে—মাংস আসে। হাসি-জড়িত স্বরের গানের টুকরো শোনা যায়। নটবরের বৌটাও জমে ওখানে।

বুড়ো অথর্ব নটবর তখন বস্তির বটগাছের নীচের ছায়া-অন্ধকারে ছেঁড়া খাটিয়ায় বসে গর্জায়—দেখে লোব মাগীকে আর ওই শালা দাসুকে, ময়নাটাকেও খুন করবো।

দুনিয়ার সকলের বিরুদ্ধে ওর এই জেহাদ ঘোষণা। কিন্তু কিছু করার সাধ্য তার নেই। তাই গজরায় আহত সাপের মত।

কালিচরণের চোখে পড়ে এটা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সে গুম হয়ে বসে থাকে। তার জীবনের সব কাজই যেন ফুরিয়ে গেছে। তারও করার কিছু আর নেই। ছেলেটাই এখানে ওখানে ওই কুকুর বাঁদর দুটো নিয়ে খেলা দেখিয়ে কিছু রোজকার করে আনে। সেই রোজকারেরও স্থিরতা কিছু নেই।

যেভাবে হোক নিমাইকে ফাঁকি দিয়ে মদ কেনে সে।

নটবরের মতই করুণ অসহায় অবস্থা। তার জীবনেও আজ সব হারিয়ে গেছে। আর কালিচরণ সেই দুঃখটাকে ভোলার জন্যই মদ গেলে। ওই মদের সম্বন্ধে এতকাল তার নিদারুণ অনীহা ছিল। ঘৃণা করতো মদকে।

আজ মদই যেন তার সঙ্গী। দিনের আলোয় তবু কোনমতে থাকা যায়, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় কি যেন তার বুক ঠেসে ধরেছে, চোখের সামনে সব হতাশা জমাট বেঁধে ছায়া-অন্ধকারের ইঙ্গিত আনে। সেই দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোলার জন্যই মদ গিলে সে।

নিমাই দেখেছে তার বাবাকে।

দিনভোর এখান-ওখানে খেলা দেখায়, ওর বাবা কালিচরণও বের হয়। সেদিন ভালোই রোজকার করে। সন্ধ্যার পর বস্তিতে ফিরে এসে কালিচরণ মদের বোতল নিয়ে বসে।

নিমাই বলে—ওসব খেয়ো না বাবা।

কালিচরণ দেখছে ছেলেকে। বলে সে—বেশী খাবো না রে। তুই যা হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আয়।

তাদের দুজনের খাবার ছাড়াও নিমাইকে কুকুরটার জন্যও রুটি একটু কিছু আনতে হয়। বাঁদর দুটোরও চাহিদা আছে। কলা-শশা এসব আনতে হয়, কোন কোনদিন নিমাই হাত পুড়িয়ে চালে ডালেও রাঁধে। কয়েক মাসেই নিমাই নিছক বাবার তাগিদেই এসব কাজও শিখে নিয়েছে।

কালিচরণ দেখে এতদিন তারা প্রাচুর্য আর বিলাসের মধ্যে মানুষ

হয়েছে। ভেবেছিল কালিচরণ ওইভাবেই দিন কাটবে, ছেলেকে মানুষ করবে। কিন্তু কি এক অভিশাপে তার সব হারিয়ে গেল। আজ একমাত্র সন্তানকেও সে বাঁচার পথ দেখাতে পারেনি। ঘৃণ্য আধা যাযাবর হয়ে ঘুরতে হচ্ছে তাদের। বাবার মন সেই যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

নিমাই অবশ্য ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কারণ বিলাস-প্রাচুর্যকে সে বেশীদিন দেখেনি। তাই বিপদের মধ্যে পড়ে আজ সে এই দুঃখকেও সহজভাবে মেনে নিয়েছে। ওই কালিচরণই তার কাছে সব।

আজ ওই লোকটার দুঃখটাই নিমাই-এর শিশু মনে ঝড় তোলে। তাকে একটু স্বস্তি দিতে চায় নিমাই। তবু নিমাই বলে—মদ আগে তো খেতে না ওস্তাদ। এখন কেন খাও?

এর জবাব কালিচরণও জানে না। আজ এই মদ ছাড়া তার পথ নেই।

সন্ধ্যা নেমেছে। হঠাৎ নটবরের চীৎকার শুনে চাইল। কাল দুপুর থেকেই নটবর-এর বৌটা বেপাত্তা। মাঝে মাঝেই উধাও হয় মেয়েটা। কোথায় যায়, আবার ফেরে সন্ধ্যার মুখে উস্কো খুস্কো চেহারা নিয়ে। রাতও হয়।

কাল সেই গেছে আর ফেরেনি বৌটা। নটবরও অবাক হয়, তার সবকিছু নিয়েই পালিয়েছে মেয়েটা নটবরকে একা ফেলে রেখে।

নটবর চীৎকার করে—শালীকে পেলে খুন করেঙ্গা। আমার সঙ্গে চালাকি।

…এখান ওখানে খুঁজে তাকে না পেয়ে এবার ঘাবড়ে গেছে নটবর। আজ তার বাঁচা মরার প্রশ্ন। নটবর এবার বুঝেছে তাকে ফেলেই পালিয়েছে মেয়েটা।

বস্তির বুড়ি নাকী বলে—ভেগেছে ছুঁড়িটা রে।

নটবর বলে—দুনিয়াটা বেইমান ওস্তাদ। আর মাগীগুলো—সব শালী শ্যানা। খচ্চরের ডিম! যদি দেখতে পাই কুনদিন, শেষ করে দোব। পিরীত করার শখ ঘুচিয়ে দোব।

গর্জাচ্ছে নটবর কি নিষ্ফল আক্রোশে।

হঠাৎ কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নটবর। তার শীর্ণ কোটরাগত দুচোখ জলে ভরে ওঠে। বিকৃতকণ্ঠে বলে সে—সব হারিয়ে গেল ওস্তাদ।

কালিচরণ দেখছে বিকৃত অসহায় মানুষটাকে। ওই কঠিন দুঃখটাকে সে চেনে। স্মরণ করতে চায় না।

কালিচরণ উঠে পড়ল।

বেলা হয়েছে। হাত মুখ ধুয়ে ওদিকের পাইকেরী পান্নখানায় লাইন লাগায়। ভিড় শুরু হয়েছে সেখানে। নটবরের বৌটাকে খুঁজতে বের হয়েছিল যারা, তারাও এতক্ষণে নটবরের সোমত্ত বৌ-এর ওই নড়বড়ে মানুষটাকে ফেলে চলে যাবার ব্যাপারটা মেনে নিয়ে এখন নিজেদের ধান্দায় বের হবার ব্যবস্থা করছে।

কেউ হকার, কেউ দালাল, কেউ এটা সেটা বিক্রি করে। ছেলেদের সকলেই বের হয়ে গেছে ওদিকে শিয়ালদহ, কোলে মার্কেটের দিকে। কেউ যায় কলেজ স্ট্রিট বাজারেও। আনাজপত্র সংগৃহীত হয় কোলে মার্কেট থেকে। তার কিছু ওরা না বলে হাতসাফাই করে কারো বাগানে। না হয় ফড়েদের বাজরা থেকে, না হয় দু-তিনজন ছেলে বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে নিরাসক্ত দর্শকের মত। ট্রাক থেকে মালপত্র নামছে, আলু, পিঁয়াজ, না হয় মুদিখানা দোকানের জিনিস-পত্র, তেলকলের সরষে। একজন এসে বস্তার মধ্যে ছুরি চালিয়েই সরে গেল। ঝরঝর করে ফাটা বস্তা দিয়ে মালপত্র পড়ছে রাস্তায়। সরষে ছিটিয়ে পড়ে, আলু পিঁয়াজ গড়াগড়ি দিচ্ছে, সেই ছেলের দল ওই অবসরে থলি ভর্তি করে নিয়ে দৌড়লো গলির মধ্য দিয়ে।

আর সেই বেসাতি নিয়ে বসে গেল ফুটপাথে।

ওরা তাই রাত থাকতেই বের হয়। আরও কিছু ছেলেরা এর মধ্যে কোন দলে ভিড়ে গিয়ে দু' আঙ্গুলে ব্লেড চালাবার কৌশল রপ্ত করে নিয়ে ফিল্ডে নেমে পড়েছে।

তারাও বের হবার আয়োজন করছে।

কালিচরণ এসে এই বস্তিতেই ঠাঁই নিয়ে কোনমতে বেঁচে আছে। তবু সে ওদের এই জীবনে সামিল হতে পারেনি।

তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে কালিচরণ।

কাল ভালই রোজগার হয়েছে। অবশ্য তার রোজগারের এলাকা বেশ দূর অবধিই ছড়ানো। ট্রেনে ভাড়াও লাগে না। এদিকে কোনদিন বারাসাত-বনগাঁ অবধি চলে যায়। দিনভোর খেলা দেখিয়ে ওখানেই প্লাটফর্মে রাত কাটায়। কোনদিন রানাঘাট, কেষ্টনগর শান্তিপুরের লাইনেও যায়। কয়েকদিন সহরের বাইরে অন্য পরিবেশে কাটিয়ে আসে। মনে হয়, কালিচরণ এই নরক থেকে সরে গিয়ে নতুন করে বাঁচে।

—কিগো ওস্তাদ? বেশ তো সংসার পেতেছো লাগছে। এঁ্যা।

কালিচরণ চাইল ওর ডাকে।

ময়না থাকে বস্তির ওদিককার একটা ঘরে, আপন বলতে বুড়ো বাপ, লোকটা সকাল থেকেই বের হয়ে যায়। ফেরে সেই রাতে টলতে টলতে।

ময়না বলে—ওর অনেক কাজ গো। চৌরঙ্গীর ওদিকে দেখবা ওকে—সাঁঝবেলায় বাবুদের কানে মন্তর দেয়। কুল গারল—ভেরি সুইট স্যার।

কালিচরণ চাইল ময়নার দিকে।

ময়না এর মধ্যেই সেজেগুজে নিয়েছে। মেয়েটার দেহে যৌবনের মত্ত ঢল। আর সন্ধ্যাবেলা থেকেই উধাও হয়। ময়না বলে—আমি তখন কুল গার্ল গো—ভেরি সুইট! তবে বাবার দালালীতে আমি

নাই। পয়সা পুরো গায়েব করে দেবে মুখপোড়া। দু' একবার ঠকে বুদ্ধি খুলেছে।

—দাও, চা হবে একটুন ওস্তাদ? তা কি রাঁধছো? এঁ্যা, আলুর তরকারী ডাল?

কালিচরণ মেয়েটাকে তাড়াতে পারে না। ওর চেহারা, ওই হাসি কথাগুলোর মাঝে কি একটা স্বাদ পায় সে। আর ময়নাও এই বস্তিতে কারো ঘরে যায় না। এসে এখানেই বসে।

হঠাৎ বাঁ দিককার ঘরের পতিতকে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ময়না গর্জে ওঠে।

—কি বে শালা। রং জমাতে এসেছিস ময়নার সাথে? বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব শালার। মারবো ঝাপ্পড়, থোবড়ো খুলে দোব।

পতিত ঘাবড়ে যায়।

মেয়েটা এমনিতে বেপরোয়া। এই বস্তির মালিকের ছেলের সঙ্গেও দেখেছে, ওকে মোটর বাইকের পিছনে বসে গায়ে গা ঠেকিয়ে ওর কোমর সাপটে ধরে বেড়াতে যেতে। পাড়ার মস্তান দাসুদাও ময়নার হাতের লোক। সেবার ওই ময়নাকে কি বলেছিল ওই সাত নম্বরের রামধনী। পরদিন দাসুদা রামধনীকে মেরে ওর বাক্স প্যাঁটরা ফেলে দিয়ে দূর করেছিল এই বস্তি থেকে। ময়নাকে তাই ওরা সমীহ করে।

কালিচরণ দেখছে মেয়েটাকে।

এ হেন ময়নার দিকে লোভ থাকলেও পতিত এগোতে পারেনি। আজও চুপ করে সরে যায় পতিত।

কালিচরণ ওকে গ্লাসে চা দেয়।

ময়না এক চুমুক দিয়ে—ফাস্টো কেলাস করেছো ওস্তাদ। তা আজ বের হবে কুন দিকে গো? সিদিন দেখলাম বাপু তোমার খেলা মনুমেন্টের নীচে—জব্বর খেলা। তা বাপু সার্কাসের দলেই যাও না কেন? লুফে নেবে তোমাকে।

হাসে কালিচরণ।

একদিন অতীতে সে নিজেই সার্কাসের দল খোলার স্বপ্ন দেখেছিল, আজ তাকে কাজ খুঁজতে হয় সার্কাসের দলে। ঘোড়া দুটোকেও বিক্রি করে দিয়েছিল টাকার অভাবে। নিজেরই থাকার জায়গা নেই—বাদামীকে বিক্রি করতে চায়নি। ঘোড়াটাকে ছেলেবেলা থেকেই মানুষ করেছিল, আর অনেক খেলা শিখিয়েছিল। ঘোড়াও বুঝতে পেরেছিল, তাকে বিক্রি করে দিচ্ছে।

ওর চোখ দিয়ে জল নামে। কালিচরণ অনেক দুঃখ পেয়েছে, তার স্ত্রী চন্দনাই সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল সে বাদামী চলে যেতে।

পরদিনই রাতের অন্ধকারে কালিচরণ হারিয়ে গেছল তার সহর থেকে এই অজানা পথে।

ময়না দেখছে লোকটাকে।

বস্তির অন্য মানুষদের মত নয় কালিচরণ।

ময়না বলে—কি এত ভাবছো ওস্তাদ?

কালিচরণ মাঝে মাঝে এমনি ভাবনার অতলে হারিয়ে যায়। জীবন ওকে বঞ্চিত করেছে সবকিছু থেকে। চন্দনাকেও ক্ষমা করতে পারেনি সে।

মেয়েটার কথায় ওর দিকে চায় কালিচরণ। মনে হয় ধরা পড়ে গেছে ওর দৈন্য আর পরাজয়ের কথাটা এই মেয়েটির কাছে।

একজন মেয়েই কালিচরণের জীবনটাকে কি দুঃসহ গ্লানি আর বেদনায় বিবর্ণ করে দিয়েছে, সেই মেয়েদের কাছে সে কোন দয়া আর চায় না।

নটবরের কান্নার কথা মনে পড়ে।

তার বউটাও অসহায় লোকটাকে নিশ্চিত অনাহারের মধ্যে ফেলে কোন্ একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে তার চন্দনার মতই।

ওসব কথা ভাবে না কালিচরণ। এই জীবনই সে মেনে নিয়েছে।

ময়নার কথায় বলে সহজ ভাবে।

—কি আর ভাববো? ডালে হাতা দিয়ে নাড়তে থাকে সে।

নিমাই বের হয়েছে ভূতনাথ আর বাঁদর দুটোকে সঙ্গে নিয়ে। কলকাতার উপকণ্ঠ। ওদিকে এককালে কিছু ধনীর বিরাট বাগানবাড়ি ছিল। পাঁচিল ঘেরা বিশাল এলাকা, সাজানো বাগান, ফল-ফলারির গাছ, কলাবাগান সেইসব ছিল। রাতের অন্ধকারে এইসব বাগানে মাইফেল বসতো। হুল্লোড় উঠতো মদ্যপ কণ্ঠের।

এখন সেই শ্রী আর নেই। কিছু বাগানের মালিরাই চাষবাস শুরু করেছে বাগানে।

ভূতনাথ কুকুর হলেও কি হবে, দারুণ বুদ্ধি তার। পুঁটু আর সুন্দরীর সঙ্গে এখন কোন গোলমাল তার নেই। তবে সুন্দরীর দ্যামাক্ একটু বেশি। মাঝে সাঝে ভূতনাথের কান ধরে, না হয় ল্যাজ ধরে টেনে অশান্তি বাধাবার চেষ্টা করে অকারণেই।

ভূতনাথ দু' একটা ধমক দেয়—গাঁক,—গাঁ—

থেমে যায় সুন্দরী।

নিমাইও জানে এটা। সে ধমকে ওঠে—অ্যাই সুন্দরী! কি করছিস?

সুন্দরী তখন নেহাৎ গোবেচারার মত গা চুলকোতে থাকে নিজের।

পুঁটু পুরুষ বাঁদর। বীরত্ব তার বেশি, আর ফিচলেমি বুদ্ধি বেশি সুন্দরীর। ওই মেয়ে বাঁদরটার।

এর মধ্যে এদিকের সব সুলুক সন্ধানই জেনে ফেলেছে ওরা।

নিমাইও চিনেছে এই নির্জন পথগুলো। এদিক-ওদিকে বাগান ভেঙ্গে দু'-চারটে বাড়ি উঠছে, কিন্তু তবু এখানে পুকুর, ঝোপ-জঙ্গল এখনও রয়েছে।

নিমাই এখানে এসে পুঁটু আর সুন্দরীর গলার দড়ি খুলে দিতেই ওরা চারিদিক দেখে শুনে কি করতে হবে ঠিক করে নেয়। চারিদিকে

বাগান-কলাবন, ক্ষেতে ফসল রয়েছে। নিমাই গাছের আড়ালে থাকে আর বাঁদর দুটো তরতরিয়ে আম গাছটায় উঠে তাদের নিশানা ঠিক করে নেয়, চারিদিক হিসেব করে দেখেশুনে তার পরই যাত্রা শুরু করে।

তারা কোন গাছের ডালে লুকিয়ে, কোথায় পাঁচিল পার হয়ে ঢুকে পড়েছে। নিমাই এদিক-ওদিক চাইছে। ভূতনাথ জানে, এখন আর তার করার কিছুই নেই। চুপচাপই বসে থাকে দুজনে। দূরে কোথায় চিৎকার শোনা যায় লোকজনের।

অর্থাৎ পুঁটু আর সুন্দরীর অপারেশন শুরু হয়েছে। রেডি হয় নিমাই, ভূতনাথ। এবার পায়ে পায়ে এগোতে থাকে। নিমাই দুই আঙুল মুখে পুরে সিটি দিতে থাকে। তীক্ষ্ণ শব্দটা বাতাসে জেগে ওঠে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, গাছের ডাল-পাঁচিল বেয়ে, যত্র তত্র থেকে নামছে পুঁটু আর সুন্দরী। ওদের কারো হাতে কলা অবশ্য কাঁচা-পাকা, তার বাছ-বিচার নেই। কারো হাতে ফুলকপি দু-একটা অন্য সময় গাছের আম, লিচু, টম্যাটো—যা হোক কিছু আনবেই তারা। নারকেল গাছ থেকে ঝুনো নারকেলও পেড়ে আনে—অবশ্য তার জন্য নিমাইকে দেখিয়ে দিতে হয়।

ওরা আসতে নিমাই ওদের মালপত্র ঝুলিতে পুরে তৎক্ষণাৎ পুঁটুর গলায় দড়ি পরিয়ে, রঙিন ছিটের জামা দুটো গলিয়ে, ভদ্রস্থ করে তুলে। ওরা আবার চালু হয় বস্তির দিকে। এটা তাদের বাড়তি রোজগার।

নিমাই এখন নানাভাবে কিছু আমদানির চেষ্টা করে। তার মনে পড়ে আগেকার দিনগুলো। সেই সহরের বাড়ি—লাগোয়া বাগান আর সহরের বাইরে জমি-জায়গাও ছিল তাদের। দিনগুলো ভালোই কাটতো।

বাদামী আর সফেদ দুটো ঘোড়ার কথা মনে পড়ে। বাবা

বাদামীর পিঠে তাকে চাপতে শিখিয়েছিল। প্রথম প্রথম ভয় করতো তার। বেশ উঁচু ঘোড়াটা—ঘাড়ে লম্বা কেশর, চলতো তুলকি চালে, দু'হাতে জিন চেপে বসতো নিমাই।

ওর মা চিৎকার করতো—ছেলেটাকে মারবে এইবার। ওরে দস্যি, নাম—

হাসতো নিমাই। দু'হাতে বাদামীর গলা জড়িয়ে ধরে সে আদর করতো, ঘোড়াটাও চিনতো ওকে। কোন কোন দিন পিঠে না চড়লে নিমাইয়ের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াতো।

নিমাইও চেনে ওর সংকেতটা। তেজী ঘোড়াটা আর কাউকে পিঠে নিতে চায় না, কিন্তু নিমাইকে পিঠে করে বেড়াতে চায়।

নিমাই বলে—বাবা বাদামী বেড়াতে যাবে। ওকে নিয়ে চলো না।

বাবার সঙ্গে সেও সওয়ার হয়ে বাদামীকে নিয়ে গঙ্গার পলিচরে দৌড়তো। খুরের খাবলে উঠতো বালি ধুলো। ওপারের ছায়া নামা গাছগুলো সরে সরে যেতো। মনে হতো নিমাইয়ের, কোন রাজপুত্রের মত সেও উধাও হয়ে চলেছে আকাশের বুকে, বাদামী পরিণত হয়েছে কোন পক্ষিরাজ ঘোড়ায়।

সেই স্বপ্নের দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল তাদের। বাবার আখড়ার কোন উৎসবে সেবার সহরের অনেকেই এসেছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, অন্যান্য হোমরা-চোমরা লোকেদের ভিড় হয়েছে, ভিড় করেছে সাধারণ মানুষও। মাকে অন্য সময় দেখে নিমাই বাবার আখড়ার ধারে কাছে আসে না। বরং ওইসব নিয়ে বাবা থাকে, তাই আজে বাজে কথাই শোনায় বাবাকে।

আর নিমাই দেখেছে হাসিখুশি মানুষটিকে। ভালো লাগে তার বাবাকে। ওই ঘোড়া—ভূতনাথ তখন বাচ্চা। আর বাঁদর দুটোকেও ভালো লাগে।

তারও ইচ্ছা হয় ব্যায়াম করতে। আখড়ার রতিদাও ওকে এর মধ্যে 'বার'-হোরাইজ্যাণ্টাল বার-এ অনেক শিখিয়েছে।

বলে সে—কালিদা, নিমাইয়ের দারুণ বডি ফিট গো। এর মধ্যে অনেক খেলা শিখেছে।

কালিচরণ বলে—তুই ওকে তালিম দে, তারপর আমি ব্যাটাকে ফিনিশিং টাচ দেব। ওস্তাদের ব্যাটা ওকেও ওস্তাদ বানাবো দেখবি।

আজ নিমাই তার ছেলেবেলার সেই স্বপ্ন রঙিন দিনগুলোর কথা ভোলেনি। সে-সব পরিণত হয়েছে স্মৃতিতে।

ফিরছে নিমাই তার দিনের কাজ শেষ করে।

...কালিচরণ তখনও চুপ চাপ বসে আছে বটগাছের নীচে। ওদিকে নটবরের অস্ফুট আর্তনাদ শোনা যায়। কালিচরণ-এর মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা।

চন্দনাকে সেও ঠিক চিনতে পারেনি।

ছোট্ট নিমাইকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে কালিচরণ। ওই ছেলে-টাকেও সে তালিম দিতে থাকে। ওই বয়সেই নিমাইকে সে চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় করে তুলবে।

চন্দনাও দেখেছে ব্যাপারটা।

তার মত আত্মকেন্দ্রিক মেয়ের এযেন একটা চরম পরাজয়ই। হেরে গেছে সে কালিচরণের কাছে। কালিচরণ যেন চন্দনাকে আঘাত দেবার জন্যই ছেলেকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

কালিচরণ-এর ব্যবসাপত্র দেখারও সময় নেই।

সামনে তার ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব। এবার বিরাট প্যাণ্ডেল করে দুদিন ধরে অনুষ্ঠান করবে। টাকার দরকার। কালিচরণ ব্যবসা থেকেই টাকা আনছে।

সরকার মশাই বলে—এখন কারবার-এর অবস্থা ভালো নয় বাবু, আবার এমনি করে টাকা তুলছেন, কারবার বন্ধ হয়ে যাবে যে।

কালিচরণ বলে—কটা দিন! তারপর শো-এর টিকিট, ডোনেশন-এর টাকা এলেই সব টাকা হিসেব করে ফেরৎ দোব হে।

সরকার ব্যাপারটা ভালো বোঝে না।

সে এসব কথা চন্দনাকেও বলে। এসব কথা জানানো দরকার।

চন্দনাও দেখেছে, কালিচরণ এখন দিনরাত ক্লাব, মহড়া—খেলার কথা নিয়েই ব্যস্ত। কি যেন নেশায় পেয়েছে তাকে। চন্দনাও কালিচরণকে বলে—ব্যবসাপত্র কি তুলে দিয়ে সার্কাস পার্টি খুলবে?

কালিচরণের অনেক দিনের স্বপ্ন ওটা। কিন্তু তার শিকড় রয়ে গেছে এখানে। তাই সার্কাস পার্টি নিয়ে যাযাবরের মত ঘোরার কথাটা ভাবতে পারেনি। তবু চন্দনার কথায় বলে—করতে পারলে ভালোই হতো। ওসব করছি না। আর ব্যবসা থেকে টাকা নিচ্ছি দু বার-দিনের জন্য—তারপর সব ফিরিয়ে দেবে। ফ্যাংশনটা হোক।

ওই অনুষ্ঠানের ব্যাপারেই কালিচরণ পাটকলওয়ালা গোলকপতি-বাবুও ওখানে গেছলো। তাকে তার ক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পেতে চায়।

গোলকপতি এক বছরে এখানে সহরের সমাজের একজন হয়ে গেছেন। কলকাতা থেকে আসেন মাঝে মাঝে। তবু দু-চারদিন এখানে থাকাকালীন নারী-কল্যাণ সমিতি। সহরের দু' একটা ক্লাব-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক টোষক হয়েছেন। সহরের নারী-কল্যাণ সমিতির কাজেও যান। সেখানেই পরিচিত হয়েছেন চন্দনার সঙ্গে।

গোলকপতি জীবনে এতদিন ব্যবসা, কলকারখানা এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। টাকাও অনেক উপায় করেছেন আর নানা ক্ষেত্রে ব্যবসা বাড়িয়েছেন। এখানে এসে এই সবুজ পরিবেশে হঠাৎ গোলকপতি যেন বদলে গেছে। এতদিন ধরে যা করার অবকাশও পাননি, আর সেই মানসিকতাটুকুও ছিল না।

হঠাৎ গোলকপতিবাবু এতদিন পর কথাটা ভাবছেন।

এই সময় কালিচরণকে আসতে দেখে মনে মনে খুশিই হন।

কালিচরণ-এর ক্লাবের অনুষ্ঠানে অন্যতম কর্মকর্তা হবার আমন্ত্রণ জানাতে গোলকপতি মনে মনে খুশি হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করতে

চান না। বরং বলেন—সময় কই কালিবাবু।

কালিচরণ তবু চাপ দেয়—সময় একটু করে নিতে হবে। আপনার মত উৎসাহী লোক থাকবেন না কমিটিতে, এটা কি হয়?

অবশেষে গোলকপতিবাবু সম্মতি দিয়ে বলেন।

—আমি যখন দায়িত্ব নিচ্ছি তখন আমার এসব দেখা দরকার বুঝলেন মশাই, কাজে নামলে তখন কিছু হলে বদনাম কুড়োতে হবে।

কালিচরণ খুশী হয়ে বলে—তাহলে আসুন না ক্লাবে। সব আলোচনা হবে, যেভাবে বলবেন কাজ করবো।

গোলকপতিবাবুর সক্রিয় অংশ নেবার ব্যাপারে চন্দনাও খুশি হয়। চন্দনা এর মধ্যে ভদ্রলোককে দেখেছে মহিলা সমিতির দু'একটা মিটিংএ, প্রভূত অর্থের মালিক। কোলকাতায় নিজের প্রাসাদ, দিল্লী বোম্বাই করে ফেরেন প্লেনে। বয়স হলেও এখনও দেহটায় তার কোন ছাপ পড়েনি।

চন্দনাই সেদিন ওকে বাড়িতে এনে খাতির করে ড্রইংরুমে বসায়। কালিচরণের চন্দনাকে ভয় ছিল বরাবরই। কিন্তু হঠাৎ চন্দনাও এবার যেন কোন এক বিচিত্র কারণে কালিচরণের ক্লাবের অনুষ্ঠানে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। গোলকপতিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চন্দনাই জিমনাসিয়ামে এসে হাজির হয়ে সবকিছু দেখাতে থাকে।

কালিচরণও খুশি হয়।

গোলকপতিবাবুও বেশ আগ্রহ নিয়ে সব দেখে শুনে চলেছেন, দেখে যান ওদের খেলার কিছু মহড়া অবধি।

গোলকপতিবাবুও খুব খুশি। বলেন তিনি।

—কালিবাবু, আপনার টিম-এর খেলা সত্যিই খুব সুন্দর। আপনার অনুষ্ঠান যাতে সাকসেসফুল হয় তাই করতেই হবে।

চন্দনাকেই গোলকপতিবাবু বলেন।

—আপনি তো দেখছি পাবলিক রিলেশন অফিসার। একটা

ভালো সুভেনির বের করতে হবে। কিছু বিজ্ঞাপন থেকে আমদানী হবে আর তাতে আপনাদের ক্লাবের ইতিহাস, কাজের বিবরণ এসবও থাকবে।

কালিচরণেরও কথাটা মনে ধরে। সে বলে।

—তাহলে তাই করুন। চন্দনা আমি তো এসবের কিছু বুঝি না তুমিই গোলকপতিবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে এসব করো।

চন্দনাও রাজী হয়। গোলকবাবু বলেন।

—তাই করুন মিসেস চন্দনা দেবী। আমার সাহায্যও পাবেন।

চন্দনাই মাঝে মাঝে গোলকবাবুর বাংলোতে যায়।

গঙ্গার ধারে বিরাট পাটকলের সীমা প্রাচীর। তার একদিকে লম্বা বিস্তীর্ণ শেডগুলো। একটা বিরাট পুকুরধারে গাছ-গাছালি সাজানো। তার ওদিকে গড়ে উঠেছে সুন্দর বাংলোটা। গোলকপতি-বাবুর সেদিকে সখ আছে। উর্বরা মাটি, বাগানে কলমের আম, লিচু গাছগুলোয় ফল এসেছে। সামনে ফুলের বাগান।

চন্দনা প্রথম দিন এসে অবাক হয়।

এমনি একটি বাংলোর স্বপ্নই যেন একদিন দেখেছে সে। চারিদিকে গ্রিল আর কাঁচের প্যানেপ করা জানলা থেকে গঙ্গার বিস্তার দেখা যায়।

আর এই ভাপসা গরমেও ঘরটা ঠাণ্ডা। এয়ারকুলার মেসিনটা চলছে।

গোলকপতিবাবু যেন চন্দনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন—আসুন।

চন্দনার চোখে মুগ্ধ বিষয়টা গোলকবাবুর নজর এড়ায়নি। চন্দনা বলে খুশি ভরে—সুন্দর জায়গাটা। আর বাংলোটাও তেমনি।

চন্দনার কাছে তাদের সাবেক আমলের বাড়ি আর ওই কালিচরণ সব কিছুর আকর্ষণ হারিয়ে গেছে। মায় তার ছেলে নিমাই-এরও

কোন আকর্ষণ নেই যেন তার কাছে।

গোলকপতিবাবু বলেন—ভালো লেগেছে আপনার ?

গোলকপতির যেন ওর ভালো লাগার উপর সবকিছু নির্ভর করছে। চন্দনা বলে গদগদ কণ্ঠে—সত্যিই অপূর্ব।

গোলকপতিবাবু খুশি হল।

চন্দনা এই জগতে হারিয়ে গেছে। সহরের কোলাহল, ওই নোংরা পরিবেশ থেকে এই শান্ত পরিবেশে এসে চন্দনা নিজেকে ফিরে পায় আবার। তার মনের অতলে বিচিত্র কি সুর জানে।

কালিচরণ কর্মব্যস্ততার মাঝেও দেখেছে চন্দনার এই ব্যাপারটা। সহরে মাঝে মাঝে দেখা যায় গোলকপতিবাবুর গাড়িতে চন্দনাকে। সরকারমশাইও এতদিন দোকানের হিসাবপত্র চন্দনাকেই এনে দিত সে-ও এসে চন্দনাকে পায় না।

কালিচরণও দেখেছে এতদিন চন্দনা তবু বাড়ির লোকজনদের দিকে নজর রাখতো। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার ক'দিন বেড়েছে। মহড়া নিয়ে ওরা কলিচরণের বাড়িতেই খায়।

দুধ, ফল, ডিমসেদ্ধ, মাংসের স্টু, টোষ্ট এবার ক'দিন ঠিকমত আসছে। আজ সেটা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। খাবার তৈরী হয়নি। খবরটা ভূপেনের মুখে শুনে কালিচরণ চটে ওঠে। ছেলে মেয়েদের সময়ে খাবার না দিতে পারলে খেলা দেখাবে কি করে।

কালিচরণ উপরে গিয়ে অবাক হয়। এসবের ভার ছিল চন্দনার উপর। চন্দনাই নেই।

বুড়ো ঝি বলে—কদিন থেকেই তো এমনি হুটহাট বের হয়ে যায় বাছা, আমরা কি করবো ?

কালিচরণ শুধোয়—কোথায় যায়, সে !

—বুড়ি চুপ করেই থাকে। সরকারমশাই বলে।

—আমিও ক'দিন হিসেবপত্র দিতে এসে ত্যানার দেখাই পাচ্ছি

না। এগুলো আপনিই নেন।

সরকার খাতাপত্র এগিয়ে দেয় কালিচরণের দিকে। রাগে কালিচরণ চীৎকার করে।

—ওসব টান মেরে ফেলে দাও সরকার। আমি ওসবে নেই। দেখছি এবার—

তার মনে হয় কোথায় একটা যেন গোলমালই হয়েছে।

চন্দনাও খবরটা পেয়ে তৈরী হয়ে থাকে।

কালিচরণ সন্ধ্যার পর ওকে ফিরতে দেখে আজ কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে।

—কোথায় যাও যখন তখন কাজকর্ম ফেলে?

নিমাইও বাবাকে এর আগে চটতে দেখেনি। মা বাবাকে এভাবে কথা বলতে দেখে সে বাইরের বারান্দায় চলে গেল।

চন্দনা দেখছে কালিচরণকে। চন্দনার রূপও বদলে গেছে। এখন সাজবেশ আর প্রসাধনও বেড়েছে, যেন পুরুষের দরবারে সে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়। চন্দনা বলে—বাঃ রে।

ফ্যাংশনের জন্য ডোনেশন, বিজ্ঞাপন এসব তুলতে হচ্ছে। প্রেসে যেতে হচ্ছে। তাই বেরুতে হয়।

কালিচরণ ফ্যাংশনের কথায় একটু নরম হয়েছে। চন্দনাও বুঝেছে সেটা।

চন্দনা বলে চলেছে—আর দেরী আছে? এতকাজ কবে হবে?

কালিচরণ এবার জল হয়ে যায়। ওকে বোঝানো খুবই সহজ। চন্দনা বলে—আমি দেখছি এবার সব কিছু।

কালিচরণ নেমে গেল। চন্দনার সুন্দর মুখে কি একটা জ্বালা ফুলে ওঠে। মনে মনে চন্দনা যেন অন্য কিছুর জন্য তৈরী হচ্ছে, আজ কালিচরণকে সে কি একটা আঘাত দেবার জন্য তৈরী হয়েছে।

কালিচরণ চুপ করে নেমে গেল, তবু তার মনে একা নীরব প্রশ্ন

উঁকি মারে।

তবু ঘটা করেই ওদের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

মান্যগণ্য অনেকেই এসেছেন। গোলকপতিবাবু দারুণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন—শহরে যে এমনি একটি প্রতিষ্ঠান আছে জেনেশুনে খুশি হয়েছেন, এমন প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা তার শ্রীবৃদ্ধি করা কর্তব্য।

তিনি এ-বিষয়ে সব রকম সহযোগিতা করবেন। চড় চড় শব্দে হাততালি পড়ে।

এর পর খেলা শুরু হয়। নিমাই সারা মন দিয়ে আজ 'বারের' কঠিন খেলাগুলো দেখিয়ে চলে। কালিচরণ দেখছে ছেলেকে।

হাততালি পড়ে।

কালিচরণের মনটা কেমন বিগড়ে গেছে।

দেখেছে সে চন্দনাকে গোলকপতির পাশে বসে কি চটুল ভঙ্গীতে হাসাহাসি করতে। ছেলেটা কঠিন খেলা দেখাচ্ছে, একটু ফসকালেই ওই উঁচু থেকে পড়তে পারে, বিপদ হবে। কালিচরণ পাশেই রয়েছে। কিন্তু চন্দনার এর জন্য এতটুকু ভাবনা, উৎকণ্ঠা কিছুই নেই। সে বিশ্রীভাবে ওই পোশাক পরে তার অনাবৃত দেহের মাদকতা নিয়ে যেন গোলকপতিকে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছে।

ওরা হাসছে দুজনে।

কালিচরণ নীরব রাগে ফুলছে।

তবু বাইরে এর কোন প্রকাশ নেই।

কিন্তু নিমাই চেনে ওর বাবাকে। খুশি লোকটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। বসন্তদা একটা খেলায় ভুল করতে সামলে নেয় কালিচরণ, কিন্তু ভিতরে এসে বসন্তকে এক লাথি মেরে গর্জায়। —এমনি ভুল করলে দূর করে দেব।

গদাইদাও অবাক হয়ে গেছে, বসন্ত ও ভূপেনদাও।

অন্যদিন দেখেছে, খেলায় ভুল করলেও হাসিমুখে তা শুধরে দেয় ওস্তাদ। আজ তার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

তবু বিরাট জয়ধ্বনি, হাততালির মধ্যে খেলা শেষ হয়।

অতিথিরা চলে গেছে। শূন্য হয়ে আসছে মণ্ডপ। এরা জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে।

ক্লান্ত কালিচরণ বের হয়ে এসে সামনে গোলকপতি আর চন্দনাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। নিমাইও এসেছে ওদের পিছু পিছু। সে দেখছে মায়ের সঙ্গের ওই লোকটাকে।

গোলকপতির গোলগাল চেহারা। বয়স হয়েছে, তবু সাজ-পোশাকে আর দামী শাল গায়ে জড়িয়ে বয়সটাকে অনেকখানি কমিয়ে ফেলেছেন। হাতের সব ক'টা আঙ্গুলে ঝকঝক করছে কয়েকটা রকমারি পাথরের আংটি। নিমাই এমনি ঝলমলে আংটি এর আগে দেখেনি। এক একটা পাথর থেকে এক এক রঙের জেল্লা বের হচ্ছে। ঝকমক করছে। গলায় শালের ফাঁকে দেখা যায় মেয়েদের মত সোনার হারও পরেছেন।

গোলকপতির নামই শুনেছে। দেখেছে বিরাট কলবাড়ি। নদীর ধারে টিনের ঝকঝকে শেডগুলো চলে গেছে, কলকব্জা চলে, ঝকমক শব্দ হয়। চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়ার পুঞ্জ বের হয়ে এখানের নীল আকাশকে কালো করে তোলে।

সেই গোলকপতিকে দেখে দূরে দাঁড়িয়েছে নিমাই।

চন্দনা কালিচরণকে দেখে বলে—গোলকবাবু, তোমার খেলা দেখে গেছেন। সেই আলোচনা করতে চান।

গোলকপতি নমস্কার করেন।

কালিচরণও হাত তুলে নমস্কার জানায়।

গোলকপতি বলেন, খুব ভালো লাগলো আপনার ছেলেদের খেলা। এ যে রীতিমত সার্কাস করে তুলেছেন মশায়। ঘোড়া দুটোও দারুণ শিখেছে, কুকুর, বাঁদরগুলো দারুণ ট্রেণ্ড। আর তেমনি সরেস খেলা দেখিয়েছে বারটারে।

কালিচরণ বলে—শিখেছে কোনরকমে।

গোলকপতি বলেন—না, না। ভালোই শিখেছে মশাই। আপনার স্ত্রীর কাছে সবই শুনলাম। তা রেগুলার সার্কাসের দলই খুলুন না? দু'চারটে বাঘ হাতি-ফাতি লাগিয়ে দিলে দারুণ সার্কাসের দল হবে।

কালিচরণ তা জানে। এক এক সময় ইচ্ছেও হয় তার নিজেরই দল খুলবে সে। কিন্তু টাকার দরকার। অনেক টাকা লাগবে এস্টেটপত্তর কিনতে, জানোয়ারের দাম অনেক। সাতপাঁচ ভেবে এগোতে পারেনি।

গোলকপতি বলেন—বাঙ্গালী সার্কাস জগত থেকে সরে গেছেন মশাই, যা দেখেন, সব কেরালা-টেরালার ওদিককার। তাই বলছিলাম যদি রাজী থাকেন, নেমে পড়ুন।

চন্দনাও হাসিমুখে বলে।

—বলছেন তো গোলকবাবু, কিন্তু অনেক টাকা লাগবে যে?

কালিচরণ চন্দনার দিকে চাইল।

নিমাইও ভরসা পেয়ে কাছে এসেছে। গোলকপতিবাবু নিজে নিমাইকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন।

—বাঃ, সুন্দর খেলা শিখেছ তুমি। আরও ভালো খেলা শিখতে হবে।

তিনি গুণগ্রাহী ব্যক্তি। দলের ছেলেমেয়েদেরও ডেকে এনেছে চন্দনা। সকলকে প্রশংসা করেন গোলকবাবু।

চন্দনা এর মধ্যে কফি আর বিস্কুটও আনিয়েছে।

শীতের সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নামছে। হিম-হিম পরিবেশে কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন গোলকপতি—

আরে আপনিও দারুণ কফি করেছেন।

তাহলে কালিবাবু, কথাটা ভেবে দেখুন। এই উত্তম প্রতিভার কিছু মূল্য না পেলে, এরাই বা কি ইন্টারেস্ট পাবে বলুন এসবে? সার্কাস চালু করতে চান আমি আপনার পাশে আছি।

একটু অবাক হয় কালিচরণ।

দলের গদাই, বসন্ত, প্রমথদা-রাও এসেছে, মেয়েদের দু'একজনও আছে। ললিতাদির ইচ্ছা ট্রাপিজের খেলা শেখে সে। আজকের এই উৎসবের সাফল্যের পর ওদের সকলের মনের যেন নেশা ধরেছে।

গদাইদা বলে—আপনি থাকবেন স্যার?

চন্দনাও খুশি হয়। আধ আদুরী গলায় চন্দনা এর মধ্যে গোলকপতির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে—থাকবেন বৈকি। নিজে বলছেন, থাকবেন না?

গোলকপতি বলেন—আমি ব্যবসা বুঝি মশাই। ভালো করে প্ল্যান, প্রোগ্রাম, বাজেট করে আনুন। বসে আলোচনা করে কাজে নামা যাবে। তাহলে আজ চলি কালিবাবু, চলি।

চন্দনা ওকে গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে গেল

নিমাইয়ের শিশুমনে সেই দৃশ্যটা কেমন বিচিত্র ঠেকে। মাকে এমনি হাসিখুশি, এত ঝলমল করতে এর আগে দেখেনি সে।

রাত্রি হয়ে গেছে, চন্দনা আর গোলকপতি দুজনে ফিরেছে ওদের বাংলোয়। গোলকপতির অনেক কাছে এসে গেছে চন্দনা। আজ চন্দনা বলে—তুমি ভালো চালটা দিয়েছো।

হাসে গোলকপতি—সেকি! চাল কি দিলাম চন্দনা?

চন্দনা বলে—নটি বয়। ওই লোকটার মাথায় সার্কাস-এর ভূত চাপিয়ে এবার দেশ ছাড়া করবে দেখছি, তারপর—

গোলকপতি চন্দনাকে কাছে টেনে নিয়ে ওঠায়।

—তারপর কি?

চন্দনা ওর ডাগর চোখের মদির চাহনি মেলে বলে।

—জানি না!

রাত নামছে। গঙ্গার বিস্তারে রূপালী চাঁদ-এর আলো ঝকমক করে।

…কালিচরণ বাড়ি ফিরে উপরে উঠে যায়। চন্দনার ব্যাপারটা তার কাছে ভালো ঠেকে না। আজ এখনও ফেরেনি চন্দনা। কালিচরণ-দের প্যাণ্ডেল থেকে ফিরতে এমনিতেই দেরী হয়েছে। কিন্তু এতরাত্রি অবধি চন্দনা কোথায় রইল কিছুটা আন্দাজ করে কালিচরণ অবাকই হয়েছে। বাড়িটা নিশুতি।

হঠাৎ সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পেয়ে চাইল কালিচরণ। ফিরছে চন্দনা। একফালি আলো পড়েছে ওর মুখে, ওর পা যেন একটু টলছে বেশবাস উস্কো খুস্কো।

—তুমি। এখানে?

চন্দনা কালিচরণকে এসময় এখানে দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে। কালিচরণ অবাক হয়। চন্দনা বলে।

—গোলকবাবু নিয়ে গেলেন। তোমাদের সার্কাস-এর ফাইনাল নিয়ে সব কথা আলোচনা করে এলাম বুঝলে?

কালিচরণ চন্দনাকে দেখছে।

ঘরের বৌ—তার সন্তানের মা রাত্রি দুপুরে হঠাৎ মদ্যপান করে ফিরছে ওই লোকটার বাংলো থেকে।

আজ কালিচরণ বুঝছে ব্যাপারটা।

সে বলে কঠিন কণ্ঠে—ওসবের আর দরকার হবে না। আর ভবিষ্যৎ-এ তুমি ওখানে না গেলেই খুশি হবো।

চন্দনা চমকে ওঠে—কি যাতা বলছো?

কালিচরণ বলে—আমি যাতা বলছি না। তুমিই যাতা করছো! ছি!

কালিচরণ নেমে গেলো।

চন্দনা রাগে গর্জাচ্ছে—ইডিয়ট্।

কালিচরণের ঘুম আসেনি!

আজ চন্দনার আসল রূপটা যেন তার কাছে ধরা পড়ে গেছে নগ্ন ভাবে। আজ চন্দনাও কথাগুলো ভাবছে নোতুন করে! কালিচরণের কথাগুলো তাকে জাগিয়ে তুলেছে।

এ বাড়িতে এসে চন্দনার মনে হয়েছিল শুধু ঠকেছে সে। একটা মানুষ তাকে শুধু অবহেলাই করে চলেছে। এত কাল বাপের বাড়িতে প্রাচুর্য আর আদরের মধ্যে মানুষ হয়েছে চন্দনা। এখানে এসে দেখছে, সবই আগোছালো।

কালিচরণের কোনদিকেই নজর নেই। এমন কি চন্দনাকেও যোগ্য সমাদর করে না সে। মনে হয়, এ বাড়ির আরও পাঁচটা আশ্রিত প্রাণীর মত সেও একটা জীব।

চন্দনা তিলেতিলে এই অবহেলা সহ্য করেছে।

কালিচরণ ভোর থেকে আখড়া নিয়ে ব্যস্ত। দুপুরে ব্যবসাপত্র দেখতে বের হয়। আর দেখে, সেখানে আগেকার সেই আমদানি নেই। লোকসানই দিতে হচ্ছে। রাগে মেজাজ বিগড়ে যায় তার।

সন্ধ্যায় ফিরে ঘোড়া দুটো, কুকুর-গুলোকে নিয়ে পড়ে। ওদিকে আখড়াতেও মহড়া শুরু হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে আসে ভিতরের বাড়িতে। গায়ে মাটি মাখা, ঘামের গন্ধ।

মানুষ নয় যেন একটা জীব।

চন্দনা গর্জে ওঠে—বেশ জীব কিন্তু তুমি! জানোয়ার!

হাসে কালিচরণ—তোমার বাবা জেনেশুনে এমন জানোয়ারের হাতে দিলেন কেন?

আজ চন্দনার বাবা বেঁচে নেই।

চন্দনা নিজের ছেলেও এসেছে। নিমাই এখন বড় হয়েছে। কবছর এই মানুষটার ঘরে বন্দী থেকে তার বিচিত্র এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে কোথাও মেশাতে পারেনি চন্দনা।

সারা মন শুধু বিদ্রোহী হয়ে উঠছে বারবার।

চন্দনা কালিচরণের কথায় বলে—বাবা জানতে পারলে এখানে

দিতো? বেরুতে পারলে বাঁচি।

কালিচরণ জানে, চন্দনার মনের অতলের জ্বালার খবরটা। বলে সে—কেউ আটকে রাখেনি। ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারো।

চন্দনার দু'চোখ রাগে জ্বলে ওঠে।

লোকটার দিকে চাইল।

বলে সে—কেন থাকবো বলতে পারো?

এ বাড়ির ঘোড়া, কুকুর, বাঁদরগুলোর মত আমিও একপাশে পড়ে থাকি। ঘোড়া দুটো যা আদর-যত্ন পায়, সেটুকু আমার জন্যও বরাদ্দ নাই। তুমি মানুষ! জানোয়ারই!

কালিচরণ দেখছে নতুন একটি মেয়েকে।

এই বিক্ষুব্ধ চন্দনাকে সে ক্রমশঃ বেশি করে চিনছে। চন্দনারও এ বাড়ির প্রতি যেন কোন কর্তব্য নেই।

দেখেছে তার ছেলে নিমাইও মায়ের কাছে যায় না।

চন্দনা ওকে নিজের মনের মত মানুষ করতে পারেনি। ছেলেটা স্কুলে এবার ফেল করেছে।

এতে চন্দনা যেন খুশি হয়েছে। নিমাইকে মুখ চুন করে ঘরে ঢুকতে দেখে। বলে সে—ঠিক হয়েছে। পড়াশোনা তোর হবে না। ওই জানোয়ারের সঙ্গে মিশে জানোয়ার হয়েই থাকবি।

নিমাই মায়ের দিকে চাইল।

বাবা চুপ করে রয়েছে। নিমাইয়ের দুঃখ হয় বাবার জন্যই। মা দিনরাত বাবাকে ওইসব কথাই বলে।

আজ ছেলেটাও হঠাৎ রুখে ওঠে—বাবাকে খবরদার ওসব কথা বলবে না। জানোয়ার-ফানোয়ার বললে খাতির থাকবে না।

চন্দনার মনটা বারুদের স্তূপের মতই হয়ে রয়েছে। ছেলেটার ওই শাসানি তাতে দেশলাই কাঠি ধরিয়েছে যেন, তাই দপ্ করে জ্বলে ওঠে চন্দনা। গর্জায় সে।

—কি বললি? আমাকে শাসাবি তুই! বাঁদর—

চন্দনা নিমাইয়ের গালে সপাটে চড় কষেছে। চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে—আজ শেষ করে দেব তোকে। ফেল করে এসেছ, আবার মর্দানি!

চন্দনা আরও দু'চার ঘা বসিয়ে দিল নিমাইকে।

ছেলেটা মার খেয়ে কাঁদেনি।

কালিচরণ এসে ছাড়িয়ে দেয়। চন্দনাকে সে বলে—কি করছো? যা বলার আমাকে বলো। ও:বেচারাকে এসব কথা বলা কেন?

ফুঁসছে চন্দনা—ছেলেটাকেও বর্বর করে তুলবে বাবা হয়ে, কিছু বলতে পারবো না?

ক'দিন চুপচাপ থাকে কালিচরণ।

নিমাইকে বলে আড়ালে—মা যা বলে শোন নিমু। মায়ের কথা শুনতে হয়।

নিমাই পড়ার চেষ্টা করছে। বাবাকে দেখেছে, মায়ের সামনে সে নিমাইকেও এড়িয়ে চলে। হয়তো মাকে খুশি করার জন্যই। এই পথ নিয়েছে বাবা।

চন্দনাও নিমাইকে নিয়ে পড়েছে। তাকে ফিটফাট সাজিয়ে রাখে। মাস্টারমশায় এলে পড়তে বসে। নিজেই স্কুলে নিয়ে যায়। আবার বিকালে ওকে নিয়ে গঙ্গার চরে বেড়াতে বের হয়। চন্দনা কালিচরণকে যেন তার ছেলের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। চন্দনা ছেলেকে নিজের মতে মানুষ করে তুলতে চায়।

নিমাই এই জীবনকে সহ্য করতে পারে না। ভোরবেলায় উঠে ল্যাঙোটি পরে আখড়ায় কুস্তি করেছে, ডন, বৈঠক দিয়ে 'বার'-এর ফিগারগুলো করে। মাটিমাখা দেহে ঘাম বের হয়। দেহের প্রতিটি তন্ত্রী, মাংসপেশী সজীব সবল হয়ে ওঠে। আর বৈকালে বের হয় বাদামীকে নিয়ে সে একাই বালিচরে দাবড়ে ফেরে। দুলকি নয়—

তার ইশারায় বাদামী 'কদম'-এ চলে।

চার পা শূন্যে তুলে লাফ দিয়ে দৌড়ায় হাওয়ায় ভর করে। নিমাই ওর পিঠে সেঁটে বসে থাকে।

সহরের অনেকেই দেখেছে তাকে ওই কদম চালে ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছোটাতে।

ক'দিনে নিমাইয়ের জীবনযাত্রা বদলে গেছে। এখন বাড়িতে বন্দী সে।

মনে হয় হাতপায়ে বেদনা, ম্যাজ-ম্যাজ করে। ভোরে আখড়া থেকে বার, বারবেলের শব্দ ওঠে। বাদামীর ল্যাজ ঝাপটানো শোনে শুয়ে শুয়ে। ভূতনাথ কুকুরটাও ডেকে যায়, ওদিকে পুঁটু আর সুন্দরীও চিকচিক করে ডাকে ওকে।

কালিচরণ আখড়ায় ব্যস্ত।

দোতলার বারন্দায় নিমাইকে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে টুথব্রাশ ঘষতে দেখে চোখটা সরিয়ে নিল। বাবা যেন এড়িয়ে গেল তাকে।

নিমাই নীচে নেমে যাবে ওই আখড়ায়। তার খুব ইচ্ছা হয়।

কিন্তু মায়ের ডাকে চাইল। মা কঠিন স্বরে বলে।

—দেরি হয়ে গেছে নিমু, দুধ সন্দেশ খেয়ে পড়তে বসো গে। অঙ্কগুলো সব করতে হবে। ইংরাজী পড়া-ও। আজ ক্লাসে যেন সব ঠিক ঠিক হয়।

মুখ বুজে সরে গেল নিমাই। মনটা হু-হু করে। ওই নীচের জীবনে ফিরে যাবার জন্য।

বাদামী ঘোড়াটাও টের পেয়েছে কি যেন একটা হয়েছে।

রোজ বৈকালে এখন সহিস তাকে নিয়ে বের হয়। ঘোড়াটায় এটা মনঃপূত নয়।

আজ স্কুল থেকে ফিরছে নিমাই।

মা নেই। শহরের সিনেমায় কি একটা ভালো ছবি এসেছে, মা

গেছে সিনেমায়। বাবাও নেই।

হঠাৎ জামাটায় টান পড়তে চাইল নিমাই।

বেশ ক'দিন পর নিমাই আস্তাবলে এসেছে। দেখছে বাদামীকে। আদর করতে যায় নিজেরাই।

বাদামী ঠোঁট দিয়ে ওর জামাটা ধরে টানছে। নীচুস্বরে যেন ডাকছে তাকে।

ভূতো কুকুরটাও এই ফাঁকে এসে জুটেছে। দু'পা তুলে আজ সে নিমাইকে আদর করে, বাধা দেবার কেউ নেই। পুটু-সুন্দরীও কিচমিচ করছে।

বাদামীর গায়ে মাথায় হাতটা রাখে নিমাই।

মসৃণ গা, বলিষ্ঠ দেহ। নিমাইয়ের মনে হয় সেই বৈকালগুলোর কথা। পড়ন্ত রোদে বিস্তীর্ণ বালুচরে সে বাদামীর পিঠে চেপে হারিয়ে যায় কোন্ স্বপ্নলোকে।

সারা মনে ওর নিবিড় উত্তেজনা। বইগুলো রেখে হঠাৎ বাদামীকে নিয়ে বের হয়ে গেল সে। আর ভূতনাথও অনেকদিন পর ছুটির আমেজ নিয়ে বের হয়েছে ওদের সঙ্গে। বালিচরে দাপিয়ে বেড়ায় সে।

কালিচরণ ক'দিন একা একাই রয়ে গেছে।

তার জীবনে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হয়ে গেছিল নিমাই। একসঙ্গে ঘোড়ার যত্ন করতো। দু'জনে বের হতো ভোরবেলায় গঙ্গার চরে। কালিচরণ দৌড়তো কুয়াসার মধ্য দিয়ে, নিমাই খুঁজতো তার বাবাকে। এক ঝলক দেখা দিয়েই আবার বাবা হারিয়ে যেতো। ছোট্ট দু'হাত দিয়ে বাবাকে ধরে ফেলে হাসতো ছেলেটা।

—এবার। ধরেছি তোমায়।

কালিচরণ ওকে ঘাড়ে তুলে নিয়েই দৌড়াতো। নিমাই যেন নতুন এক বাদামীর সওয়ার হয়েছে।

আখড়ায় দেখতো বাবার খেলাগুলো। নিজেও চেষ্টা করতো।

নরম মাটিতে পড়ে গিয়ে হাসতো নিমাই। না হয় গোটাকতক ডিগবাজি দিয়ে নিত আপন খুশিতে।

কালিচরণ বলে—সাবাস বেটা।

আজ ক'দিন কালিচরণের সেই খুদে সঙ্গীটি হারিয়ে গেছে। কথাটা ভেবেছে কালিচরণও। চন্দনার মনে হয়তো সে আঘাতই দিয়েছে। কিন্তু আর পাঁচজনের মত সংসারে থেকে শান্ত জীবদের মত হাট-বাজার করা, গিন্নীকে নিয়ে সেজেগুজে বৈকালে বেড়ানো, সিনেমায় যাওয়া এসব তার ধাতে আসে না।

তবু চন্দনা নিমাইকে তার কাছ থেকে যেন কেড়ে নিয়েছে।

নিজের কাজ নিয়েই থাকে সে। তবু বারবার মনে হয়, কি যেন হারিয়ে গেছে। সে নিঃসঙ্গ—একা।

হঠাৎ বৈকালে বাদামীকে নিয়ে আজ বের হতে দেখে অবাক হয় কালিচরণ। চেয়ে দেখছে সে।

নিমাই ঘোড়াটাকে কদমে তুলে দৌড়াচ্ছে, পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে, ভুতো।

মনে মনে খুশি হয় সে।

সরে এল কালিচরণ ওই চরের দিক থেকে।

কিন্তু ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে চন্দনার কাছে।

সহরের একটা শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে চন্দনা এর মধ্যেই ভাব জমিয়ে নিয়েছে। মহিলা সমিতির অফিসেও যায়। সিনেমা ফেরত মিসেস দত্ত, মিস রায় আরও দু' একজনকে বাড়িতে এনেছে চন্দনা।

চায়ের আয়োজন করতে বলে খোঁজ করে চাকরটার কাছে—নিমু স্কুল থেকে ফেরেনি?

চাকরটা বলে—দেখলাম একবার। তারপর কোথায় গেছে।

—ননসেন্স! গর্জে ওঠে চন্দনা।

ওকে বাড়িতে থাকতে হয় বৈকালে। চন্দনা নিমাইকে নিয়ে হাজ

ধরে বের হয় নদীর ধারে পার্কে। সেখানে মিসেস দত্ত, মিস রায়, আভা পাকড়াশী আরও অনেক নামী দামী মহিলারা আসেন। উল বোনার ছলে সহরের অনেক ঘরের গোপন খবর পাচার হয়।

গোলকবাবু এসেছেন. বিরাট বাংলো বাড়িটা কিনে কিভাবে ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন করাচ্ছেন তার কথা হয়। আভা পাকড়াশী বলে—উনি, উনি তো কলির কেষ্ট। নিজে তো বিয়ে-থা করেননি।

মিস রায়ের শীর্ণ দেহে যেন চকিত কি সাড়া জাগে। শুধোয়—তাই নাকি?

আভা পাকড়াশী জানায়—রোজ নাকি এক একটি নতুন মেয়ের দরকার।

চমকে ওঠে মিস রায়—ন্যাস্টি!

আজ ওদের আসর বসেছে চন্দনার ড্রইং রুমে।

মিসেস দত্তই শুধোয়—তোমার ছেলেকে দেখছি না চন্দনা? আবার সেই চাষাভূষোর মত মাটি মেখে বাজিকরদের মত খেলা দেখায় নাকি?

আভা পাকড়াশী বলে—নো নেভার। ওসব করতে দিও না চন্দনা। দেখলাম ক'দিন তোমার সঙ্গে। বেশ স্মার্ট, সুন্দর ছেলে।

চন্দনা বলে—না, না। ওসব আর করতে দিই না। ওর বাবাকে জানিয়ে দিয়েছি। ওকে আমি আমার পছন্দমত মানুষ করবো। তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

—কারেক্ট। সায় দেয় আভা পাকড়াশী।

বলে সে—একদিন গোলকবাবুর ওখানে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে তো চেনা জানা চন্দনা, তুমি একটু রিকোয়েস্ট করলেই হবে, তোমার কথা উনি ফেলতে পারবেন না। মহিলা সমিতির পেট্রন করতে চাই ওঁকে। এবার সমিতির ফ্যাংশনে ওকেই প্রেসিডেন্ট করতে হবে।

ওঁদের অনেকেরই নজর ওই লোকটির দিকে।

মিস রায় বলে—ভালো কথা। কালই যাওয়া যেতে পারে।

ওরা ওদের আলাপ আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

নিমাই ফিরেছে নীচে। ভূতনাথ কুকুর হলে কি হবে; চুপ করতে হয় কখন তা জানে।

বাদামী হাঁপাচ্ছে। নিমাইও।

হঠাৎ মাকে দেখে আস্তাবলের এদিকে আসতে থমকে দাঁড়াল।

চন্দনা ওই মহিলাবৃন্দকে এগিয়ে দিতে চলেছে। তখনও ফেরেনি নিমাই। লক্ষ্য করেছে, বাদামীও নেই আস্তাবলে।

রাগটা চেপেই রাখে চন্দনা।

সেই মেয়েদের বাইরে বিদায় দিয়ে এসে দেখে বাদামী ফিরেছে। কুকুরটাও রয়েছে এখন। মনে হয় নিমাই ওকে নিয়ে যথারীতি বের হয়েছিল তার কথা না মেনে। নিমাই-এর অবাধ্যতায় চটেছে চন্দনা।

কিন্তু নিমাই ততক্ষণে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে ফিটটাট বেশ বদলে পড়তে বসেছে।

মাকে দেখে বলে—মামণি, স্কুল থেকে আজ বন্ধুর বাড়িতে গেছলাম।

চন্দনা চুপ করে থাকে। মনে হয় বাদামীকে তাহলে সঙ্গেই নিয়ে গেছলো। তবু সন্দেহ যায় না তার।

কঠিন স্বরে বলে চন্দনা—বলে যেতে হয় তো। পারমিশান না নিয়ে কোথাও যাবে না। শেষ ওয়ার্নিং দিচ্ছি তোমায়। এর পর কিছু বেচাল দেখলে সহ্য করবো না। ডোণ্ট ফরগেট।

চন্দনা এককালে ইংরেজি পড়েছিল। এটা এখন মহিলা সমিতিতে মিশে জানাতে চায়।

কালিচরণ এক নজর দেখে গেছে নিমাইকে। ওর খাবার টেবিলে কালিচরণ আসে না। চন্দনা নিমাই-ই খেতে বসে। কালিচরণ নীচে খায়।

নিমাই বাবাকে দেখে মাত্র। এগিয়ে আসবে বাবার কাছে, চন্দনা ওকে দেখে বলে—পড়তে যাও নিমু।

কালিচরণকে কড়া স্বরে শুধোয়— এখানে কি করছো?

কালিচরণ বলে—আস্তাবলের মানুষ। ওখানে যাচ্ছি।

কথাগুলো বলে নেমে যায় সে। এখানে চন্দনার জগৎ। এই জগতে কালিচরণের যেন কোন ঠাঁই নেই।

মায়ের এই কঠিন ব্যবহারটাতে নিমাই দেখেছে বাবার চোখেমুখে অসহায় বেদনার ছায়া। তার মনও কি অজানা ব্যথায় ভরে ওঠে। মনে হয় বাবার কাছে ছুটে যাবে, কিন্তু মায়ের কঠিন তীব্র চাহনি দেখে চুপ করে গেল।

ভোর হয়েছে। নিমাই-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

জানলা থেকে দেখা যায় নদীর চরের গাছগাছালির মাথায় কুয়াসার চাদর জড়ানো। ওই কুয়াসার মাঝে দেখে, বাবা চলেছে একা।

নিমাইও উঠে পড়ে।

সোয়েটারটা গলিয়ে কেডস্ পরে বের হয়ে যায়। ওদিকে মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। সাবধানে নেমে গেল নিমাই।

কালিচরণ একাই দৌড়াচ্ছে রোজকার মত, হঠাৎ কাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। লাল সোয়েটার পরে নিমুও এসে পড়েছে। দৌড়চ্ছে সে কালিচরণের সঙ্গে।

—বাপি?

—তুই? কালিচরণ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে।

কত দিন তাকে কাছে পায়নি। নিমু বলে—চলে এলাম বাপি। ঘরে আটকে রাখবে মা। খালি বলছে পড়। আর পুতুলের মত থাকতে হবে, ওসব পারব না।

হাসছে কালিচরণ।

—হ্যাঁরে, মা কিছু বলবে না?

নিমাই বলে—জানতে পারলে তো? মা দেরিতে ওঠে। রোজ ভোরে আমি আসবো বাবা। জানো, কাল বৈকালে বাদামীকে নিয়ে বের হয়েছিলাম। কদম চালে যা দৌড়লো, জানো বাবা, বাদামী এখন অনেক খেলা শিখেছে। ভূতোর সঙ্গে বল খেলছিল।

অনেক খবরই জানায় নিমু।

তবু কালিচরণের ভয় যায় না। ফর্সা হয়ে আসছে চরভূমি। সূর্য উঠছে। পূব আকাশে লাল যেন আবীর খেলা শুরু হয়েছে। কালিচরণ বলে—চলে যা নিমু। মা জেগে উঠবে।

চন্দনার ঘুমটা আজ সকালেই ভেঙ্গেছে। গোলকবাবুর কথাই ভাবছিল চন্দনা। আজ সকালে ওখানে যেতে হবে। তার আগে চন্দনা, স্নান প্রসাধন সেরেই যাবে। নিজের রূপ সম্বন্ধে তার একটা দুর্বলতা আছে। সেও জানে, পুরুষের সামনে নিজেকে কেমন করে সাজিয়ে তুলতে হয়?

সেইভাবেই সে যাবে গোলকপতির বাংলোয়।

এখানের এই বদ্ধ পরিবেশ থেকে ওখানের মুক্ত সবুজে গিয়ে ওই লোকটির সান্নিধ্যে নিজেকে যেন ফিরে পায় চন্দনা। কি সুর জাগে মনে।

চন্দনা ঘুম থেকে উঠে নিমাই-এর ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো। ছেলেটা নেই। তার লাল সোয়েটার, কেডস্‌ও অদৃশ্য। কি খেয়ালবশে চাইল জানলার বাইরে। হঠাৎ ওদিকে চরভূমিতে গাছগাছালির আড়ালে নিমাই আর কালিচরণকে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে, হাসতে দেখে সারা মন জ্বলে ওঠে চন্দনার।

কাল বৈকালেও তাকে ধাপ্পা দিয়েছে নিমাই। আর অন্যদিন দেখে-নি। মনে হয় এই প্রথমই নয়, প্রতিদিন ভোরেই উঠে তাকে না জানিয়ে নিমাই পালিয়ে গিয়ে ওই লোকটার সঙ্গেই মেশে। অমনি দৌড়াদৌড়ি করে ঘোড়ার মত।

আজ চন্দনা ধরে ফেলেছে শয়তান ছেলেটার সব ধাপ্পাবাজি, আর ছেলেটাই নয়, এর জন্য দায়ী জানোয়ার কালিচরণই।

নিমাই উঠে আসছে। সিঁড়ির মুখে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল চন্দনা হাতে একটা প্যারাসোল। ছেলেটাকে দেখে তার চুলের মুঠি ধরে পেটাতে থাকে নির্দয়ভাবে।

গর্জাচ্ছে চন্দনা—জোচ্চোর, মিথ্যে-বাদী ধাপ্পাবাজ। কোথা গেছলি? ভাবিস কিছুই জানি না। কাল আবার ঘোড়ায় চড়া হয়েছিল। রোজ এই হয়?

—মা। আর্তনাদ করে ওঠে নিমাই।

কপালটা কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। আর সামনে তবু পিটিয়ে চলেছে নিমাইকে সে।

গড়াগড়ি খাচ্ছে নিমাই। কপাল মুখ ফেটে গেছে। রক্ত ঝরছে।

হঠাৎ কালিচরণ বাড়ি ফিরে ছেলেকে ওইভাবে মারতে দেখে লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে।

—এ কি করছো? ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি?

চন্দনা গর্জায়—ধাপ্পাবাজ ইতর একটা জানোয়ারের বাচ্চাকে শেষ করে দেব। আমাকে ঠকিয়েছে ও। ওই শয়তান ঠকাবে না? কার বাচ্চা দেখতে হবে তো? জানোয়ারের বাচ্চাকে আমি মানুষ করতে চেয়েছিলাম। ছিঃ ছিঃ!

কালিচরণ সহজে রাগে না। আজ ছেলেটাকে ওইভাবে মারতে দেখে সে গর্জে ওঠে—একটি কথা বলবে না। ছেড়ে দাও ওকে, ছাড় বলছি।

ওর কণ্ঠস্বরে কি একটা পাশবিক কাঠিন্য ফুটে উঠেছে।

চন্দনা চাইল কালিচরণের দিকে। ওর বলিষ্ঠ দেহটা ফুলে উঠেছে। চোখে যেন আগুন ঝরছে। ওর এই মূর্তি কখনও দেখেনি চন্দনা। ভয় পেয়ে গেছে সে।

কালিচরণের বলিষ্ঠ দেহটার পেশীগুলো কঠিন হয়ে ওঠে। কি তীব্র

রাগে তার দু'চোখ জ্বলছে। চন্দনা ওকে দেখে ভয় পেয়েছে।

মনে হয় অনায়াসেই লোক খুন করতে পারে এ সময় কালিচরণ। চন্দনা সরে গেল।

তবু বলে সে—মারবে নাকি?

কালিচরণ আহত নিমাইকে তুলে নিয়ে বলে—খুন করে দিতাম।

চন্দনা সরে গেল।

নিমাই বাবার দিকে চাইল। কালিচরণ দেখছে ছেলেটাকে। এত মার খাবার পরও কাঁদেনি সে। কালিচরণ শুধোয়—লেগেছে খুব, নারে?

নিমাই বলে—না। লাগেনি বাবা।

—রক্ত পড়ছে। লাগেনি? চল।

আজ ওকে নিয়ে নিজেই নীচে নেমে গেল, তার ঘরে এনে বলে। —এখানেই থাকবি আজ থেকে, আমার কাছে।

নিমাইকে যেন এক অন্ধকার বিপদের মাঝ থেকে তুলে এনেছে তার বাবা। নিমাই বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে—ওখানে যাবো না, তোমার কাছেই থাকবো ওস্তাদ।

দুটি বিচিত্র জীব যেন তখন থেকেই এক সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে।

চন্দনাও বুঝেছিল ব্যাপারটা।

এমনিতে খুবই চতুর আর হিসেবী সে। চন্দনা বেশ বুঝেছে, ওই দুটি মানুষ নামক প্রাণীর জগতে তার কোন ঠাঁই নেই। আর চন্দনার কাছে এই বাড়ি; এই পরিবেশ এই মানুষগুলো আপনজন নয়, বাইরের লোকই। চন্দনা চটে উঠেছে।

আজ তাই নতুন মন নিয়ে সে চলেছে গোলকপতির বাংলোয়।

মহিলা সমিতির মিসেস দত্ত, মিস রায়, আভা পাকড়াশীও রয়েছে। চন্দনা ওদের দিকে এক নজর চেয়ে নেয়।

মিস রায়ের দেহটা শুকনো কাঠির মত। শীর্ণ নাকটা ঠেলে

উঠেছে। কালচে রং, বুকে নারীত্বের কোন চিহ্নই ফুটে ওঠেনি। এতকাল কোন মেয়েদের স্কুলে মাস্টারি করে স্বভাবটাও কাঠ হয়ে গেছে। আর আভা পাকড়াশী বিশাল বপু নিয়ে চলেছে সাইকেল রিক্‌শা জুড়ে।

গোলকপতি খবরটা আগেই পেয়েছেন। বিরাট বাংলোর সামনের লনে বাহারের ডালিয়া, জিনিয়া, রকমারী মরশুমী ফুল ফুটেছে। গোলাপ গাছগুলো শিশিরভেজা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।

শিশিরের দু' একটা বিন্দু তখনও ঝলমল করে ঘাসের বুকে। গেটে ওদের দেখে দারোয়ান গেট খুলে ভিতরে নিয়ে আসে।

ড্রইংরুমটা আধুনিক কায়দায় সাজানো। পুরু কার্পেট-এ পা দিয়ে চাইল চন্দনা। ম্যাচকরা সোফাসেট, জানলার পর্দা ঝুলছে রং মিলিয়ে। এসব হয়েছে চন্দনার রুচি মতই। এ বাড়ির অনেক কিছুতে চন্দনার নির্দেশ এখন দরকার এটা গোলকবাবুও বুঝেছেন। তবু এদের সামনে দুজনের সেই অন্তরঙ্গটা ফুটে ওঠে না। চন্দনা দর্শকের মতই দেখছে ফুটন্ত ডালিয়ার বর্ণালী। দেওয়ালে দু'একটা আধুনিক শিল্পীর আঁকা ছবি।

দামী আখরোট কাঠের কাজ করা টেবিল ল্যাম্পটাতে রুচির ছাপই নয়, প্রাচুর্যের পরিচিতিও ফুটে উঠেছে।

গোলকপতি দেখছেন ওদের—বসুন। বসুন।

আজ যেন নোতুন করে এই প্রথম গোলকপতি দেখছেন চন্দনাকে। ফর্সা সুন্দর সুগঠিত দেহ। বয়স যেন ওর যৌবনকে ছুঁতে পারেনি। ওদের অনুরোধে গোলকপতি বলেন—নিশ্চয়ই। এ সহরে যখন আস্তানা করেছি আপনাদের সমিতিতে সহযোগিতা থাকবে বই কি।

মিস রায় এগিয়ে আসে। বলে সে—আপনার সম্মতি-পত্রটা পেলে ভাল হয়।

চন্দনা বলে—মৌখিক সম্মতিই যথেষ্ট মিস রায়। ওঁর মত লোক বলেছেন, আবার ওসব কেন?

গোলকপতি চাইলেন ওর দিকে। চন্দনাকে দেখেশুনে বুদ্ধিমতী বলেই বোধহয়। আর সুন্দরীও।

গোলকপতি দেখছেন মিস রায়কে। গুম হয়ে বসে পড়েছে মহিলা। এখানে সবাইকে ম্লান করে জেগে আছে চন্দনা রায়ই। গোলকপতি দেরাজ থেকে টাকা বের করে বলেন—আপাততঃ এইটা রাখুন, আমার সামান্য ডোনেশন।

খুশী হয় আভা পাকড়াশী। সেই রসিদ লিখে দেয়।

মহিলা সমিতির ওরাও খুবই খুশী হয়েছে।

গোলকপতিবাবু ওদের চা-সন্দেশ বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ণ করে নিজের গাড়িতেই ওদের সহরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন।

একটা গাড়িতে সকলকে ধরে না।

অন্য গাড়িটা বাইরে, এখনও ফেরেনি। ওদের সকলের কুলোয়নি।

গোলকবাবু বলেন—অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের।

চন্দনা বলে—না। গাড়িটা ফিরুক। তখন যাবো। আভাদি আপনারা সমিতির অফিসে চলে যান।

গোলকপতিও এমনি একা পেতে চেয়েছিলেন চন্দনাকে। চন্দনাই সেই সুযোগটা এনে দিয়েছে।

ওরা চলে যাবার পর চন্দনা যেন সহজ হয় এইবার। ওর সুন্দর মুখে হাসির আভা জাগে।

—বাবাঃ, ওরা যে ভাবে ধরলো তোমার কাছে না এনে উপায় ছিল না। গেল তো কিছু টাকা!

গোলকপতি মনে মনে খুশি হল।

চন্দনার কথায় বলেন—তোমার জন্যে সামান্য একটু খরচ করে তার বদলে তোমাকে তো কাছে পেলাম চন্দনা!

গোলকপতি চন্দনাকে কাছে টেনে নেন।

চন্দনা এটুকু অধিকার গোলকবাবুকে দিয়েছে নিজে থেকেই।

তার শূন্য মনে গোলকপতি ক্রমশঃ একটা নিবিড় আসন পেতেছে। চন্দনাও মনে মনে খুশী, একজনের মনে ঝড় তুলতে পেরেছে সে। আজও ফুরিয়ে যায়নি চন্দনা। এ তার নারীত্বের জয়ই।

চন্দনা বলে—তাই নাকি!

গোলকপতি সোফায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে চন্দনার একটা নরম হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। ওই স্পর্শটুকু গোলকপতির মনে একটা ভাবান্তর আনে।

গোলকপতি বলে—তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হবো চন্দনা! হ্যাঁ। কালিচরণবাবুকে বলেছিলে তাঁর সার্কাসের পরিকল্পনার কথা। প্ল্যান প্রোগ্রাম দিতে বলো। আমি ব্যবসাদার লোক, ব্যবসা বুঝি। ওইসব সার্কাস-এর ব্যবসাই করবো যদি দেখি লোকসান তাতে না হয়।

কথাটা ভেবেছে চন্দনাও।

মনেহয় গোলকপতি ওই সার্কস-এর দল খোলার ব্যাপারে ব্যস্ত করে তুলতে চায় কালিচরণকে।

নাহয় চন্দনাকে খুশি করার জন্যই এটা করতে চায়। চন্দনা ঠিক বুঝতে পারে না। তবু মনে হয় গোলকপতিবাবু এ নিয়ে ভাবছেন।

চন্দনা বলে।

—আমি বলিনি।

—কেন? অবাক হন গোলকপতি।

চন্দনা হাল্কা হাসির ছটা তুলে বলে।

—আমি এসব ব্যাপারে চাল দিলে ও ভাববে যেন আমারই বিশেষ কোন মতলব আছে।

—এ্যাঁ। কথাটা এত সহজে জানাতে পারবে চন্দনা এটা গোলকপতিও ভাবেনি। গোলকপতি ওর বুদ্ধির গভীরতায় খুশি হয়েছে। মনেহয় চন্দনাও এটা চায়। তবে মুখ ফুটে জানাতে চায় না।

গোলকপতি বলেন।

—ঠিক আছে। যা বলার আমিই বলবো কালিবাবুকে।

চন্দনা শোনায়।

—তাই বলো। সামনের সপ্তাহে ওদের এ্যানুয়াল ফ্যাংশন!

গোলকপতি তা জানেন।

এখন কালিচরণ আসে তার কাছে। ফ্যাংশন-এর ব্যাপারে গোলকবাবুর কাছ থেকে মোটা টাকা চাঁদাও নিয়ে গেছে।

গোলকপতি বলেন।

—হ্যাঁ। কালিবাবু এসেছিলেন। এবার ফ্যাংশন দেখে যদি ভালো লাগে কথাটা জানাবো। যদি তিনি সার্কাস-এর দল করতে চান তোমার জন্যই আমি সেই টাকাটা খরচা করবো চন্দনা।

চন্দনা বলে।

—আমার জন্য এতগুলো টাকা জলে দেবে?

হাসে গোলকপতি। চন্দনাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন।

—আমি ব্যবসা বুঝি চন্দনা, ও টাকা দিয়ে আমি অনেক কিছুই পাবো, টাকায় যার দাম হয় না। বুঝলে!

চন্দনা আজ হাসতে পারে। নিজের মনের অতলে তার আজ অন্য মন জেগে উঠেছে। কালিচরণকে সে ক্ষমা করবে না।

এবার আঘাতই দেবে। কালিচরণ তাকে ঠকিয়েছে, তার সন্তানকেও কেড়ে নিতে চায়। চন্দনা এর জবাব দেবেই।

শান্ত বাংলোর বাগানে ছায়াঘন গাছের নীচে ওরা দুজনে তন্ময় হয়ে কি একটা স্বপ্ন দেখছে, চন্দনা আর গোলকপতি।

কালিচরণ ক'দিন থেকে খুবই ব্যস্ত।

সামনের সপ্তাহে তার ক্লাবের অনুষ্ঠান। সারা জেলা—পাশের জেলার লোকজনও আসবে। কলকাতা থেকে কাগজের লোক, কিছু স্পোর্টস কমিটির মাতব্বররাও আসছেন। অনুষ্ঠান-এর ব্যাপারে তাই গোলকপতিবাবুর কাছে আসে কালিচরণ জরুরী কাজ নিয়ে।

নির্জন ছায়া নামা বাংলো। দ্বারোয়ানও চেনে তাকে, তাই গেট দিয়ে ঢোকার সময় বাধা দেয়নি কালিচরণকে।

কালিচরণ এগিয়ে এসে দেখে ড্রইং রুম খালি। গোলকবাবু নেই। হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে চাইল।

চমকে ওঠে সে।

ওদিকের ছায়া নামা অর্কিড-এর ঘন কুঞ্জবনে বসে আছে গোলক-বাবু আর চন্দনা। চন্দনার বেশবাসও কিছুটা অসংযত, চোখে মুখে কি লাস্য।

কালিচরণ ওদের কথাগুলো কিছুটা শুনেছে। তাকে সার্কাস-এর দল গড়তে সাহায্য করবে গোলকপতি। আর চন্দনারও তাতে মত রয়েছে।

ওকে সার্কাস-এর দল গড়ার ব্যাপারে সাহায্য করার পিছনে একটা প্রলোভনও রয়েছে। আর কালিচরণ চন্দনার সঙ্গে গোলকপতির ওই নিবিড় সম্পর্কটা আবিষ্কার করে চমকে উঠেছে। রাগতে গিয়েও পারলো না কালিচরণ।

চন্দনাকে আজ সে ঘৃণা করে।

কালিচরণকে সে আজ নিদারুণভাবে অপমান করেছে। কালিচরণ সরে এল।

মনেহয় ওই লোভী ব্যবসাদার গোলকপতির কাছে কোন সাহায্যই সে নেবে না।

চুপ করে সরে এল কালিচরণ।

তার মনের অতলে একটা ঝড় উঠেছে।

গোলকবাবু বলেন—কি হল চন্দনা? অ্যাঁ, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

চন্দনা বলে—ওকে চেন না। ও মানুষ খুন করতে পারে। আমাকে শেষ করেই দেবে। ওকে তুমি চেন না।

গোলকপতি আরও কাছে টেনে নেয় চন্দনাকে।

সেই সকালে মারার পর থেকে নিমাইও নীচেই রয়েছে তার বাবার কাছে। চন্দনাও যেন নতুন জগতের নেশায় ক্রমশঃ মেতে উঠেছে। মনে মনে সে স্বপ্ন দেখে, কালিচরণ সার্কাস-এর নেশায় পথে বের হয়ে পড়বে। মুক্তি পাবে চন্দনা।

তাই যেন হিসেব করেই এইভাবে এগিয়েছে সে। কাল রাত্রিতে গোলকপতি ওদের অনুষ্ঠানে এসে ওই দল গড়ার কথাটা বলার পর থেকেই এরা সকলেই নতুন এক নেশায় মেতে উঠেছে। চন্দনাও বলে—উনি তো নিজেই বলে গেলেন সব রকম সহায্য তিনিই করবেন।

প্রমথ বলে—সত্যিই তো। তবে বাধা কেন? ওস্তাদ, তুমি কি বল?

চন্দনা দেখছে কালিচরণকে। লোকটার মুখেচোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

চন্দনা বলে—উনি তো শুনলাম নিজেই সার্কস-এর দল করবেন তোমরা যদি ওঁর সঙ্গে হাত না মেলাও। ব্যবসাদার লোক পয়সার অভাব নেই।

প্রমথ, বসন্ত, গদাইরাও কথাটা ভাবছে।

এখানেই তারা নাম করেছে। এ পথের তাদের গুরু ওই কালিচরণই। তাদের ওস্তাদ। প্রমথদের ভাবতে দেখে কালিচরণ বলে।

—ওই গোলকপতির কাছে টাকা নিতে পারব না। ও ভালো লোক নয় রে।

ওকে চিনেছে কালিচরণ। এই এলাকার সব পাটের আড়তদারদের সে হটিয়ে দিয়ে নিজে একচেটিয়া কারবার গড়তে চায়। লোকটা লোভী।

প্রমথ বলে—তাহলে সার্কাস হবে না আমাদের?

চন্দনা চটে উঠেছে। বলে সে—তার টাকা না নিলে দল তো হবে না। তবে তার টাকা নিতে দোষ কি?

কালিচরণ বলে—দল আমাদের হবে। আর এই গোলকপতির টাকা না নিয়েই দল করব।

চমকে ওঠে নিমাই। দল তাদের হবে। সেও খুদে খেলোয়াড় হয়ে খেলা দেখাবে। শুধোয় সে—সত্যি দল আমাদের হবে ওস্তাদ?

নিমাই এদের সঙ্গে থেকে থেকে ওই ওস্তাদ ডাকটিও রপ্ত করে ফেলেছে। কালিচরণ বলে—হ্যাঁরে। জরুর হবে।

খুশী হয় প্রমথ, বসন্তরা। চন্দনা রেগে উঠে গেল। বলে যায় সে।

—এবার যা আছে সব যাবে ওই দল করতে।

কালিচরণ হেসে ওঠে।

—আছে কি চন্দনা? আর যদি থাকে কারোও আরাম আয়েসের জন্য তা রাখব না। দল করবোই, গোলকের কাছে হাত পেতে নয়। ওস্তাদ মিছে কথা বলে না, দেখে নিও।

চন্দনাকে দেখছে কালিচরণ।

ওর মুখে চোখে কি ঘৃণা। কালিচরণ-এর কথায় চন্দনা বলে।

—তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম, গোলকবাবু যদি তোমাকে সাহায্য করেন—

কালিচরণ-এর চোখের সামনে সেইদিনের ছবিটা ফুটে ওঠে। চন্দনা নির্লজ্জের মত গোলকবাবুর হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছে। পশরা করে তুলেছে।

কালিচরণ বলে—তাঁর সাহায্যের দরকার আমার নেই। ওর মত লোভী নীচ লোক পয়সার জোরে অনেককে কিনতে পারলেও আমাকে পারবে না! দল আমি করবোই—তার জন্য গোলকবাবুর সাহায্যের দরকার হবে না।

চন্দনার ফর্সা মুখটা টসটসে হয়ে উঠেছে রাগে অপমানে। সে বের হয়ে গেল।

কালিচরণের ইঙ্গিতটা সেও বুঝেছে। আজ চন্দনা যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে ওই আঘাতে।

কালিচরণও জেদের বশেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সার্কাস-এর দল সে করবে ছেলে মেয়েদের নিয়ে। নিমাইকে সে এখন চৌকস খেলোয়াড় করে তুলেছে।

আজ তার জেদের প্রশ্ন।

কালিচরণ নানা দিক থেকেই টাকার যোগাড় করছে। এর মধ্যে দু'একটা পুরাণো সার্কাস-এর দলের কিছু মালপত্রের খোঁজ পেয়েছে। তাঁবুগুলো বিক্রী করবে তারা, সাজসরঞ্জামও।

কালিচরণও তাই টাকা সংগ্রহ করছে।

চন্দনা সেই দিনের পর থেকে আরও দূরে সরে গেছে কালিচরণের কাছ থেকে। নিমাইও মাকে এড়িয়ে চলে। এদের বাবা ছেলের সমবেত আঘাতে চন্দনা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। তবু বলেছিল চন্দনা—সব ব্যবসাপত্র, বিষয়-আশয় নষ্ট করবে?

কালিচরণ বলে—আমার বিষয়, কি করবো না করবো ওটা আমার ব্যাপার।

চন্দনা চুপ করে গেছল!

দেখছে কালিচরণের সর্বনাশা ব্যাপারটা!

কালিচরণের এই অবজ্ঞা আর অবহেলা চন্দনাকে আরও কঠিন করে তুলেছে। তার জীবনের সব শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য চন্দনা এবার গোলকপতিবাবুর আরও কাছে এসেছে।

কালিচরণ এখন বাড়িতে বিশেষ থাকে না।

সহরের বাইরে একটা জায়গায় তার সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, সেখানে নানারকম প্রস্তুতি চলে, খেলার তালিম দিতে হয় প্লেয়ারদের।

এর মধ্যে টাকার যোগাড় করে বেশ কয়েকটা বাঘ—একটা হাতিও এনেছে। তাদেরও ট্রেনিং দিতে হচ্ছে।

কালিচরণ তাই নিয়েই ব্যস্ত। নিমাইও থাকে সেই তাঁবুতেই, দেখছে ছেলেটা ক্রমশঃ কালিচরণকে আরও কাছে থেকে।

সবাই এখন কালিচরণকে ওস্তাদ বলেই জানে, ওই নামেই ডাকে। নিমাইও ওস্তাদ বলে ডাকে কালিচরণকে।

চন্দনা ওই জগতের থেকে দূরে নিজের স্বপ্নজগৎ গড়ে তুলেছে।

গোলকপতি এখন এখানেও আসে মাঝে মাঝে। ওদিকের বাগানটা এখন শূন্য। কালিচরণের ক্লাব ও তাঁবুতে এখন।

এদিকে কেউ নেই। সন্ধ্যার চাঁদের আলো ছড়িয়ে রয়েছে নির্জন বাগানে। চন্দনা আর গোলকপতি দুজনে আজ এইখানে এসেছে।

চন্দনা বলে—এসব বাড়ি—বাগান নাকি বিক্রী করে দিয়েছে।

আমি ভাবনায় পড়েছি গোলকবাবু।

গোলকবাবু চন্দনার এখন নিকট জন।

ওকে কাছে টেনে নিয়ে গোলকবাবু জানায়।

—আমি থাকতে তোমার ভাবনার কিছুই নেই চন্দনা। আমার আর কে আছে বলো?

গোলকের মুখে একফালি চাঁদের আলো পড়েছে।

চন্দনা ওর চুলে বিলি কাটছে আনমনে। গোলকবাবু ওই স্পর্শটুকু উপভোগ করছে। বলে সে।

—জীবনে রোজকার আমি কম করিনি চন্দনা। পয়সার পিছনেই ঘুরে আজ পয়সার পাহাড়ে বসে আমি ক্লান্ত, তাই তোমাকে পাশে চাই চন্দনা।

চন্দনাও ভাবছে কথাটা।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল। কালিচরণ বাড়ি ফিরেছে একটা জরুরী দলিলের জন্য। আরও টাকার দরকার। দলিলটা পেলে একটা বাড়ি বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারবে।

তারই বাড়িতে আজ গোলকপতিকে এই অবস্থায় দেখে কালিচরণ চমকে ওঠে। আজ সে পিছিয়ে আসতে চায় না। ওই লোকটাকে

দেখে নেবে কালিচরণ!

চন্দনাও কালিচরণকে দেখে চমকে ওঠে।

—তুমি!

কালিচরণ এগিয়ে আসে—কেন? আমার বাড়িতে আমারই আসার পথ থাকবে না; আসবেন ওই লোভী মানুষটা এখানে?

গোলকবাবু চাইল ওর দিকে।

আজ তিনি চটে উঠেছেন কালিচরণের কথায়।

গোলকবাবু বলেন—এ বাড়িটা আমার কাছেই বেনামীতে বিক্রী করেছেন কালিবাবু, তাই এবাড়িটায় অধিকারও রয়েছে আমার।

বরং সেই অধিকার আপনি হারাতে চলেছেন এবার। কালিচরণ অবাক হয়—আপনাকে বিক্রী করেছি বাড়ি?

হাসছে গোলকবাবু।

—ওই নিখিলবাবু যিনি এই সম্পত্তি কিনেছেন, তিনিই আমার বেনামদার।

কালিচরণকে যেন কায়দা করে জালে ফেলা হয়েছে। চন্দনাই নিখিলবাবুকে এনেছিল। কালিচরণ এমন জানলে নিখিলবাবুকে বিক্রী করতো না এবাড়ি।

কালিচরণ চটে ওঠে চন্দনার উপরই বলে সে—তুমিই এইসব করিয়েছো, এত নীচ তুমি।

চন্দনা বলে—সেদিন টাকা পাইয়ে দিলাম আজ বলছো এই কথা?

কালিচরণ গর্জে ওঠে—এমন জানলে তোমাকে বিশ্বাসই করতাম না। আজ বুঝেছি এই নোংরামি করার জন্যই এইসব পথ করেছিলে। এতবড় ইতর তুমি জানা ছিল না।

বের হয়ে যায় কালিচরণ।

তার মনে হয় এ বাড়িতে তার কোন ঠাঁই আর নেই। আজ ওদের চক্রান্ত তার সবকিছু হারিয়ে গেল।

কালিচরণের হাত দুটো কঠিন হয়ে উঠেছিল।

সারা শরীরে ওর দুর্বার শক্তি। মনে হয় ওই শয়তান দুটোকে সে শেষ করে দেবে। তার বজ্রমুষ্টিতে লোহার মোটা রড বেঁকে যায়। কিন্তু আজ সব শক্তিও যেন ফুরিয়ে আসছে।

বের হয়ে এল কালিচরণ।

মনের অতলের কঠিনতম আঘাতগুলো দেহের সব শক্তিকেই নিঃশেষ করে দেয় অতি সহজে। বোধহয় সেইটাই কঠিন সত্যে পরিণত হয়েছে তার জীবনে।

চন্দনা দেখেছে কালিচরণের ওই পরিবর্তনটা।

লোকটাকে চেনে সে। একবারে যেন মারমুখী হয়ে উঠেছে কালিচরণ। আজকের এই অপমান তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

চন্দনাও এবার শিউরে উঠেছে। জানে না এর পর কি সর্বনাশ ঘটাবে এই লোকটা।

গোলকপতি দেখছে চন্দনার ভয়চকিত বিবর্ণ মুখ।

গোলকপতি চন্দনাকে কাছে টেনে নেয়। অজানা আতঙ্কে চন্দনা যেন তার কাছেই আশ্রয় খোঁজে, নির্ভর খোঁজে।

ভয়ে যেন জড়সড় হয়ে গেছে মেয়েটি। গোলকপতি এসব ব্যাপারকে আমল দেন না।

হাসছেন গোলকপতি—এই ভয়! আরে একটা রিপোর্ট করে রাখছি থানায়। ওখানে যাবারও দরকার নেই আর।

চমকে ওঠে চন্দনা। ভীত আর্ত পাখির মত সে আজ নতুন একটা আশ্রয়ই চায়। গোলকপতি ওকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বলেন।

—ওই চার্জেই ওর হাত থেকে মুক্তি পাবে চন্দনা। তারপর আমরা দু'জনে এবার নতুন করে বাঁচবো। কালিবাবু সেই সুযোগই করে দিয়ে গেল।

চন্দনা চাইল ওঁর দিকে। আজ সেও নোতুন করে সব পেয়ে বাঁচতে চায়। ওই সর্বনাশা কালিচরণ তার কেউ নয়। ছেলে! তাকেও সে চন্দনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

গোলকপতি বলেন—ততদিন কলকাতার বাড়িতেই থাকবে। কাল সকালেই সোজা গাড়িতে করে কলকাতা চলে যাবো। তারপর সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।

কালিচরণের সামনে পৃথিবীর রূপটাই বদলে যায়।

তার অজান্তে তার স্ত্রী যে এমনি একটা কাণ্ড করেছিল, তা জেনে ফিরছে সে। আর কোন সম্বন্ধই থাকবে না।

গদাই সব জেনে বলে—বাড়িটাও বিচে দিলে ওস্তাদ? তারপর দল যদি ত্যামন না চলে, কি হবে?

হাসছে কালিচরণ। সেই হাসিটা কান্নার চেয়েও করুণ।

নিমাই দেখেছে ওস্তাদকে। গত রাত্রি থেকে তার মাও আর ফেরেনি। ওস্তাদ বলে—বাবার বাড়ি গেছে।

কিন্তু নিমাই খবরটা শুনেছে। মা আর আসবে না কোনদিনই। তার বাবাকে ছেড়ে, তাকে ফেলে রেখে ওর মা চলে গেছে সেই গোলকপতির সঙ্গে কলকাতায়।

—ওস্তাদ। কালিচরণ চাইল নিমাইয়ের ডাকে।

ছেলেটাও বাবা-মা এসব জাগতিক সম্পর্কের নাম যেন মুখে আনতে চায় না আর। কালিচরণের ঘুম আসেনি। শূন্য বাড়ি।

নিমাই বলে—মা আর ফিরবে না, নয় গো?

কালিচরণও তা জানে না। বলে সে—কে জানে?

ছেলেটার চোখে তখন জল ছলছল করে।

ওর অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। সেই বেদনা ছেলেটার বুকে বেজেছে। কালিচরণেরও দুঃখ হয়! ছেলেটাকে সে আজ কাছে টেনে নেয়।

ওকে বুকে জড়িয়ে পরম স্নেহভরে বলে—নাই বা ফিরলো রে? আমি তো আছি। দু'জনে দল গড়বো। তুই মস্ত বড় চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার হবি। ওস্তাদ তোকে বাদামীর পিঠে তুলে খেলা শেখাবে।

নিমাই আলো-ঝলমল ওই জগৎ, হাততালির রাজ্য, কোন্ সুর ওঠা জগতের স্বপ্নে সব দুঃখ ভুলে যায়। নতুন করে জীবনকে গড়বে সে। সে আর ওস্তাদ।

—সত্যি! ওস্তাদ!

বাবাকে সে আজ ওই আলো-ঝলমল জগতের একটি উজ্জ্বল রূপময় অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করেছে।

পিছনের সর্বস্বকে তুচ্ছ করেই দল গড়েছিল কালিচরণ। নাম দিয়েছিল 'গ্রেট কালিচরণ সার্কাস'।

তাদের শহর থেকে দূরে এসেছে ওরা সার্কাস-এর দল নিয়ে।

ওই বেইমান সহরের আর কেউ নয় কালিচরণ। ওই সহর তার সব কেড়ে নিয়েছে। ঘর, বাড়ি, স্ত্রী সবকিছু। গদাই, প্রমথ, বসন্তরা রয়েছে দলে। আরও নতুন প্লেয়ার কিছু এসেছে। আর আছে নিমাই। তার নাম তখন মাস্টার নিমু।

সে খেলাও শিখেছে অনেক। বাদামী, ভূতনাথ, পুঁটু, সুন্দরীকে নিয়ে কয়েকটা খেলা দেখায় নিমাই।

বাদামীকে রংচংয়ের চাদর পিঠে দিয়ে ঝকঝকে জিনবন্দী করে এরিনাতে দৌড় করাতে করাতে ছোট ছেলেটা পিঠে ভল্ট খায়, দৌড়ে নেমে ওদিক থেকে স্প্রিংয়ের মত লাফ দিয়ে গিয়ে বাদামীর ধাবমান পিঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। উপর থেকে পুঁটু-সুন্দরীও লাফ দিয়ে ওর ঘাড়ে এসে বসে। হাততালি পড়ে দর্শকদের।

কালিচরণ এখন পাকা ওস্তাদ।

নিজেও কিছুদিনের মধ্যে বার-ট্রাপিজের খেলা ছাড়াও বাঘের খেলা

দেখাতে শুরু করেছে।

পরনে কালো ফুল প্যান্ট, ওয়েস্ট কোট, তাতে কয়েকটা মেডেল ঝোলানো, হাতে হাণ্টার।

নিমাই প্রথম প্রথম বলতো—ও খেলা দেখিয়ো না ওস্তাদ! ভয় করে।

হাসতো কালিচরণ—ধ্যাৎ, ভয় কি রে? বুঝলি, বাঘ মানুষের চেয়ে ঢের ভালো। ওরা এত নীচ নয়। এ দুনিয়ায় মানুষের মত হিংস্র, বেইমান জানোয়ার আর নেই রে।

বারবার সেই চরম পরাজয়, সব হারানোর কথাটাই মনে পড়ে কালিচরণের।

আজ সে সার্কাস-এর দল নিয়ে বিভিন্ন সহরে ঘুরছে। ব্যবসা জমছে না তবু এই নেশায় ডুবে আছে। পেছনের সব কিছু আঘাত এইভাবে ভুলতে চায়। চন্দনার খবরও আর জানে না। তবু মনে পড়ে সেইকথা। সেই দুঃখটাকে ভুলতে পারেনি সে।

নিমাই দেখেছে, বাঘ-বাঘিনীগুলোও বাবাকে জানে। ওর চোখের ইশারায় বাঘগুলো নড়ে বসে, খেলা দেখায়। ওস্তাদ সত্যি বাঘকেও ভয় করে না।

নিমাই বলে—তুমি সত্যিই ওস্তাদ!

হাসে কালিচরণ। দু'জনে একটা তাঁবুতে থাকে। বাড়ির আরাম ভুলে গেছে তারা। বাড়িঘরও নেই। পথেই ঘোরে দুজনে।

কিন্তু তবু সর্বনাশকে এড়াতে পারেনি কালিচরণ। গ্রীষ্মকাল থেকেই খেলা বন্ধ। ঝড়-জল কালবৈশাখী আছে। তারপর নামে বর্ষা।

এত বড় দলকে চালাবার মত সামর্থ্য, নগদ টাকা আর নেই। ফলে একেবারে ভরাডুবিই হয়ে যায়। দল বন্ধ। জানোয়ারদের খাবার নেই। বাদামী খেতীর দানাপানি জোটে না। তাদেরও ভাত জোটে

না সব দিন। খিচুড়ি-লাপসি খেয়েই থাকতে হয়। দেনা বাড়ছে।

ঘটনাটা একটা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল কোন এক মফঃস্বল সহরে।

দলের বিক্রি-বাটা তেমন হয়নি।

কিছুদিন থেকেই অভাব অনটন চলেছে, হাতি-বাঘগুলোকে ঠিকমত খাবার দিতে পারছে না। বাঘের খেলা দেখায় প্রমথও।

প্রমথই বলে—আর খেলা দেখাবো না। বাঘদেরও খেতে দাও না ঠিকমত, আমাদেরই খাবে এইবার।

হাতিটা বাইরে ডাল পাতা খেয়ে ঘোরে।

খেলাও দেখাতে চায় না। নিমাইও দেখেছে দলের অবস্থা।

সেদিন রাত্রে ওরা সবাই ঘিরে ধরে কালিচরণকে।

—দুমাসের মাইনে বাকী, মিটিয়ে দাও। দল ছেড়ে দোব।

বিপদে পড়েছে কালিচরণ।

সে বলে—টাকা এখন নেই। দল চালানো দায় হয়ে উঠেছে।

বসন্ত গর্জে ওঠে—টাকা সব তুমি সরিয়েছো, ফাঁকি দিয়েছো আমাদের। জোচ্চোর!

কালিচরণের একটা চড়ে ছিটকে পড়ে বসন্ত।

এককালে ওরাই ছিল তার বিশ্বস্ত সহচর, আজ তারা সকলেই অন্য মূর্তি ধরেছে। দলের প্রমথ, গদাই মায় ট্রাপিজের মেয়ে প্লেয়ার সুধামণি অবধি রুখে ওঠে।

—কেন মারবে ওকে?

বসন্তও গর্জে ওঠে—এর শোধ নোবই।

প্রমথ, গদাই বলে— আমাদের টাকা ফেলে দাও। একাই সব গিলবে!

কালিচরণ বলার চেষ্টা করে—শোন আমি সব বিক্রি করে দল করেছি, যা পেয়েছি তোদেরই দিয়েছি। নিজে একটি পয়সাও নিইনি।

সুধাময়ী ফুঁসে ওঠে—তাহলে লক্ষ্মী ওই হাতির খেলা দেখায় ওকে

সোনার হার কে দিল ? জানি না ? খুব যে পিরীত—

প্রমথ বলে—পিরীত চুটিয়ে দোব। ফ্যালো টাকা ! নাহলে শেষ করবো !

গর্জায় ওরা ! হাতে রড-লাঠি নিয়ে ওস্তাদকে ঘেরাও করেছে।

কালিচরণ আজ অবাক হয়ে গেছে। নিমাইও দেখছে বাবার এই অসহায় অবস্থাটা।

ওস্তাদ !

নিমাই ভিড় ঠেলে এসে জড়িয়ে ধরে তার বাবাকে। আজ দেখছে কালিচরণ এই নিমাই ছাড়া আর কেউ তার পাশে নেই। তার দলের উপর ঘৃণা এসে গেছে। কালিচরণ বলে।

—ক'দিন সবুর কর। দলের সবকিছু বিক্রি-বাটা করে তোদের টাকা ফেলে দোব। এদল আর রাখবো না। চল্ নিমাই !

ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে ওই অবাধ্য মানুষগুলোর ভিড় ঠেলে ওদের চরম সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়ে বের হয়ে এল কালিচরণ নিজের তাঁবুতে !

রাত্রি নামছে।

সারা সার্কাস-এর তাঁবুতে স্তব্ধতা নেমেছে।

গাছ-গাছালিতে রাতের হাওয়ার হাহাকার জাগে। আকাশে তারাগুলো জ্বলছে কি দীপ্তিময় জ্বালার মত।

চুপ করে বসে আছে কালিচরণ।

তার বিষয়, আশয়, বাড়ি-ঘর-ব্যবসা সব শেষ করে এই দল গড়েছিল। কিন্তু যাদের নিয়ে দল গড়েছিল তাদের মনের এই লোভ, নীচতাকে দেখেনি। আজ দেখছে কালিচরণ।

সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে তাদের দেনা মেটাবে। কিন্তু তারপর, আর এই ছেলেটার অদৃষ্টে কি হবে, কোথায় যাবে তারা এসব কিছুই ভেবে পায় না সে।

কোথাও পথের কোন নিশানা নেই, সব হতাশা সর্বনাশের অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে কালিচরণের। স্ত্রী-ঘর ! চন্দনার খবরও

জানে না, ঘরও হারিয়ে গেছে তাদের।

নিমাই দেখছে কালিচরণকে।

আজ লোকটার মুখে চোখে কি নিঃসঙ্গ বেদনার বিবর্ণতা ফুটে উঠেছে। এক রাতেই কি নিষ্ঠুর আঘাতে বদলে গেছে মানুষটা।

—ওস্তাদ! নিমাই ডাকছে ওকে!

কালিচরণ চাইল—খাবে না ওস্তাদ্? রাত হয়েছে।

আজ এই ছেলেটাই তাকে খাবার কথা বলে মাত্র। কালিচরণ বলে।

—না রে। খিদে নেই। তুই খেয়ে নে!

নিমাই কি ভাবছে। শুধোয় সে—দল আর চলবে না, না গো?

ঘাড় নাড়ে কালিচরণ।

—হ্যারে! এসব তুলে দেব!

নিমাই এর বাড়ির কথা মনে পড়ে। মায়ের কথাও। বলে সে, —আমরা আবার বাড়ি ফিরে যাবো, না?

কালিচরণ চাইল। নিমাই জানে না সেই বাড়িতে আর তাদের কোন অধিকারই নেই। সব হারিয়ে গেছে। এতবড় পৃথিবীতে আর কোথাও তাদের ঠাঁই নেই। ছেলেটার জন্যই দুঃখ তার।

কালিচরণ বলে—নারে। ও বাড়িও হারিয়ে গেছে। আমাদের আর কিছুই নে রে!

ওর দু'চোখ জলে টলটল করে ওঠে। কালিচরণ নিজেকে এত অসহায় বোধ করেনি কোনদিনই। নিমাই দেখছে তাকে। ওস্তাদকে সে এভাবে দেখতে চায় না।

ছোট দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে নিমাই।

—নাই বা থাকলো ওস্তাদ। আমরা দু'জনে দিব্যি থাকবো।

সুখে-দুঃখে দুটি প্রাণী যেন নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে দু'জনকে।

কালিচরণ শেষ অবধি সার্কাস-জানোয়ারগুলোই বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। কোন সার্কাস দল সস্তায় দাঁও বুঝে একটা নামমাত্র মূল্য

দিয়েছে। তাতেই রাজিও হয়েছে কালিচরণ।

নিমাই কথাটা শোনে। কিন্তু তার করার কিছুই নেই।

কালিচরণ বলে—ওদের খেতে দিতেও পারছি না রে। নিজেরাও বড় কষ্টে আছি। তবু ওরা ভালো থাকবে। তবে ভূতনাথ পুঁটু সুন্দরীকে দিচ্ছি না ওদের নিয়ে নিজেরাই খেলা দেখাবো।

—বাদামী! ও থাকবে না? প্রশ্ন করে নিমাই।

ঘাড় নাড়ে ওস্তাদ। নিজেদের ঠাঁই নেই। বাদামীর মত সেরা ঘোড়ার জন্য অবশ্য সার্কাস কোম্পানি ভালো দামই দিয়েছে।

নিমাইরা চলে যাবে।

কালই সেই সার্কাস কোম্পানি তাদের কয়েকটা ট্রাকে ওদের মালপত্র, জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে যাবে।

নিমাই রোজকার মত আজও এসেছে বাদামীর কাছে। বালতিতে কিছু ভিজে ছোলা, ভূষি মাখানো। ঘোড়াটা মুখ দিয়ে নিমাইকে খোঁচাতে থাকে। গায়ে হাত বোলায় নিমাই। লম্বা কালো কেশরগুলো হাতে ঠেকে।

—খা বাদামী।

বাদামী দেখছে কালো ডাগর চোখ মেলে নিমাইকে। ওর চোখের জল যেন প্রাণীটাকে ব্যাকুল করে তোলে। মালপত্র ট্রাকে তুলছে। বাদামী দেখছে কোথায় যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে সব।

খায় না সে!

—বাদামী! আর্তনাদ করে নিমাই।

অন্য সার্কাস পার্টির লোক বাদামীকে ট্রাকে তুলছে। বিকট স্বরে চিৎকার করে বাদামী। ওর পা দুটো বেঁধেছে তবু চাট ছুঁড়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে সে। ওরা ওকে টেনে ট্রাকে তুলে ডালাটা বন্ধ করে দেয় জোর করে।

—ওস্তাদ! নিমাই আর্তনাদ করে ছুটে যায় ট্রাকের কাছে।

ট্রাকটা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

চিৎকার করছে বাদামী, ছেলেটাও ছুটছে, চিৎকার করে। কিন্তু ট্রাকটা ওর নাগালের বাইরে চলে গেল বাদামীকে নিয়ে!

হু-হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নিমাই।

—ওস্তাদ! ওরা বাদামীকে নিয়ে চলে গেল ওস্তাদ!

সব হারিয়ে গেল তাদের। শূন্য হয়ে গেছে ঠাঁইটা। এককালে এখানে ছিল বিরাট তাঁবু, লোকজন, বাদামী, বাঘ, অন্য জানোয়ার-গুলো। এখন শূন্য রিক্ত মাঠ। একপাশে তাদের এইটুকুন একটা তাঁবু, সেখানে ভুতো কুকুর আর বাঁদর দুটো বসে আছে চুপ করে।

কাঁদছে নিমাই—ওস্তাদ! সব আমাদের চলে গেল ওস্তাদ!

কালিচরণ ছেলেটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। কি নিঃস্বতার হাহাকারে আজ তারও দু'চোখে জল নামে।

—ওস্তাদ!

কার ডাকে চমক ভাঙ্গে কালিচরণের। খেয়াল হয় তার। বস্তির সেই বৃদ্ধ বটগাছের নীচে বসে আছে সে। কি যেন হারানো অতীতের সমৃদ্ধির কথাই ভাবছিল সে।

আজ সে এসে বানে ভাসা খড়-কুটোর মত ঠেকেছে এই নোংরা বসতিতে!

ময়না এগিয়ে আসে—দেখতে পাওনা মাইরী?

মেয়েটা এসে বসল কালিচরণের গা ঘেঁসে। কালিচরণের চোখে তখনও গোলাবী নেশার ঘোর। ময়না শুধোয়—আজ যাওনি খেলা দেখাতে?

কালিচরণ বলে—শরীরটা ভালো নাই।

নটবরকে দেখা যায় ছেঁড়া জামাটা ঝুলছে বুকে। গজরাচ্ছে সে। তার হারানো বৌ-এর উদ্দেশ্যে চিৎকার।

শালীকো খুন করেঙ্গে।

ময়না হাসির দমকা ছড়িয়ে বলে—তোমার আবার মেজাজ অমনি

বিগড়ায়নি তো। শালার মাগ্ পুষবার মুরোদ নাই—মেজাজ!

চমকে ওঠে কালিচরণ।

ময়নাকে দেখছে সে। ময়না বলে।

—অমন করে দেখছো কি গো। ছাপ্ গিলে ফেলাবে নাকি?

কালিচরণের মনের ঝড়টা কমে আসে, নিজেকে সামলে নিয়ে গলায় বোতলের বাকিটা মদ ঢেলে গুম হয়ে বসলো। ময়না বলে।

—মাল আর খাবে? চলো না।

কালিচরণ বলে—নারে। শরীর ভালো নাই। ছেলেটা এখনও ফিরলো না।

নিমাই সেই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না।

সে ওস্তাদের সঙ্গে সব হারিয়ে এই বসতিতে এসেছে ক'দিনের জন্য।

এখানে-ওখানে খেলা দেখিয়ে কিছু রোজকার করতে হয় তাকে। শরীরটা ভালো নেই ওস্তাদের।

তাই নিমাই একাই বের হয়েছে খেলা দেখাতে ওই কুকুর আর বাঁদর দুটোকে নিয়ে।

রোদও বেড়ে ওঠে। এর মধ্যে কোন গাছের ছায়ায় নিমাই খেলার আসর দু' একটা সেরে চলেছে অন্যদিকে। রোদে কষ্ট হয়, খাবারও তেমন পায় না। তবু এই পরিক্রমার বিরাম নেই।

এই চরম দুর্ভাগ্যকেও সহজে মেনে নিয়েছে ওরা।

কিন্তু নিমাই ভোলেনি সেই মেয়েটির কথা। মা ছিল তার এক-কালে। তারপর আর দেখেনি তাকে। কিন্তু সেই একজনের জন্যই তাদের এই দুর্ভোগ। ওস্তাদও বদলে গেছে সেই মেয়েটির জন্যই, তার এত বড় অপরাধকে সে ক্ষমা করতে পারেনি।

আজ নিমাইকেও চেনা যায় না।

উস্কোখুস্কো চুল, পরনে ময়লা জামাপ্যান্ট। বাঁদর আর কুকুরের খেলার সঙ্গে নিজের দু' একটা খেলা দেখিয়ে কিছু রোজগার করে।

ওস্তাদের চেহারায় সেই জেল্লা আর নেই। রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে বেটোর মাতাল হয়ে পড়ে। সামলাতে হয় তাকেই।

ফিরছে ডেরার দিকে নিমাই খেলা দেখানোর পর।

রোদ তেতে উঠেছে। দূরে দেখা যায় রেল-লাইনটা। এ সময় বাদুড় ঝোলা হয়ে লোকজন কলকাতার দিকে যায়। নিমাই খালের ধারে ওদের টানা বস্তির মধ্যে এসে ঢুকলো।

তার বয়সী দু'চারটে ছেলে এখানে ওখানে গুলি খেলছে।

নিমাই দেখেছে, গুলি খেলাটা ওদের জুয়ো খেলারই একটা ধরণ। ওই গুলির উপরই হিসেব করে ওরা পয়সার লেনদেন করে।

ওদের দু' একজনকে চেনে নিমাই।

গালকাটা গোবিন্দ ডাকে—কিরে, খেলবি ?

নিমাই ঘাড় নাড়ে—না। জুয়ো খেল তোমরা ?

—সাধু রে ! অ্যাঁ !

এগিয়ে আসে গোবিন্দ। গোবিন্দর মুখচোখে ফুটে ওঠে একটা ক্রূরতা।

ছেলেটা বেশ মোটা সোটাই। ওর অনুচর ক'জনও জানে, গোবিন্দ এবার এই ছেলেটাকে নিয়েই একটা কাণ্ড বাধাবে। হাত পা দুই সমান চলে গোবিন্দর। আর ইদানীং কোমরে একটা চাকুও রাখে। ওই গায়ের জোরেই গোবিন্দ এখন এদের দলের নেতা হয়ে গেছে।

ছেলেগুলোকে নিয়ে মাঝে মাঝে ইস্টিশানের বাজারেও যায়। এটা সেটা চুরিচামারি করে আনে ওরা। গোবিন্দকে তার সিংহভাগ দিতে হয়। না দিলে মেরে জখম করে দেবে। এই ভয়ে ছেলেগুলো বাধ্য হয়ে গোবিন্দকে মেনে চলে।

—কিরে ?

এগিয়ে আসে গোবিন্দ। নিমাইয়ের সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—বের কর পয়সা। মাদাড়িকা খেল দেখিয়ে বেশ তো

কামাই করিস।

নিমাই দেখছে ছেলেটাকে।

আজ সে গুলতিটাও আনেনি। তবু সাহসে ভর করে বলে নিমাই—পথ ছাড়ো।

গোবিন্দ খপ করে ওর ঝুলিটাই ধরেছে—শালা। পয়সা নাই, ওদিকে কলা, পেয়ারা, কপি কেনা হচ্ছে। দে বে।

নিমাইয়ের হাত থেকে ঝুলিটা কেড়ে নিতে যাবে গোবিন্দ, পুঁটু, সুন্দরী দুজনেই ওগুলো সংগ্রহ করেছে। ওদেরও নজর ছিল ঝুলিটার দিকে।

নিমাইয়ের হাত থেকে তাদের সংগৃহীত দ্রব্য বেহাত হতে চলেছে, এটা তারা বুঝতে পেরেই কাণ্ডটা বাধিয়ে বসে। পুঁটু সটান গবার পিঠে উঠেছে ওর লম্বা চুলগুলো দু'হাতে ধরে টানতে থাকে আর সুন্দরী ওর পরনের প্যাণ্টটা ধরে বেইজ্জত করার মত ভঙ্গীতে সেটাকে টানছে, কোমর থেকে খুলে পড়েছে প্যাণ্টটা।

ওই সমবেত আক্রমণের সময় ভূতনাথেরও করণীয় কিছু আছে। ছেলেটার মতিগতি ভালো বোঝে নি সে, বিকট একটা আওয়াজ করে কুকুরটা সামনের দুই পা গোবিন্দর বুকে তুলে দিয়েছে সে।

গোবিন্দ এমন ধরনের আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না। যাবারও পথ নেই। ছেলেগুলো হাসছে নিমাইও এবার তার বাহিনীকে নিরস্ত্র করে।

তখন গোবিন্দর চুল এলোমেলো, গালে বাঁদরের বেশ একটা চড়ও বসেছে। সুন্দরী তাকে বেইজ্জত করে ফেলেছে, প্যাণ্ট তখন খসে পড়েছে। বাকিটা ভূতো শেষ করেছে।

দুই ধমকে তাকে তফাতে সরিয়ে দিয়ে গজরাচ্ছে।

নিমাই বলে—চল ভূতনাথ, পুঁটু—

পালা শেষ। ওরা নিপাট ভালো মানুষের মত আবার চলেছে।

গোবিন্দ গজরায়—দেখে নেব শালাকে।

কিন্তু বেশ বুঝেছে সে, ওকে দেখা খুব সোজা হবে না। ছেলেগুলো এবার এসে জোটে। ততক্ষণে তাদের জুয়ো-খেলাও বন্ধ হয়ে গেছে।

রোদে তেতে পুড়ে ফিরছে নিমাই। বসতির ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো।

ওস্তাদ উনুনে কি রাঁধছে। পাশে বসে মেয়েটা চা খাচ্ছে আর হেসে হেসে কি কথা বলছে। ওই মেয়েদের দেখতে পারে না নিমাই। তার কিশোর মনে মেয়েদের একটা ছবিই ফুটে আছে, সেটা আতঙ্কের ছবি। একটা রূপকেই চেনে সে—সেটা ধ্বংসের। তার মাকে মনে পড়ে।

এদের জীবনের সব সুখের দিনগুলো হারিয়ে গেছে একটি মেয়ের জন্যই। আজ তাদেরই একজনকে আবার ওস্তাদের কাছে এসে হেসে গড়িয়ে পড়তে দেখে মনে মনে রেগে ওঠে নিমাই।

কালিচরণ ঝুলি থেকে ওইসব আনাজপত্র দেখে বলে।

—আবার বেরিয়েছিলি আজ? বলেছি না ওদের দিয়ে ওসব করাবি না?

সুন্দরী পুঁটু ততক্ষণে সংগৃহীত পেয়ারা চিবোচ্ছে মন দিয়ে। নিমাই জবাব দিল না।

ময়না বলে—ভালো শিক্ষে দিয়েছো ওস্তাদ। চুরি করতে করতে দেখছি মন চুরিই না করো গো!

নিমাই বলে ওঠে—আমরা যদি চোর তবে তোমরা ডাকাত। মানুষের সব কিছু কেড়ে নাও। ইখানে কেন এসেছো না হলে?

কালিচরণ ছেলেটার রাগের কারণটা বুঝতে পারে না। ময়নাও কথাটা সহজ-ভাবেই নিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—ওস্তাদ, তোমার শাগরেদ তো বেশ চাটিম চাটিম বুলি ছাড়েগো। খেলা দেখাতে গে নানা বোলচাল ঝেড়ে তৈরী হয়েছে বাবু।

বলে কালিচরণ—তাই দেখছি। নে নিমে, চান-টান করে নে।

রান্না হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে বের হতে হবে।

মুখ বুজে পথে চলেছে নিমাই।

খেলা দেখাতে বের হয়েছে তারা বারাসাতের দিকে। কোর্টের সামনে পুরানো ছায়াঘন শিরীষ গাছ, ওদিকে একটা ঝিলে জলরেখা দেখা যায়। আজ কালিচরণ বেশ জমিয়ে খেলা শুরু করেছে। দু' একটা নতুন আইটেমও দেখায়।

পয়সাও বেশ উঠেছে। এক আসর তুলে আবার চাঁপাডালির মোড়ে এসে নতুন আসর পাতলো। লোকজন জমে গেছে, ভূতনাথ কুকুরটাও বেশ মন দিয়ে খেলাগুলো দেখায়।

পয়সা কুড়োচ্ছে নিমাই।

বেশ কিছু টাকা উঠেছে।

কয়েকদিন এখন চলে যাবে তাদের। রোজকার সবদিন সমান হয় না। তাই একদিন দমকা ভালো আমদানী হলে কিছু বাঁচিয়ে রাখে নিমাই।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। ওরা ফিরছে এবার ডেরার দিকে। কালিচরণ লক্ষ্য করেছে, নিমাই কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে।

—কী হয়েছে রে নিমে? চুপচাপ আছিস?

নিমাই ভাবছিল সেই মেয়েটার কথা। আবার কি গোলমাল হবে কে জানে? ময়নাকে দেখেছে নিমাই পথেঘাটে অনেক বাজে লোকের সঙ্গে মিশতে। হাসাহাসি করতে।

তাকে ওস্তাদের সঙ্গে মিশতে দেখে মনে মনে চটে উঠেছে নিমাই।

কিন্তু সেই কথাটা জানাতে পারে না সে। ওস্তাদের কথায় বলে নিমাই—না কি আর হবে?

দু'জনে ফিরছে। গাছ-গাছালির ঘেরা বাগান জমিগুলোতে এখন দেদার বাড়ি উঠেছে। ওদিকে তাদের বস্তিটা ধোঁয়ার আঁধারে ডুবে আছে। দু-একটা বাতি জ্বলছে রাস্তায়।

—দাঁড়া।

নিমাইকে দাঁড়াতে বলে ওস্তাদ এগিয়ে যায় ওপাশের লম্ফজ্বলা একটা ঝুপড়ির দিকে। দেখতে ওটা পানের দোকান। কিন্তু পিছনে বিক্রি হয় চোরাই মদের বোতল।

কালিচরণ আজ খুশীই হয়েছে।

শীতের রাত। ময়নার হাসি, তার কথাগুলো কালিচরণের শূন্য মনে সুর তুলেছে। আজ ওকে মাল খাওয়াবে বলেছে কালিচরণ।

কালিচরণ বোতলটা ঝোলায় পুরে বলে—চল। আজ রান্না করতে হবে না। পথের ধারে পাঁইজীর দোকান থেকে রুটি আর তড়কা কিনে নিবি। পেঁয়াজ আর লঙ্কার আচার একটুন বেশী করে নিবি কিন্তু।

ক'টা টাকা বের করে দেয়। সুন্দরী পুঁটু ভূতোও আছে। ওদের খাবার কিছু নিতে হবে।

কালিচরণ বলে—তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়গে। ওদের খেতে দিবি। আমি বাইরে খেয়ে নোব। তুই যা।

নিমাই দেখেছে বোতল দুটোকে। আজ ঘরে ফেরে না কালিচরণ, নিমাইকে ঘরে পাঠিয়ে সে ময়নার ওদিককার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

—ময়না!

ময়না যেন ওর পথ চেয়েই ছিল। ওর ডাক শুনে দরজা খুলে এগিয়ে আসে। অবাক হয় সে।

—অমা, ওস্তাদ যে গো! এসো, এসো। হিমে দাঁইড়ে রইলে যে বাইরে?

ঘরের উষ্ণতার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো কালিচরণ। ঝুলি থেকে মদের বোতল আর শুকনো ঘুঘ্‌নির মোড়কটা বের করে বলে—বড় মুখ করে বললে তাই মাল নিয়ে এলাম!

—সে কি গো! ময়না খুশী হয়েছে।

ইদানীং মালটা ধরেছে কালিচরণ।

অতীতের সব কিছুই তার জীবনে মিথ্যা হয়ে গেছে।

প্রথম প্রথম সব হারিয়ে এই পথের জীবনে নেমে কালিচরণ দিশাহারা হয়ে গেছল। একেবারে অভ্যস্ত নয় এই নিঃস্ব জীবনে। অতীতের সেই সমৃদ্ধি তাকে বেদনাই দিয়েছে। মনে হয়েছে সে একা। সবকিছু থেকে নির্বাসিত একটি জীব। এই সমাজ এই ছন্নছাড়ার জীবনকে মেনে নিতে পারেনি। আর দুঃখই বেড়েছে কালিচরণের।

ক্রমশঃ দেখেছে ভবিষ্যৎ তার কিছু নেই। যেখান থেকে এসেছিল, সেই সমাজে ফিরে যাবার পথ আর নেই। সেদিন বাধ্য হয়েই এই জীবনকে মেনে নিয়েছে, এদের সঙ্গে মিশে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে নতুন করে কালিচরণ।

ময়না বলে—তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে ওস্তাদ, দাগা খাওয়া লোক তুমি গো!

হাসে কালিচরণ। মদের নেশা ধীরে ধীরে তাকে পেয়ে বসেছে। সারা মনে মিষ্টি কি স্বপ্নের আবেশ। ময়নাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে ওস্তাদ—তুমি আবার মড়ার ওপর খাঁড়ায় ঘা দিও না মাইরী।

ময়নার নেশা লাগা উত্তপ্ত দেহের ছোঁয়ায় কালিচরণের উপোসী বঞ্চিত মন কি সান্ত্বনা খোঁজে! ময়না ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মদের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়—নাও, ওস্তাদ! না খেয়েই যে নেশা হয়ে গেল তোমার।

কালিচরণ মদটা গিলতে থাকে।

হাসছে ময়না। পুরুষগুলোকে এমনি বেবশ দেখে তাদের নাচিয়ে যেন কি তৃপ্তি পায় ময়না। দেখেছে দাসু মস্তানকে। তার হাঁকডাকে পাড়া কাঁপে, এ হেন দাসুও তার ঘরে এসে গলে জল হয়ে যায়। দেখেছে গুপীনাথ সাঁপুইকে। এত বড় মহাজন লোকের সর্বস্ব লুটেছে। সেই লোকটা দু'ঢোক মদ গিলে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে

কাঁদে—তোকে নালে বাঁচবো না মাইরী।

ময়না দেখছে কালিচরণ ওস্তাদ-কেও।

বলিষ্ঠ একটা মানুষ, শিশুর মত অসহায় কণ্ঠে আবেদন জানায়।

—তুই আয় ময়না। তোকে নিয়ে ঘর পাতবো। আমি শ্লা চ্যাম্পিয়ন ওস্তাদ।

ঘুমোয়নি নিমাই। রাত হয়ে গেছে। এখনও ফেরেনি ওস্তাদ। মনটা ভালো নেই নিমাইয়ের। কে জানে আবার কোন্ বিপদে জড়াচ্ছে ওস্তাদ। একবার সব হারিয়ে গেছে, তবু দু'জনে কোনমতে বেঁচে আছে। ছেলেটা বের হয়েছে বাইরে ওস্তাদের খোঁজে।

ঘুম ঢাকা বস্তি। কোথায় দূরে কার চাপা কান্নার শব্দ ওঠে। একটা পাখি ডেকে থেমে গেল।

নিমাই চলেছে ময়নার ঘরের ওদিকে। জায়গায় জায়গায় থমথম করছে অন্ধকার। একটা বটগাছ গজিয়েছিল অতীতে, এখন তার ডালগুলো ঠাঁইটাকে অন্ধকারে ভরে তুলেছে। ওদিকের ঘর থেকে ওস্তাদের জড়ানো কণ্ঠের কথাগুলো শোনা যায়। ওস্তাদ বেঘোর মাতাল হয়ে গেছে। হাসছে ময়না।

নিমাইয়ের সারা দেহমন জ্বলে ওঠে। মেয়েটাই খচ্চর।

ওই খচ্চর মেয়েদের চেনে নিমাই। মনে হয় দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ওস্তাদকে তুলে আনবে তার কাছ থেকে।

দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়। মনে হয় ওস্তাদই আসছে, অপেক্ষা করে থাকে সে।

ময়না জানে, এবার রাত গভীরে আসবে দাসু মস্তান। তার আসার আগেই ওস্তাদকে দেখে একটু মদ্যপান করেছে। এবার লোকটাকে তাড়ানো দরকার। উঠছে না কালিচরণ। ওঠবার শক্তি তার নেই।

ময়না বলে—যাবে না?

কালিচরণ জেদ ধরে—না। তোর এখানেই পড়ে থাকবো রাতভোর। ময়না—যেতে চাই না রে!

ময়না ক্রমশঃ চটে ওঠে। গর্জাচ্ছে সে—যাও বলছি। নাহলে তুলে বাইরে ফেলে দেব।

ময়না সেই বেঘোর মাতালটাকেই টেনে বের করে দিয়ে দাম্ভ মস্তানের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে চায়। ওকে চটিয়ে এখানে থাকা যাবে না।

টেনে এনেছে ময়না মাতাল কালিচরণকে।

কালিচরণও আসবে না। ময়না গর্জাচ্ছে—বেরোও—বেরোও বলছি ঘাটের মড়া।

এবার ময়নার সেই প্রেমিকা রূপ ঘুচে গেছে, এখন মেয়েটা বদলে গেছে।

ওই শীতের রাতে ওস্তাদকে সে তাড়িয়ে দিতে চায় জোর করে। খিস্তী করছে মেয়েটা।

ময়না কোনরকমে টেনে এনে এবার দরজার বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দেয় কালিচরণের জ্ঞানহীন দেহটা, আছড়ে পড়ে বাইরে—রক থেকে গড়িয়ে নীচে পড়েছে।

গর্জাচ্ছে ময়না—শখ কত! বলদ কোথাকার? মুখে লাথি মারবো।

হঠাৎ এমনি সময়ে কপালে এসে লেগেছে একটা দারুণ আঘাত, কেটে গেছে কপালটা। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ছে।

নিমাই বটগাছের আড়াল থেকে ব্যাপারটা দেখছিল। মেয়েটা যে হাড় বজ্জাত তা বুঝেছে সে। আরও চটে গেছে নিমাই, ওস্তাদকে সে লাথি মেরে ধাক্কা দিয়ে দাওয়া থেকে ফেলে দিয়েছে। সেই মুহূর্তেই নিমাইও গুলতি বের করে মোক্ষম লক্ষ্যভেদ করেছে। ছিটকে পড়ে ময়না ওই গুলতির চোটে।

ভয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

কে জানে কোন গুণ্ডার দলের কেউ বোধহয় দাসু মস্তানের উপর বদলা নিতে এখানে হানা দিয়েছে। তারা ভেবেছে, দাসু তার ঘরের ভিতরেই আছে। একটা দারুণ খুনোখুনিই হয়ে যাবে, এই ভয়ে রক্তাক্ত অবস্থাতেই ময়না ঘরে খিল দিয়ে ফেলেছে।

নিমাই এগিয়ে আসে!

রকের নীচে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে কালিচরণ। সে স্বপ্ন দেখছে, ময়নার নরম বুকে মাথা রেখে কোন্ তৃপ্তির অতলে হারিয়ে গেছে সে!

—ওস্তাদ!

নিমাই ওর ভারী দেহটাকে তোলার চেষ্টা করে। দাওয়ার নীচে নর্দমার মত জমা জলকাদায় ভিজে গেছে তার দেহটা। মুখ-ঠোঁট কেটে গেছে।

—ওস্তাদ!

ওকে টেনে তোলে নিমাই। চকিতের জন্য ডাকটা কানে যায়।

ওস্তাদের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।—তুই!

গর্জে ওঠে কালিচরণ—

তুই এখানে কেন? শ্লা বাপের বিয়ে দেখতে এসেছিস্? ভাগ্, ভাগ্ শুয়োরের বাচ্চা! ভাগ্—এখানে কেন এসেছিস?

আচমকা একটা লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে নিমাই।

গজরাচ্ছে কালিচরণ—আমি ময়নার কাছে যাবো। ময়না—

নিমাই উঠে পড়েছে। টলছে ওস্তাদ, ছিটকে পড়ে কাদায়।

ওকে ধরে তোলে নিমাই। মানুষটা কেমন বদলে গেছে। নিমাই বেদনায় ভয়ে কাঁদছে—ওস্তাদ! ঘরে চলো ওস্তাদ!

—না-না, ভাগ্ বে!

ওকে একটা চড় মেরে বসে কালিচরণ!

নিমাই জেনেছে, কালিচরণকে এবার ময়নাও আঘাত করবে। মানুষটাকে নিয়ে কোনমতে টানতে টানতে ঘরে এনে খাটিয়ায় শুইয়ে ওর জামাটা খুলে মাথায় জল দিতে থাকে।

বিড়বিড় করছে কালিচরণ।

নিমাইয়ের চোখ দিয়ে জল নামে। ওকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে একটা শিশু। নীরব দর্শকের মত চেয়ে আছে ভূতো আর বাঁদর দুটো। রাতের নির্জন অন্ধকারে।

কালিচরণের ঘুম ভাঙ্গে অনেক বেলায়।

বস্তির লোকজন বের হয়ে গেছে যে যার ধান্দায়। কালিচরণ উঠে বসে অনুভব করে তার কপালের ব্যথাটা, কাল রাতের ঘটনাটা কিছু কিছু মনে পড়ে। ময়নার ঘরে ঢুকেছিল বোতল নিয়ে, তারপর কপাল মুখ কেটে গেছে, জামায় জল-কাদা, নর্দমায় কে যেন ফেলে দিয়েছিল তাকে।

চুপ করে বসে আছে নিমাই।

ওর ঠোঁটটা কাটা, কপাল ফুলে রয়েছে, মনে হয় নিমাই তাকেই টেনে এনেছিল নর্দমা থেকে।

লজ্জায় অনুশোচনায় কালিচরণ গুম হয়ে যায়। কাল রাতে একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছিল সে। এমন কাজ আগে কখনও করেনি।

কালিচরণ বলে—খাসনি সকালে?

ঘাড় নাড়ে নিমাই। সকাল থেকে কেন, রাতভোরই জেগে আছে ছেলেটা। তাকে কাল রাতে সে ওই নর্দমা থেকে তুলে এনেছে, তার জন্য মারধোরও খেয়েছে, তার চিহ্ন রয়ে গেছে ছেলেটার মুখে-চোখে।

কালিচরণ বলে—যা, চা বিস্কুট আন। ওগুলোকেও কিছু এনে দে। খেতে হবেতো।

জামার পকেটে ব্যাগ খুঁজতে গিয়ে চমকে ওঠে!

ওই ব্যাগসমেত ঢুকেছিল ময়নার ঘরে, ব্যাগেই ছিল তার যা কিছু সম্বল, গোটা আশি টাকা। সবকিছু গায়েব হয়ে গেছে। ব্যাগটা নেই, আর সেটা কে নিয়েছে তাও বুঝেছে কালিচরণ। ওই মেয়েটা তার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে মাতাল করে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিল।

নিমাই দেখছে ওস্তাদকে।

হঠাৎ কালিচরণের মুখচোখের চেহারা বদলে যেতে দেখে একটু অবাক হয়ে শুধোয় নিমাই—কি হয়েছে ওস্তাদ!

কালিচরণ বলে—ব্যাগটা নাই।

—সে কি! গেল কোথায়?

কালিচরণ বলে—সব গায়েব হয়ে গেছে রে! কানাকড়িও নাই!

—তাহলে?

অর্থাৎ উপবাসই দিতে হবে তাদের। আজ গায়ে মাথায় অসহ্য বেদনা। জ্বর-জ্বর ভাব করছে। খেলা দেখাবার মত দৈহিক অবস্থাও নেই কালিচরণের।

নিমাইয়ের নিজস্ব কিছু সঞ্চয় থাকে।

খেলা দেখিয়ে যা পায় তার থেকে সে কিছু সরিয়ে রাখে।

নিমাই বলে—ও নিয়ে ভাবতে হবে না ওস্তাদ। আমার কিছু আছে। চা বিস্কুট নিয়ে এসে ভাতে ভাত রেঁধে নেব আজ আর বের হয়ো না। যা পারি আমিই খেলা দেখিয়ে আনবো। কোথাও যাবে না ওস্তাদ, ঘরে শুয়ে থাকো।

হাসলো কালিচরণ।

ছেলেটা চা বিস্কুট খাইয়ে রান্নাও সারছে। জীবন একদিকে বড় কঠিন, নির্মম। সব কেড়ে নেয়। কিন্তু অন্যদিকে মানুষকে দেয় সেই কঠিন আঘাত, সহ্য করার শক্তিও। সেই দুঃখকেও সে মেনে নিয়ে তবু বাঁচার চেষ্টা করে।

নিমাইও অপটু হাতেই বেশ কায়দা করে রাঁধছে!

বকে চলেছে সে—ওস্তাদ। এখান থেকে চলো অন্য কোথাও। এখানে খেলা অনেকেই দেখেছে। নতুন কোথাও গেলে টাটকা আসর পাবো!

কথাটা কালিচরণও ভাবে।

তবু একটা আশায় রয়েছে সে। শহরের ধারকাছ, শীতের মরশুমে

এখানে নামী সর্কাসের দল আসার কথা। দেওয়ালে এখানে ওখানে সেই সার্কাস দলের আসার খবরও ছাপানো পোস্টারে জানানো হয়েছে।

যদি সেখানে কোন কাজ পায় সেই চেষ্টাই করবে। তাই কয়েক-দিন আরও থাকতে হবে তাকে না হলে এখানে কোন আকর্ষণই তার নেই।

নিমাই বলে চলেছে—ভালো দলে কাজ নেবা বলছিলে? সব খেলা ভুলে যাচ্ছি ওস্তাদ!

কালিচরণের দেহেও যেন মরচে পড়ছে। কিন্তু কাজের সন্ধান সেও পায়নি।

হতাশার অতলেই তলিয়ে যাচ্ছে তারা দুজনে।

—হ্যাঁরে নিমে। কাল মদ খেয়ে তোকে খুব মেরেছি না?

নিমাই চাইল ওর দিকে। ওস্তাদের দু'চোখে অনুশোচনার আভা। কালিচরণ ওকে কাছে টেনে নিয়ে মুখে গায়ে হাত বোলাতে থাকে। ওই হাতের নীরব ভাষাতে ফুটে উঠেছে ব্যর্থ পিতৃহৃদয়ের চরম গ্লানি, নীরব ভালোবাসা।

সোচ্চারে তার ভালোবাসা-স্নেহ জানানোর কোন যোগ্যতা নেই। কিছুই দিতে পারেনি কালিচরণ তার সন্তানকে। দিয়েছে শুধু আঘাত-অভাব আর হতাশাই। সেই অক্ষমতাই কি বেদনা নিয়ে ফুটে ওঠে ওই নীরব নিবিড় স্পর্শে।

নিমাই বলে—আমার লাগে নি ওস্তাদ। কিছু লাগে নি।

একা বের হয়েছে আজ নিমাই, ভূতো আর পুঁটু সুন্দরীদের নিয়ে নিজেই দুচারটে খেলা দেখায়। ছোট্ট একটা ছেলে পাকা খেলোয়াড়ের মতই খেলা দেখাচ্ছে। বেশ কিছু লোকও জুটে যায়। পাড়ার বাচ্চা-কাচ্চারাও ভিড় করেছে।

নিমাই পয়সা কুড়িয়ে চলেছে। বিরাট এই পৃথিবীতে যেন সে একা।

ফিরছে বস্তির দিকে। রোজগারও মন্দ হয়নি।

ওদিকের মাঠের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো, পুকুরের ধারে বিরাট খেলার মাঠে ক'দিন আগে ছেলেদের খেলতে দেখেছে। সাদা ফুল-প্যাণ্ট জামা পরে বড় বড় ছেলেরা ক্রিকেট খেলতো দুপুরে, ওদের খাবার ভাবনা নেই। নিমাই মনে মনে ওদের হিংসা করতো--হাসি হুল্লোড় করে ওরা আনন্দ করে।

আজ সেই মাঠে উঠছে বিরাট তাঁবু আশপাশ ঘিরছে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে, কোলাপসিবল গেটও লাগানো হচ্ছে। চারিপাশে ছেলেদের ভিড় জমেছে। রঙিন পতাকাগুলো পুঁতছে, হাওয়ায় উড়ছে সেগুলো পতপত করে।

এই জীবনকে চেনে নিমাই। অনেক দিন কেটেছে এই পরিবেশে। আজ সব হারিয়ে তারা পথে পথে এমনি খেলা দেখিয়ে ফিরছে। এগিয়ে যায় নিমাই ওই তাঁবুগুলোর দিকে। সঙ্গে রয়েছে ভূতনাথ আর পুঁটু সুন্দরীও

লোকজন অনেক জমেছে। হঠাৎ কি একটা খেয়াল বশেই নিমাই এইখানেই তার খেলার আসর বসিয়েছে। চিৎকার করে সে—কাম্ বয়েজ, লেট আস্ হ্যাভ ফান্! ভূতনাথ স্যালুট দেম।

ভূতনাথও সামনের দু'পা তুলে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে নমস্কার করার ভঙ্গীতে সামনের পা দুটো কপালে ঠেকিয়ে এক একটা আওয়াজ দিয়ে নমস্কার করে চলেছে তার পিছনে পুঁটু আর সুন্দরী। তারাও দিব্যি মানুষের মতই যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে চলেছে।

নিমাই আজ ইংরেজিতেই খেলা দেখিয়ে চলেছে। তার মনে পড়ে এর আগে তাদের সার্কাসে সে ওদের নিয়ে রীতিমত প্যাণ্ট-কোট পরে ওস্তাদের শেখানো চোস্ত ইংরাজি বুলি দিয়ে খেলা দেখাতো।

—ফাউণ্ড আউট দ্যা হ্যাণ্ডকারচিফ থিপ্, ভূতনাথ। হ্যারি আপ, রুমালটা তার আগে ওকে শুঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর কোন একজন দর্শকের হাতে দিয়ে তাকে লুকিয়ে রাখতে বলেছে নিমাই।

ভূতনাথ এ ব্যাপারে খুবই পারদর্শী। বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে ভিড়ের মধ্য থেকে রুমালটা ঠিক বের করে।

—কাম অন সুন্দরী শো দেম সাম টুইস্ট।

পুঁটু আর সুন্দরী তখন টুইস্ট নাচ লাগিয়েছে। হাসছে দর্শকরা।

মিঃ দর্শন এই সার্কাস পার্টির ম্যানেজার। কাজের লোক।

এখানের তাঁবুর কাজ শেষ করে সে তাড়াতাড়ি শো আরম্ভ করতে চায়। বিরাট সার্কাস। নানারকম প্রাণী আছে তাদের। অনেক খেলাও দেখায়। সব মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার কিন্তু তাঁবুর ওদিকে ওই ভিড় দেখে এগিয়ে যায় মিঃ দর্শন। তার লোকরাও কাজ বন্ধ করে ভিড় করেছে সেখানে। হাততালি দিয়ে কাকে চিয়ার-আপ্ করছে।

—হেয়াটস গোয়িং? দর্শনকে দেখে ওরা একটু পথ করে দেয়।

মিঃ দর্শন দেখছে নিমাইকে।

সুন্দর ছেলেটা ওই কুকুর আর বাঁদর দুটোকে নিয়ে অপূর্ব খেলা দেখাচ্ছে। আর তার বাচনভংগীও দুরন্ত। এক একটা খেলাকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করে চলেছে।

তার এত বড় সার্কাসে অনেক খেলোয়াড়ই আছে, কিন্তু এরকম একটা ছোট্ট ছেলেকে দিয়ে এমনি কুকুর-বাঁদরের খেলার আইটেম নেই। এ খেলা ছেলে-মহলে খুবই সাড়া জাগাবে।

এর মধ্যে মিঃ দর্শনকে দেখেছে নিমাই। ওর দামী পোষাকে ভারিক্কী চেহারা দেখে সে মাথা ঝুঁকিয়ে নত করেছে, তার দেখাদেখি কুকুর, বাঁদরগুলো যুক্ত করে নমস্কার জানায় তাকে।

—কাম অন্ ভূতো, শো সাম সেন্স অব ইয়োর মেথামিটিক্স্।

হিয়ার ইজ ওয়ান, থ্রি, ফাইভ, অ্যাণ্ড গুড্। কুইক ভূতো।

বেশ মনোযোগী ছাত্রের মত গুনে গুনে ন'বার ভারিক্কী গলায় আওয়াজ দিয়ে যোগফলটা জানিয়ে দিল। —ইউ বয়! কাম হিয়ার!

খেলা শেষ করে নিমাই সংগৃহীত টাকাপয়সা নিয়ে ফিরছে, হঠাৎ কার ডাকে চাইল। সার্কাসের তাঁবুর কাজ তদারক করছিল মোটা কালোমত একটা লোক। দামী প্যান্ট কোটপরা, সেও এসেছিল নিমাই-এর খেলার আসরে। খেলাও দেখছে তার। অনেকেই দেখে। কিন্তু তার খেলা দেখে তিনি ডাকবেন এটা ভাবেনি নিমাই। ভদ্রলোক ওকে ডাকছে, ইধার আও।

দাঁড়ালো নিমাই। লোকটা বলে—চলো হামারা সাথ। বড় সাহাব তুমকো বোলায়া।

এগিয়ে চলেছে, নিমাই দুরুদুরু বুকে ওই তাঁবুর দিকে।

কোন অন্যায়ই সে করেনি। তবু কেমন ভয় ভয় করে। ভিতরে বিরাট তাঁবুটা টাঙ্গানো হয়েছে। চারিদিকে উঠে গেছে গ্যালারি। মাঝখানে রিং তৈরি হচ্ছে। তাঁবুর উপরে ট্রাপিজ, বার-গুলো টাঙ্গানো হচ্ছে।

ওপাশে জানোয়ারগুলোর খাঁচা।

বাতাসে ওদের দেহের গন্ধ ভেসে আসে। হাতি দুটো চোখ বুজে রোদ পোহাচ্ছে। এগিয়ে চলেছে নিমাই। একটা তাঁবুর মধ্যে অফিস। সেখানে এনে ওকে হাজির করেছে।

নিমাই চিনেছে চেয়ারে বসা লোকটাকে।

তার খেলার আসরে ওকে দেখেছিল, নিমাই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে।

—স্যার, আমি কিছু করিনি। ওরা ধরে আনলে শুধু শুধু।

মিঃ দর্শনই ওর খেলা দেখে সরে এসে তার লোককে বলেছিল ছেলেটাকে ডেকে আনতে। মিঃ দর্শন বলে।

—নো ফিয়ার। ডরো মৎ! বসো ইউ বয়। চা পিয়েগা?

চা কেক এসেছে। খিদে লেগেছিল নিমাইয়ের। চা কেক দেখে খুশী হয়। হঠাৎ কি ভেবে চা খেতে পারে না।

মিঃ দর্শন দেখছে ওকে—কি হয়েছে বয়?

নিমাই তার সহচর ভুতো আর বাঁদরদের দেখিয়ে বলে।

—ওরা কিছু খায়নি সাহেব। ওদের না দিয়ে কি করে খাবো! ওসব বরং থাক!

—নো-নো! কুছ লে আও?

মিঃ দর্শন তার লোককে হুকুম করে দেখছে ছেলেটাকে। মিঃ দর্শন এতদিন সার্কাস চালাচ্ছে। সার্কাসের জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে ঘর করে সে। আজ ছোট্ট ওই ছেলেটার ও তার সহচর জানোয়ারদের জন্য মমতাবোধটুকু তার নজর কেড়েছে। এই আত্মীয়তা না গড়ে উঠলে অবলা প্রাণীদের দিয়ে খেলা দেখানো যায় না।

কলা, দু' এক টুকরো মাংস এসে গেছে। [illegible]নাথ পুঁটু কোম্পানীও জলযোগ সারছে।

মিঃ দর্শন বলে—তুমি দলে আসবে বয়! তোমার এই টিম, ওই কুকুর বাঁদরদের দিয়ে খেলা দেখাবে।

নিমাই অবাক হয়।

দর্শন বলে—এখানেই থাকবে আলাদা তাঁবুতে ওদের নিয়ে, ওদেরও খাবার দেবে কোম্পানী। তোমাকেও ভালো মাইনে দেবে।

এতটা আশা করেনি নিমাই। এইবড় সার্কাসে সে আবার সেজেগুজে খেলা দেখাতে পারবে। ভূতো-পুঁটুরাও আরামে থাকবে এখানে।

কিন্তু মনে হয় আর একজনের কথা। ওস্তাদের ঠাঁই থাকবে না হয়তো এখানে।

কিন্তু নিমাই বিশ্বাস করে, ওস্তাদ এখনও চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার। রিং-এ সবরকম খেলা দেখাতে তার মত প্লেয়ার মেলা ভার। তাকে ছেড়ে আসতে পারবে না সে।

—কি ভাবছো বয়? আর কে আছে তোমার?

মিঃ দর্শনের কথায় বলে নিমাই—ওস্তাদ আছে। তাকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু বলতে পারবো না স্যার।

—ওস্তাদ!

নিমাই বলে—খুব বড়, চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার, সাহেব। তোমাদের এখানে তাকে নেবে না? দারুণ খেলা দেখায়।

ঘাড় নাড়ে মিঃ দর্শন। তার দলে প্লেয়ারের ভাবনা নেই। কিন্তু ছোট খেলোয়াড়ের অভাব বেশি। মিঃ দর্শন বলে।

—তার জন্য কিছু করা যাবে না বয়। তুমি আসতে চাও, চলে এসো। আই পে গুড স্যালারি।

হতাশ হয় নিমাই।

ওস্তাদের ঠাঁই যেখানে হবে না, সেও থাকবে না সেখানে। এই জীবনে তার ওই লোকটা ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না সে।

সার্কাসে কাজের কোন মোহ তার নেই। ওস্তাদকে ফেলে সে কোথাও যাবে না। তবু বলে সে—দেখি সাহেব, ওস্তাদ কি বলে। পরে দেখা করবো।

বের হয়ে আসছে নিমাই।

মিঃ দর্শনের তাঁবুতে এসে ঢুকলো একটি মেয়ে। হাতকাটা জামা, ফর্সা, কাঁধে পড়েছে বব করা চুল। সেও নিমাইয়ের দিকে চাইল।

কলকণ্ঠে বলে উঠে—ইওর নিউ রিক্রুট, দর্শন? ইউ বয়, ফ্রম দি রোড—

দাঁড়ালো নিমাই।

বলে সে—এখনও চাকরি নিইনি।

দর্শন বলে—ডোণ্ট চেজ হিম জুলি। ওকে জ্বালিয়ো না।

হাসছে মেয়েটা। নিমাই দেখছে ওকে। ওই মেয়েদের যেন সহ্য করতে পারে না সে।

এগিয়ে আসছে নিমাই।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। জুলি ঘোড়ার খেলা দেখায়—ওপাশে নতুন ঘোড়াটাকে ট্রেনিং দিচ্ছে। জুলি বলে—দর্শন! ওই ঘোড়া বহুৎ বদমাশ আছে। কোই ট্রেনিং নেহি মানতা।

নতুন কিনেছে ঘোড়াটাকে ওরা কোন অন্য দল থেকে।

সুন্দর বাদামী রং, তেমনি কালো কেশর। দেখতেও সুন্দর আর তেমনি তেজী।

কিন্তু এমন সুন্দর ঘোড়াটাকে তারা কায়দা করতে পারেনি। একেবারে বেপরোয়া ঘোড়া, কিছুতেই বাঘ মানছে না হিংস্র হয়ে ওঠে।

জুলি ব্রিচেস পরে দু' একবার চেষ্টা করেছে চাপতে, কিন্তু দু' পা সামনে তুলে এইসা পিঠ ঝাড়া দেয় যে জিনে বসে থাকা যায় না।

জুলি চিৎকার করছে—আই শ্যাল কিল ইউ ব্যাস্টার্ড, সন অফ আ বীচ! দি ডেভিল!

মিঃ দর্শনও ভাবনায় পড়েছেন ঘোড়াটাকে নিয়ে। ওকে আজও রিং-এ নামানো যাবে না এখানে।

থমকে দাঁড়িয়েছে নিমাই ঘোড়াটাকে দেখে।

সারা মনে ওর ঝড় ওঠে। অনেক স্মৃতি, অনেক কথা যেন ঝড়ের মত ভেসে আসে। চিৎকার করে ওঠে নিমাই।

—বাদামী! অ্যাই বাদামী!

ঘোড়াটা এতক্ষণ ওদের অত্যাচারে রুখে উঠেছে। ফুলে উঠেছে ওর কেশর। পিছনের দু' পা শূন্যে ছুঁড়ে হটিয়ে দিয়েছে জুলি আর ট্রেনারকে।

সেই নারমুখো ঘোড়াটা হঠাৎ কান খাড়া করে স্তব্ধ হয়ে কি শুনছে?

—বাদামী! তুই এখানে?

নিমাই বেড়া টপকে এবার দৌড়ে আসে। চিৎকার করে মিঃ দর্শন।

—পাকড়ো। পাকড়ো ইসকো। ঘোড়া জানসে মার দেগা। ইউ বয়।

বাদামীও চিনেছে তাকে।

বাদামী বিকট একটা চিৎকার করে এগিয়ে আসে। এতদিন যেন ওরই সন্ধানে ছিল ঘোড়াটা। নিমাইও ওর মুখটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেয়।

দু'চোখে তার জল নামে—বাদামী!

তেজী ঘোড়াটা ওর আদর খাচ্ছে। সব বেয়াড়াপনা ওর ঘুচে গেছে।

ভূতনাথ, পুঁটু, সুন্দরীও লাফ দিয়ে এসে পড়েছে। বাদামী ওদের চিনেছে। ভূতনাথ সরবে চিৎকার করে—গাঁও-ও!

নিমাই বাদামীর খালি পিঠে বসেছে।

ঘোড়াটা ওকে নিয়েই বেড়ার মধ্যে চার পায়ে ছন্দ তুলেছে। কি খুশির ছন্দ!

নিমাই ওকে আদর করছে।

সারা তাঁবুর লোকজন জুটে গেছে। মিঃ দর্শন অবাক হয়।

অবাক হয়েছে জুলিও। নিজেকে বড় সওয়ারা বলেই জানতো। আজ ওই পথের ছেলেটা তার সব গুমোর ভেঙ্গে দিয়েছে।

জুলি এগিয়ে আসে—স্ট্রেঞ্জ বয়! তুমি ওকে চেনো? কি নাম বললে?

নিমাই জানায়—বাদামী। ওই নামে ডাকবে ওকে। একটু আদর করবে। সব কথা জানে ও। ওই চাবুক দেখাবে না ওকে। খবরদার!

মিঃ দর্শন শুধোয়—বাদামীকে চেনো?

নিমাই বলে—হ্যাঁ সাহেব। এইটুকু থেকে আমি ওর পিঠে চাপছি। আমাদেরই ঘোড়া ওটা।

মিঃ দর্শন ঘোড়ার আগেকার মালিকের নামও জেনেছে আগে। নামকরা লোকই। তাই অবাক হয় মিঃ দর্শন।

—তোমাদের ঘোড়া? কালিচরণবাবুর ঘোড়া ছিল ওটা। দ্যাট অ্যামেচার প্লেয়ার—এ গুড ম্যান।

নিমাই বলে—ওস্তাদ কালিচরণ আমার বাবা। তার কথাই বলছিলাম।

—ইউ বয়! নাউ কাম আউট। ওস্তাদ কোথায়? হোয়ার ইজ হি?

মিঃ দর্শন নতুন করে চিনেছে এবার নিমাইকে। বসে সে।

—তোমার খেলা দেখে তখনই মালুম হয়েছিল, এ গুড ট্রেনিং নাউ কাম অন। ব্রিং ইয়োর ওস্তাদ। বলো মিঃ দর্শন এসেছে টাউনে। তার সঙ্গে ভেট করতে চাই আমি।

ময়না অনেক লোককেই এভাবে আদর করে ঘরে ডেকে এনে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। এভাবেই চালাচ্ছিল সে।

কারণ তার হাতে এ পাড়ার মস্তান দাসু রয়েছে দাসুর ভরসাতেই ময়না লোকজনকে এভাবে ঠকায়, তাদেব সর্বস্ব কেড়ে নেয়, ছলে বলে কৌশলে।

কেউ কিছু বলতে সাহস করে না তাকে। কারণ দাসু এসে তাকেই সিধে করে দেবে। দাসু শুধু এখানের মস্তানই নয়, এই বস্তির জমিদারের পেটোয়া লোক।

এখানের ভোটের ব্যাপারে দাসুর মতামতই চরম এবং পরম কথা। তার নির্দেশে পাঁচ নম্বর আর সাত নম্বর বস্তির ভোট সুড়সুড় করে একই লোকের বাক্সে জমা হয়।

এ হেন ব্যক্তিকে এখানের এম. এল. এ., অন্য নেতারাও খাতির করে। পুলিসও দাসুর কোন অপরাধ দেখেও না দেখার ভান করে থাকে।

কারণ ওকে ধরে রাখার সাধ্য পুলিশের নেই, আর তেমন কোন আইনও নেই। দাদাদের কথা শুনতেই হবে?

এ হেন দাসু দাস ময়নার হাতের লোক। সেই ময়নাকে আজ রাতে কারা জখম করে গেছে। কপালটা ফেটে গেছে।

দাসু রাতে আসতে পারেনি। রাতের অন্ধকারে কোন্ রেল লাইনের সাইডিং-এ তার জরুরী কাজ ছিল। মাঝে মাঝে এমন জরুরী কাজ থাকে। মোটরবাইক নিয়ে বডিতে মাল সাপটে একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়। আসল কাজ করে অন্য ছেলেরা।

কোন বাধা এলে, এ সময় দাসু যে কোন ব্যাক্তির লাশ গ্যারেজ করে দিতে পারে। কাজ ভালোয় ভালোয় চুকে গেছে। নগদ দাম নিয়ে ফিরেছে দাসু।

বেশ একগোছা নোটই রয়েছে পকেটে।

শীতের ভোর। তখনও পূর্ব দিক ফরসা হয়নি। জোছনা রয়েছে। দাসু এই হিমহিম ভোরে এসেছে বাড়িতে।

উঠতে বেলাই হয়ে যায়। সকালে চা খায় একটু পরে। প্রথমে কাল রাতের বোতলের তলানিটুকু গিলে খোঁয়াড়ি ভেঙ্গে তারপর চাঙ্গা হয় সে।

এবার তার ঘাঁটিগুলো পরিদর্শন করতে বের হয়।

তাই ময়না ওকে বাড়িতে খবর পাঠিয়েও পায় না। নেই দাসু। ময়নার সারা মন অভিমানে ভরে ওঠে। কপালটা টনটন করছে। বেশ জব্বর মারই মেরে গেছে ওই ছেলেটা। ময়না দেখেছিল এক মজর ছেলেটাকে। কালিচরণকে বাইরে বের করে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলতির গুলিটা এসে বুলেটের মত বিঁধেছে কপালে।

শরীরও ভালো নেই। বেলা হয়ে গেছে। চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ দাসুকে আসতে দেখে ময়না উঠে গিয়ে তার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়!

ওর এই ধরনের মান-অভিমানের ব্যাপারটা জানে দাসু।

একটা কিছু ঘটেছে ময়নার। দাসু এগিয়ে যায়।

—দরজা খোল ময়না। ময়নার সাড়া নেই। কি অভিমানে চুপ করে আছে সে। দীপু শুধোয়।

—কি হল রে ময়না, দরজা খোল। অ্যাই—শোন।

ময়না এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কান্না-ভিজে স্বরে বলে সে।

—কাউকে দরকার নাই আমার। এমনি করে কুকুর শ্যালে লাথি মেরে যাবে, পড়ে পড়ে মার খাবো, তার বেলায় দেখার নান নাই আবার আদর করা কেন? চাই না। চাই না কাউকে? আমার কেউ নাই।

দাসু দরজাটা খুলে ভিতরে এসে ময়নাকে দেখে অবাক হয়। মুখটা ফুলে গেছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজে রক্তের দাগ। কাপড়-চোপড়েও রক্ত লেগে আছে।

রক্ত দেখলেই দাসুর শরীর গরম হয়ে ওঠে। রক্তের নেশাটা তাকে মাতাল করে তোলে। গর্জে ওঠে দাসু।

—কে মেরেছে রে? ময়না! বল কে মেরেছে? দাসু বেঁচে থাকতে তোকে মেরে যাবে এখানে এমনি করে, এত বড় হিম্মৎ!

ময়না দেখছে ওকে। এবার সে পাথর গলাতে পেরেছে। ময়না তবু ওর একটু মেজাজ চড়াবার জন্য বলে।

—থাক! আমার হয়ে কাউকে লড়তে হবে না। তোমার মুরোদ বোঝা গেছে।

এ যেন দাসুর পৌরুষকেই চ্যালেঞ্জ করছে ময়না। দাসু গর্জে ওঠে।

—এত বড় কথা! বল কে সে? তার জান খতম করে দোব।

ঘরে বসেছিল কালিচরণ।

শরীরটা জুত নেই। এতগুলো টাকা এতদিনে খেটে রোজগার করেছিল, সব চলে গেল এক রাত্রির বদখেয়ালে। ছেলেটাকেও মেরেছিল সে নেশার ঘোরে।

সারা মনে একটা জ্বালা! ময়না মেয়েটাও হাড়বজ্জাত। তখন চেনেনি তাকে।

হঠাৎ এ সময় লাথি মেরে দরজা খুলে কাদের সামনে দাঁড়াতে দেখে চাইল কালিচরণ।

ময়না আর সঙ্গের দাসুকে দেখেছে সে। কালিচরণ বলে।

—ব্যাগটা পুরো টেনে নিলে ময়না ?

ময়না ফুঁসে ওঠে—ওমা, কাল দু'জনে মিলে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আবার বদনাম দিচ্ছে তোমার ব্যাগ টেনেছ। কি আমার ব্যাগওয়ালা রে ? কতো টাকা তোমার ছিল হে ?

—মিছে কথা বলো না ! কালিচরণ ধমকে ওঠে।

এবার দাসুর পালা। সে এগিয়ে এসে গর্জায়।

—চোপ বে !

কালিচরণ বলে—চুরি করবে সব টাকা পয়সা আর বলবে না ; তুমি কেন এসেছো ! ওকে টাকা দিতে বলো, নইলে !

দাসু গর্জায়—চোপ বে ! সেই খানকির বাচ্চাটা কোথায় ?

কালিচরণ ফুঁসে ওঠে—যা তা বলবে না খবরদার !

দাসু হাসছে—অ্যাঁ শালার আবার পেরসটিজ আছে ? পড়ে আছিস তো বস্তিতে ভিখারীর মত। বাঁদর নাচিয়ে খাস—কোথায় সেই ছেলেটা ?

নিমাইকে খুঁজছে সে।

দাসু বলে—কাল রাতে দু'জনে মিলে ময়নার উপর মস্তানি করেছিলি কেন বে ? জবাব দে। এ্যাঁ—

কালিচরণ কিছু বলার আগেই দাসু ওর গলার মাফলারটা পাক দিয়ে ধরে টেনে বাইরে এনে একটা ঘুষি ঝেড়েছে। কালিচরণও নিজেকে মুক্ত করে নেয়। তার শরীরটা গরম হতে সময় লাগে, ওই একটা ঘুষিতেই কালিচরণের ঘুমন্ত সত্তাটা জেগে উঠেছে। উঠেই সে দাসুকে একটা লাথি কষেছে।

দাসু ভাবে নি কেউ তাকে এভাবে মারতে পারে, তাই অতর্কিত লাথি খেয়ে, দাসু ছিটকে পড়েছে দাওয়া থেকে।

লোকজন জুটে গেছে।

বস্তিতে এমন মারপিট প্রায়ই হয়। ভাড়াটে তুলতে, না হয়

ভাগের গোলমাল নিয়ে, এমন মারপিট স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু দাসুকে আজ এভাবে ছিটকে পড়তে দেখে ওরা চমকে ওঠে।

দাসুও উঠে পড়েছে। থুতনিটা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।

দাসু বুঝেছে আজ তার মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িত, ওই কালিচরণকে শেষ করতেই হবে।

ফস্ করে ছুরিটা বের করে সে। লম্বা ঝকঝকে ফলা রোদে ঝিলিক মারছে। কালিচরণ ভাবেনি যে ছুরি বের করবে সে। তাকেও বাঁচতে হবে।

দাসু এবার হিংস্র বাঘের মত লাফ দিয়ে পড়তে চায়, ছুরিটা ওর পেটে বসিয়ে একবার টেনে দিলেই কাজ শেষ। এ কাজ অনেক করেছে দাসু।

নিরস্ত্র কালিচরণের মুখে চোখে ভয়ের ছায়া। জীবনকে সে এত ভালোবাসেনি কোনদিন। নিজেকে বাঁচবার জন্য সেও মরিয়া।

দাসুর উদ্যত ছুরিসমেত হাতটাকে ধরে ফেলেছে কালিচরণ। কিন্তু পারছে না।

দাসু নিজেকে মুক্ত করে এবার দেওয়ালের গায়ে এনে ফেলেছে তাকে। এবার কাজ খতম করবে। ওর ছুরির ঘায়ে লুটিয়ে পড়বে কালিচরণের রক্তাক্ত দেহটা। ঠিক সেই মুহূর্তে কাণ্ডটা বেধে যায়। দাসু, কালীচরণ মায় ময়নাও এর জন্য তৈরি ছিল না।

নিমাই ফিরছে খুশি মনে।

তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এইবার। কিন্তু সামনে ওই ওই ঝকঝকে ছোরা তুলে লোকটা ওস্তাদকে খুন করতে চলেছে। এত লোক জমে গেছে, কেউ বাধা দেয় না।

—ওস্তাদ!

চিৎকার করে ওঠে নিমাই।

ভূতনাথও বিপদের গুরুত্ব বুঝে নিয়ে সে নিমেষের মধ্যে নেকড়ের

মত লাফ দিয়ে দাসুর পিঠে থাবা দুটো বাধিয়ে ঘাড়টা ধরেছে। দাঁত বসায়নি, কিন্তু ওর দেহের ওজনে দাসু ছুরিসমেত উপুড় হয়ে পড়েছে। ছিটকে পড়েছে হাতের ছুরিটা।

নিমাই তুলে নেয় সেটা।

আর সুন্দরী-পুঁটু কোম্পানীও একসঙ্গে দাসুর পিঠের উপর চড়ে পড়পড় করে ওর টেরিলিনের জামা ছিঁড়ে দেয়। সুন্দরী দু'হাতে প্যান্টের রসি ধরে টেনে প্রকাশ্যেই দাসুকে আণ্ডারওয়ার সম্বল করে দিয়েছে।

সেই অবস্থাতে ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে এবার কালিচরণ একটা ঘুষি ঝাড়তে দাসু দু'হাত মেলে হাওয়ায় এক পাক ঘুরে গিয়ে খোলা নর্দমায় সশব্দে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারায়।

নিমাই বলে—তোমাকে মেরে ফেলতো ওস্তাদ! ওই মেয়েটাও এসেছে! ভূতো—

ময়না চিৎকার করে ওঠে ভয়ে।

দাসুকে আধমরা করে দিয়েছে। কালিচরণ বলে ময়নাকে!

—বের কর ব্যাগ, না হলে তোকেও ওখানেই জমা করে দেব।

নিমাই বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব। দাসু এখানেই থামবে না। এর পর বোমা না হয় পাইপ গান নিয়ে হাজির হবে।

নিমাই বলে—ওস্তাদ, চলো এখান থেকে। এরা শেষ করে দেবে।

কালিচরণও ভেবেছে কথাটা।

তাদের বাঁচতে হবে। তাই চলে যেতে হবে এখান থেকে এখুনিই। এত বড় পৃথিবীতে যেখানে হোক আবার ডেরা পাতবো।

দু'জনে বের হয়ে পড়ে ভূতনাথ-পুঁটুদের নিয়ে।

কোথায় যাবে জানে না কালিচরণ। ক্লান্ত সে। বলে।

—ইস্টিশানের দিকে চল নিমু, ট্রেনে করে অন্য কোথাও চলে যাবো।

কিন্তু তা যায় না। নিমাই বলে,—

—এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায় যাবি? কালিচরণ শুধোয়।

এতক্ষণ গোলমালে আসল কথাটা জানাতে পারেনি। এবার নিরাপদ এলাকায় এসে নিমাই বলে।

—চলোই না ওস্তাদ! আমার উপর ভরসা করে একটু চলো তো!

ভরসা ওর উপর করতে পারে কালিচরণ। আজ সময়মত এসে পড়ে ওর পক্ষ না নিলে দাসু মস্তান তাকে শেষ করে দিত। বাঁচার কোন পথই থাকতো না। ওকে বাঁচিয়েছে ছেলেটাই।

দু'জনে আজ এই বেইমান পৃথিবীতে একসঙ্গে চলেছে বাঁচতে তাদের হবেই।

পুকুরের ধারে বিরাট তাঁবুটার দিকে চেয়ে কালিচরণ অবাক হয়, সার্কাস এসেছে এখানে?

নিমাই বলে—ওখানেই যেতে হবে ওস্তাদ। দর্শন সাহেব তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।

—দর্শন? অবাক হয় কালিচরণ।

দর্শন এখন এখানে? ও তো আমার খুব চেনা রে। চল্ দেখে আসি কি বলে?

নিমাই আর ওস্তাদ তাঁবুর ভিতরে ঢুকে ওদিকের অপিস ঘরের দিকে এগিয়ে চলে।

থমকে দাঁড়ালো কালিচরণ।

—বাদামী!

—ঘোড়াটা এবার চিৎকার করে ওঠে। শান্ত নিরীহ পশুর মত ঘাড়টা এগিয়ে দেয়। কালিচরণ হাত বোলাতে থাকে ওর গায়ে।

ওয়েল কাম ওস্তাদ!

তাঁবুতে ঢুকে কালিচরণ তখন বাদামীকে আদর করছে। অবাধ্য তেজী ঘোড়াটা এখন শান্ত, মাথা নেড়ে কালিচরণের আদর উপভোগ করছে।

কালিচরণ ওই ডাক শুনে চাইল।

চিনতে পারে সে সুদর্শনকে।

—তুম! সুদর্শন! কেমন আছো সাহেব?

সুদর্শন এগিয়ে আসে। রিং-এ এখন অন্য প্লেয়াররা প্রাকটিস্ করছিল। সুদর্শন ওদের ডেকে বলে—দিস ইজ আওয়ার ওস্তাদ কালিচরণ দি গ্রেট। ট্রাপিজ বার—ফিজিক্যাল ফিটস্, ব্যালেন্স ছাড়াও জন্তু জানোয়ারদের নিয়েই রিং কনট্রোল করতে পারে দিস ওস্তাদ।

কালিচরণকে দেখছে ওরা।

ওদিকে পুঁটুরাণী ততক্ষণে বাদামীর পিঠে জেঁকে বসেছে। বাদামী চিৎকার করছে ওর সহজাত বাঁদরামীতে। নিমাই ধমকে ওঠে।

এ্যাই-পুঁটু।

সুদর্শন বলে—অপিসে চল ওস্তাদ। আই হ্যাড সাম প্রপোজ্যাল।

কালিচরণ দেখছে তাঁবুটাকে।

বিশাল দুখাম্বার তাঁবু, কানাতমোড়া, চারিদিকে সারবন্দী উঁচু গ্যালারি, নীচে ড্রেস সার্কেল, তারপর সোফা বিছানো স্পেশাল ক্লাশ, রিংটাও সাজানো। ওদিকে উঁচুতে ট্রাপিজের জায়গা। বেশ কয়েকটা সার্চলাইট সাজানো। এপাশে অর্কেষ্ট্রা বক্স, দামী ভেলভেটের পর্দা চারিদিকে।

বেশ সাজানো সার্কাস।

টাকারও অভাব নেই।

সুদর্শনের অপিসের তাঁবুটা সাজানো। এখনও শো শুরু হতে দেরী আছে। ওদিকের ক্যানটিনে খাবার তৈরি হচ্ছে। কোম্পানী থেকেই খাবার দেওয়া হয়।

সুদর্শন বলে—খেলা দেখানো আবার সুরু করো ওস্তাদ, আর এই দলেই এসো। আই স্যাল মেক্ নিমাই এ গুড শো বয়।

আজ কালিচরণের থাকার জায়গাও নেই।

ছেলেটাকে নিয়ে পথে পথে ঘুরছে, তবু এখানে ঠাঁই নিলে নিমাই ভালো থাকবে, সেও আবার খেলার জগতে ফিরে আসবে। এখানে তার করার অনেক কিছুই আছে। সুদর্শন বলে।

—তোমার মাইনে যদি ধরো এখন হাজার টাকা দিই প্লাশ ফুড একোমোডেশন, আর নিমাইকে পাঁচশো অসুবিধা হবে?

কালিচরণের আজ আশ্রয়ের দরকার, কাজের দরকার।

কালিচরণ বলে—ঠিক আছে মিঃ দর্শন।

অনেকদিন পর ওস্তাদ আবার সেই দিনগুলোকে ফিরে পেয়েছে। নিমাইও এখন দাপটের সঙ্গে খেলা দেখায়। ভূতনাথ পুঁটু সুন্দরীদের চেহারায় আবার জেল্লা এসেছে।

মিঃ দর্শন ওদের দু'জনের জন্য একটা তাঁবু দিয়েছে। সুন্দরী ভূতনাথ কোম্পানীও ওখানেই থাকে। সুন্দরী অবশ্য মাঝে মাঝে ভূতনাথের কান ধরে, ল্যাজ ধরে টানার চেষ্টা করে। প্রতিবাদ করে ভূতনাথ। ধমকে সরাতে হয় ওদের।

কালিচরণ এখন নতুন খেলা শুরু করেছে এই সার্কাসে এসে।

বাদামীর পিঠে সওয়ার হয়ে যায় নিমাই, লাল শার্টিনের ব্রিচেস, বাদামীর গায়ে নীল রাইডিং জ্যাকেট, ধাবমান বাদামীর পিঠে ভল্ট খেয়ে উঠে যায়, দু' হাত শূন্যে মেলে ওর পিঠে দাঁড়িয়ে যেন হাওয়ায় ভেসে চলে নিমাই।

হাততালি পড়ে সারা তাঁবুতে।

জুলি এখন ভালবাসে ছেলেটাকে।

ওর ঘোড়াটা ছুটছে পাশাপাশি। বাদামীও মেতে ওঠে কি আনন্দে। নিমাই বাদামীর পিঠে, জুলি অন্য একটা ঘোড়ার উপর,

দুজনে বেশ শো দেখায় একত্রে।

নিমাই বাদামীকে এবার নোতুন খেলা শিখিয়েছে। ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে কি ইশারা করে। সামনের দু'পা তুলে ট্রট্ করতে থাকে বাদামী ব্যাণ্ডের তালে তালে।

জুলির ঘোড়াটাও ওর পেছনে থাকে।

যাবার সময় এরিনাতে দু'তিনটা পাক দিয়ে গতিবেগ তোলে বাদামী। ওর পিঠ থেকে ভল্ট খেয়ে নেমে পড়ে নিমু, বাদামী ভিতরে চলে যায়।

তখনও হাততালি চলে।

আবার ড্রেস বদলে নিমাই আসে ভূতনাথ-পুঁটু-সুন্দরীদের নিয়ে। ছেলেদের মহলে কলরব ওঠে।

—মাস্টার নিমু!

নিমাই দর্শকদের 'বো' করে।

ভূতনাথও হাত জুড়ে নমস্কার জানায়। আর পুঁটু-সুন্দরীর পরনে ল্যাজ বের করা প্যান্ট, গায়ে বাহারের কুর্তা। মাথায় রঙিন টুপি। ওরা টুপি খুলে মাথা নীচু করে 'বো' করে। সুন্দরী টুপি খুলতে ভুলে গেলে পুঁটু সেটা খুলে ওর হাতে দিয়ে শুধরে দেয় বিজ্ঞের মত।

কলরব ওঠে সার্কাসের দর্শক মহলে।

কালিচরণ কয়েক মাসের মধ্যেই তার আসল ফর্মে ফিরে এসেছে। চেহারাটার সেই বনেদী ভাব ফুটে ওঠে। সুন্দর ফর্সা রং, পোষাক পরলে তাকে মানায় চমৎকার। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা।

আর তার শোম্যানশিপই আলাদা। পরিষ্কার শোগুলো। ট্রাপিজের ফর্ম এখনও রয়ে গেছে। শূন্যে ঝুলন্ত একটা রিং ছেড়ে উড়ন্ত মানুষের মত বাতাসে সরলরেখায় ভেসে গিয়ে ওদিকের রিংটা ধরে অপূর্ব ভঙ্গীতে।

প্যারালাল বারের খেলাও মনোরম।

আর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, নিজেই খেলা দেখায় না একা। পার্টনারকেও তার কৃতিত্ব দেখাবার অবকাশ দেয়। নতুন খেলার আবিষ্কারও করে।

এর মধ্যে বাঘের খেলার নেশাটাও পেয়ে বসে তাকে। তিন-চারটে বাঘ আছে সার্কাসে।

কালিচরণ ওদের কাছাকাছি এসে গেছে। খাবার দেয় অনেক সময় নিজে। হাতি দুটোও ওকে চিনে ফেলেছে। হাতি দুটোকে এর মধ্যে ফুটবল খেলার তালিম দিয়েছে সেই-ই।

মিঃ দর্শন দেখেছে কালিচরণকে।

শান্ত মেজাজের খেলা-পাগল শিল্পী। সব আইটেমকে তার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুন্দর করে সে।

কালিচরণ এর মধ্যে সার্কাসের প্লেয়ারদের মধ্যে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছে। সকলেই তাকে মানে।

কালিচরণ রোজ সকালে ওদের নিয়ে প্রাকটিস করায়, নিজের ট্রেনিং দেবার পদ্ধতিও আলাদা।

মেয়েদের নিয়ে তালিম দিতে থাকে। খেলার মান অনেক উন্নত হয়েছে।

মিঃ দর্শন বলে—তুমিই জেনারেল ট্রেনিং-এর ভার নাও ওস্তাদ। এটাকে তোমার নিজের দল বলেই ভাবো। আর জেনারেল ট্রেনিং দেবার জন্য কোম্পানী তোমাকে পাঁচশো টাকা স্পেশাল এলাউন্স দেবে। এরিনা ম্যানেজমেণ্ট ইয়োর চার্জ।

কালিচরণ যেন মনের মত কাজ পেয়েছে এবার।

হাঁকডাক করে। একে ভালোবেসে গায়ে হাত বুলিয়ে, ওকে দরকারমত শাসন করে, সার্কাসের খেলা আরও জাঁকিয়ে তুলেছে কালিচরণ।

রাত্রে খেলার পর সার্কাসের জেনারেটার বন্ধ হয়ে যায়। বিরাট এলাকাটায় তাঁবুর পিছনে ছোটো ছোটো তাঁবুগুলোয় এসে আশ্রয় নেয় ওরা। পোষাক ছেড়ে এবার সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে ওরা।

কালিচরণ আর নিমাইদের তাঁবুতে ওরা তখনও ঘুমোয়নি। কালিচরণ বলে—আর কিছুদিন যাক নিমু, আমি নিজে ফাইনান্স দেখে আবার সার্কাস খুলবো। দেখবে এবার ঠকবো না।

নিমাই স্বপ্ন দেখে, তার ওস্তাদ আবার সার্কাস খুলবে।

জুলি প্রথম দিন থেকেই বাদামীর ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখেনি। ঘোড়াটার কাছে হেরে গেছে সে। আর ঘোড়াটা বশ মেনেছে ওই ছেলেটার কাছে।

শীত নেমেছে। বাইরে কুয়াশার ঘন চাদর জড়ানো।

দু' একটা বাতি জ্বলছে। বাঘের খাঁচাগুলো থেকে একটা বাঘিনী চাপা স্বরে আওয়াজ করছে।

জুলির তাঁবুতে সাবধানে এসে ঢোকে রিং মাস্টার রমন।

জুলি চাইল ওর দিকে। সার্কাসের নিয়মে মেয়ে প্লেয়ারদের রাখে একপাশে। সেখানে পুরুষদের রাতের বেলায় যাওয়া নিষেধ। রমন তবু প্রায়ই আসে এখানে লুকিয়ে ছাপিয়ে।

দু' একজন জানে। নাইট ওয়াচম্যান-দের চোখেও পড়েছে। কিন্তু রমনের নামে কারোও বলার সাধ্য কিছু নেই। কারণ তার প্রতিপত্তি এখানে অনেক বেশী।

বাঘ হাতি এসব নিয়ে খেলা দেখায় সে। সার্কাসের মধ্যে এতকাল দর্শনের পরই ছিল মিঃ রমনের পজিশন।

আজ ক্রমশঃ রমন বুঝতে পারে, কোথায় যেন একটা গড়বড় হতে চলেছে, রমন এমনিতে ধূর্ত। এতকাল দলের জেনারেল ট্রেনার ছিল সে। কিন্তু দর্শন এখন কালিচরণকেই সেই পদ দিয়েছে তাকে বঞ্চিত করে। রমন এই অপমানটা মুখ বুজে সয়ে আছে। তার দিন বদলে গেছে।

ওই ওস্তাদ কালিচরণের আসার পর থেকেই। লোকটা খেলাও জানে সব রকম, মায় জন্তুজানোয়ারের স্বভাবও বোঝে। হাতিগুলো এর মধ্যে রমনকে ছেড়ে কালিচরণকেই বেশী মানতে শুরু করেছে। ওই বেয়াড়া ঘোড়াটা ওর কথায় ওঠে বসে। কুকুরগুলো ওর সঙ্গী হয়ে গেছে।

কালিচরণ এখন বাঘের খাঁচার পাশেও আসে।

বাঘগুলোর গায়ে হাত বোলায়। রমন যখন খেলা দেখায় বাঘদের নিয়ে, কালিচরণ তখন নিজেই ওর পাশে এসে দাঁড়ায় সাহায্যকারী হিসেবে।

জুলি দেখছে রমনকে তার তাঁবুতে।

রমন কোটের পকেট থেকে বোতলটা বের করে। জুলি তাঁবুর ফ্ল্যাপটা ফেলে দিয়ে ওর ক্যাম্পখাটটা দেখিয়ে বলে।

—বসো। এত ভয় কিসের?

হাসছে জুলি।

ওরা দু'জনে এক জেলারই লোক। জুলিকে আগে থেকেই চেনে রমন। ফর্সা মেয়েটার মধ্যে কি মাদকতার সন্ধান পেয়েছে রমন। জুলির কথায় বলে রমন।

—ভয় নয়,—দেখছি ছ্যাট ওস্তাদ কি করছে!

জুলিও চিনেছে ওস্তাদকে। জুলি বলে।

—ও তো এখন সার্কাসের এরিনা ম্যানেজার। মিঃ দর্শনের রাইট হ্যাণ্ড! কড়া লোক।

রমন চটে ওঠে মনে মনে। পাকাপাকি ওই পোস্টটা সেই-ই পাবে আশা করেছিল। কিন্তু সেটা হাত ছাড়া হতে চটে গেছে রমন। রমন বলে।

—ওকে আমি কেয়ার করি না জুলি। তুমি আমি দু'জনে এ সার্কাসের টপ! তোমাকেও নাকি ইনসাল্ট করেছে ওই ওস্তাদ পুঁচকে ছোঁড়াটাকে দিয়ে?

ওই ঘোড়াটাকে নিশ্চয়ই ও ব্যাটা ডোপ্ করে।

জুলিও সেই অপমানটা ভোলেনি। ঘোড়ার খেলায় তার পজিশন ছিল একচেটিয়া।

পথ থেকে ওই বাচ্চা ছেলেটা উড়ে এসে এখন তার সব হাততালি নিজেই কুড়িয়ে নেয়। এই অপমানটা বেজেছে তারও আগে কুকুরের খেলা দেখাতো জুলি। তিন চারটে কুকুর নিয়ে এক আধটু খেলা চলতো।

সেখানেও এখন বাজিমাৎ করছে ওস্তাদের ট্রেনিং দেওয়া ওই ছেলেটা আর তার কুকুর। অন্যগুলোকেও এখন তালি দিয়ে তৈরি করেছে।

জুলির হাত থেকে কুকুরের খেলাগুলোও চলে গেছে। এখন নিমাই কুকুরদের খেলা দেখায়, আর সেই আইটেমগুলো এখন হট ফেভারিট। বাঁদরও থাকে সঙ্গে। এখন ছেলেদের জন্য রাখতেই হয় রোজ। হাততালি পড়ে। বাচ্চারা হেসে গড়াগড়ি খায় আর সেই সঙ্গে ক্লাউন মাউন্টেন পেরেরাকেও লাগিয়ে ওস্তাদ সেই প্রাণহীন খেলাটাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

জুলি নীরব রাগে ফুঁসে ওঠে।

মদের নেশায় রমন বলে—ওই ওস্তাদের আমি দফা শেষ করে দেব জুলি। তার জন্য এ সার্কাস ছেড়ে অন্য দলেও কাজের চেষ্টা করছি।

জুলিও মদ গিলে এখন ভাবপ্রবণ হয়ে গেছে।

গদগদ স্বরে বলে—তুমি আমাকে এই 'হেল'-এ ফেলে রেখে চলে যাবে ডারলিং ?

রমন ওকে কাছে টেনে নেয়। বলে সে—নেভার। তোমাকে ছেড়ে বাঁচবো না ডিয়ার। আমরা দু'জনেই একসঙ্গে যাবো। তবে যাবার আগে এই ব্যাটাকে সিধে করে যাবো।

কালিচরণ রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে বের হয় তাঁবুগুলোর এদিক-ওদিকে। জন্তুজানোয়ারগুলো ঠিকমত আটকানো আছে কিনা, জল, খাবার ওদের দেওয়া হয়েছে কিনা দেখে আসে। নিজে এককালে

সার্কাস চালিয়েছে। তাই চারিদিকে নজর রাখতে হয়, এটা জানে সে। এখন এসব তার চার্জে।

তা ছাড়া 'শো'-এর পর সেদিনের 'শো' নিয়ে পরবর্তী প্রোগ্রাম নিয়েও মিঃ দর্শনের সঙ্গে বসতে হয়। কোন্ প্লেয়ার ভালো 'শো' করেছে, তাকেও তারিফ করে ওস্তাদ।

সব মিলিয়ে কালিচরণ এখন এই সার্কাসের জনপ্রিয় প্লেয়ার, ওস্তাদ।

তরুণ, বিজয়, রমেশরা নতুন উঠেছে। লালি-রমা ট্রাপিজের খেলায় ভালো শো করেছে। ওদের তাঁবুতে হইহই করে ওঠে ওরা।

রমেশ কফি এগিয়ে দেয়—কাম অন্ ওস্তাদ।

কালিচরণ বলে।

—রমেশ ভালো শো করেছিস। বিজয়, তোর থার্ড ফিগারটা আর একটু প্রাকটিশ করতে হবে।

রমেশ বলে—তুমি আছো ওস্তাদ। ট্রাপিজ থেকে তোমাকে দেখলে বুকে ভরসা পাই, একটু শুধরে দিও।

ওদের ওখান থেকে বের হয়ে আসছে কালিচরণ।

ওদিকে পেরেরার তাঁবু। এক তাঁবুতে পেরেরা আর বিঠল থাকে। দু'জনে ক্লাউন। পেরেরার বিশাল দেহ, মুখখানা তেলো হাঁড়ির মত। চোখ দুটো এইটুন। আর বিঠল তার তুলনায় হাতি আর চামচিকে।

কালিচরণ শুধোয়।

—কেমন আছো লরেল হার্ডি?

ওস্তাদকে দেখে পেরেরা লাফ দিয়ে ওঠে।

—কাম অন্ ওস্তাদ! হ্যাভ সামথিং?

মদের বোতলটা বের করে।

কালিচরণের সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে। মদ খেয়ে একটা রাস্তার মেয়ের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণটাও দিতে বসেছিল তার জন্য। নিমাইকেও বেদম মেরেছিল। সেই নিমাইয়ের জন্যই বেঁচে গেছে

সেদিন। সেদিনই বলেছিল কালিচরণ নিমাইকে।

—দেখে নিস নিমু জীবনে আর মদ ছোঁব না রে!

দুনিয়ার আর তার কেউ নেই ওই নিমাই ছাড়া। তার কাছে কথার খেলাপ সে করবে না। আর মদ সে খায় না। ওতে ফর্ম নষ্ট হয়।

কালিচরণ চুপ করে থাকে।

—কি ওস্তাদ! গেটিং ফিয়ার!

বিঠল এর মধ্যে মদ গিলে যেন বিশাল হয়ে উঠেছে।

হাসে কালিচরণ—নারে। ওসব খাই না।

পেরেরা মগ ভর্তি ধেনো গিলতে গিলতে বলে—অনষ্ট ম্যান ওস্তাদ।

—চিয়ার্স!

—বেশী গিলো না পেরেরা!

—নো-নো!

বিঠল বলে—পয়সা কোথায়। ওর 'টামিতে' পুরো একটা ব্যারেল ধরে যাবে ওস্তাদ। ওতে কিছু হবে না। গুড নাইট।

বের হয়ে এল কালিচরণ।

জানোয়ারগুলোর ওদিকে ঘুরে আসে। বাদামীর গায়ে হাত বুলিয়ে হাতি দুটোকে আদর করে বাঘের খাঁচা হয়ে তার তাঁবুতে ফিরছে, লেডিজ এরিয়া। হঠাৎ কার জড়িত কণ্ঠের কথা আর জুলির ধারালো হাসির শব্দে দাঁড়ালো।

এ সময় মেয়েদের তাঁবুতে কাকে দেখে—একটু দাঁড়িয়ে থাকে কালিচরণ। দেখে আবছা অন্ধকারে একটা ছায়া-মূর্তি তাঁবু থেকে বের হয়ে এদিকেই আসছে টলতে টলতে। জুলির তাঁবু থেকে বের হয়ে আসছে রমন!

রমন খুশি মনে ফিরছে। জুলি তাকে ভালোবাসে। রাতের গহনে জুলির ওই উষ্ণ দেহের আকর্ষণটা তাকে মদের নেশার চেয়েও বেশী তীব্র করে পেয়ে বসে।

জুলি আর সে, তাদের দু'জনের এই সার্কাসের উপর ঘৃণা ধরে গেছে ঘেন্না করে রমন ওই বাস্টার্ড কালিচরণকে।

হঠাৎ সামনে সাপ দেখার মত চমকে ওঠে রমন কার ছায়ামূর্তি দেখে।

এগিয়ে আসে কালিচরণ!

কালিচরণকে দেখে নেশা ছুটে গেছে রমনের। তার অপরাধ গুরুতর। এক কথায় নোটিশ দিতে পারে কোম্পানী। এ সময় চাকরি চলে গেলে বিপদে পড়বে রমন।

কালিচরণ বলে—ওই তাঁবুতে গেছলে রমন? জানো এটা বেআইনী কাজ!

রমন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। কালিচরণের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলে রমন।

—এক্সকিউজ মি ওস্তাদ। এসব আর কখনও হবে না। লাস্ট টাইম ওস্তাদ। ফর গিভ মি।

কালিচরণ লোকটার দিকে চাইল।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে। কালিচরণ বলে—ঠিক আছে রমন! এসব করো না। সাবধান হও। এরপর কিন্তু আর যাবে না।

কালিচরণ এগিয়ে যায় তাঁবুর দিকে।

রমন ততক্ষণে সোজা দৌড় মেরেছে তার তাঁবুর দিকে।

অন্ধকার নেমেছে তাঁবুর ভিতর। ওদিকে ভূতনাথ শুয়েছিল কম্বলের ওমের মধ্যে, সে মুখ তুলে চাইল। চেনা গন্ধ পেয়ে আবার গুঁড়ি মেরে শুয়ে পড়ে টর্চের আলোয় দেখছে কালিচরণ নিমাইকে।

ছেলেটা গুঁড়ি হয়ে শুয়ে আছে। গায়ের ব্যাগটা সরে গেছে এই শীতে। নিজের সন্তান।

দুঃখে সুখে দু'জনে দু'জনের কাছে এসে গেছে ঠিক বন্ধুর মতই।

ছেলেটার ঘুম ভেঙ্গে যায় বাবার হাতে ছোঁয়ায়।

ওস্তাদ!

কালিচরণ ওর গায়ে র‍্যাগটা টেনে দিয়ে মাথার চুলগুলো নেড়ে আদর করে। আজ ছোট্ট ছেলেটাও কঠিন এই জীবনে নিজেই নিজের রুটি কামাই করে।

তাকেও সাহায্য করে, ছোট্ট ছেলেটা কবে তাদের অজান্তেই মনের দিক থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে।

কালিচরণের এই ছোঁয়াটুকু অনুভব করে কি তৃপ্তির সঙ্গে সারা মন দিয়ে। দুটি বেঠিকানার মানুষ রাত্রের অন্ধকারে কাছাকাছি আসে। নিমাই এই মনের অতলে এখনও সেই শৈশবের ঘর সেই ছবিগুলো মুছে যায়নি। আজ তাদের আহার আশ্রয় জুটেছে। টাকাও। তবু নিমাই-এর মন কাঁদে। শুধোয় নিমাই।

—আমরা বাড়ি ফিরবো না ওস্তাদ।

বাড়ি। সেই ছোট্ট শহর থেকে অনেক দূরে কোন অচেনা জগতে দুটি শিশু।

চুপ করে থাকে কালিচরণ।

স্বপ্ন দেখে সে।

—যাবো বৈকি। টাকা জমিয়ে দু'জনে আবার সেই শহরে ফিরে গিয়ে নতুন বাড়ি করবো।

কি স্বপ্ন দেখে দু'জনে। হারানো ঘরের স্বপ্ন।

কালিচরণ বলে—রাত হয়েছে। ঘুমো নিমাই!

নিমাইয়ের মাঝে মাঝে এমনি নিভৃত মুহূর্তে আর একজনের কথা মনে পড়ে। আবছা সেই স্মৃতিটা কি বেদনায় বিবর্ণ! মায়ের কথা মনে পড়ে নিমাইয়ের। কিন্তু আজ সে কোথায় জানে না। নিমাই-এর মনে নীরব হাহাকার জাগে।

মাঝে মাঝে সার্কাসের রিং-এ দেখেছে গ্যালারি-সোফা-ড্রেস সার্কেলে বসে আছে কত মা তার বয়সী ছেলেদের নিয়ে, তাদের মায়েরা

কত ভালোবাসে ওই ছেলেদের।

কিন্তু নিমাইয়ের কেউ নেই।

এক জায়গায় সে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাদের সার্কাসে দেখেছে মিঃ দর্শন আর মেসেস দর্শনকে। তাদের ছেলে বুটন লিজাকে কত ভালোবাসে তাদের মা।

দেখেছে ওর মা বুটনকে জড়িয়ে আদর করে।

—সুইট বয়।

বয় আর নেই নিমাই। এই দুনিয়ার কঠিন বাস্তব তাকে ঘা দিয়ে এই বয়সেই বদলে দিয়েছে। তবু অকারণে গ্যালারির মায়েদের দেখে বুটনদের সে হিংসা করে।

নিজেদের মনের মধ্যে নীরব জ্বালাটা গুমরে ওঠে।

কালিচরণ অবাক হয় অন্ধকারে ফোঁপানির শব্দে!

—নিমু! কাঁদছিস নাকি রে!

নিমাই মাঝে মাঝে বদলে যায়। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে।

—না তো ওস্তাদ! কাঁদবো কেন?

তার সব দুঃখকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে ছেলেটা। রাত্রি নামে, ঘুম নামে চোখে। কালিচরণ কি ভাবছে।

সকাল থেকেই তাঁবুতে ঘুম ভাঙ্গে সকলের। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করেছে এই বাদামীর ছোলা কম পড়ছে। নিজের হাতে খেতে দেয় সে বাদামীকে, ভূতনাথ-সুন্দরীদের, অন্য কুকুরগুলোকেও। বাদামীর জন্য বালতিতে পাঁচ সের ছোলা ভিজিয়ে রাখে আস্তাবলের সহিস।

সে-ও বলে—ঠিক মালুম পাচ্ছি না মাস্টার, কি করে ভিজে ছোলা উবে যাচ্ছে।

নিমাই নিজেই আজ ভোরে উঠে এসেছে ঘোড়ার ওদিকে। পুরোনো চট-কাঠ এসব জমা করা আছে। পাশে রয়েছে ভূতনাথ

আর বাঁদর দুটোও। আড়ালে তারাও গা ঢাকা দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ কাণ্ডটা বেধে যায়।

হাতে নাতে ছোলাচোর ধরে ফেলেছে নিমাই।

বিশাল দেহী পেরেরা ক্লাউন দৌড়চ্ছে, হাতে ছোলার বালতি আর ওর বিশাল লড়বড়ে প্যান্টের মুঠ ধরে পিছনে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে ভূতনাথ, ঘাড়ে উঠে বসে ওর বিশাল মাথাটায় খাবলাচ্ছে পুঁটু।

মাঠময় দৌড়চ্ছে ওই 'ম্যান মাউন্টেন' আর বিকট স্বরে চিৎকার করে।

—সেভ মি ওস্তাদ! মার দেগা—কাট দেখা! মর যায়ে গা।

সকলেই বের হয়ে পড়েছে।

মিঃ দর্শন, কালিচরণও ছুটে আসে।

পিছনে এসে পড়ে নিমাই। ততক্ষণে ভূতনাথ ওর প্যান্ট ছেড়ে বিশাল বুকে উঠতে চায়, ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে ছোলা আর বালতি।

কালিচরণ বলে—শেষকালে ছোলা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে পেরেরা?

রমন-জুলিরাও এসেছে।

পেরেরা বলে—মাপ্ করো ওস্তাদ? হ্যাংরি ম্যান—থোড়া প্রোটিন খাই চোরাকে!

তার জুড়িদার বিঠলও এসে পড়েছে।

এতদিন মদের সঙ্গে ছোলা ভিজে এত এসেছে কোথা থেকে সেটা বুঝতে পারে সে। পেরেরা দিন রাতই ছোলা চিবুতো। তার বরাদ্দ খাবারে কুলোয় না। ফলে ওইভাবে খাবার জোটাতো।

মিঃ দর্শন বলে—চার্জসিট দেব তোমাকে। ইউ রাস্কেল।

হাসে কালিচরণ।

—ওসব পরে দিও সাহেব। এখন ওর খাবার বরাদ্দটা একটু বেশী করে দাও। খিদে লাগে বেচারার। যা দাও তাতে হয় না।

—এ জায়েন্ট! অলরাইট, ডবল ডায়েট আর এক কেজি ছোলা

—গো ম্যান !

পেরেরা খুশিতে এবার ফেটে পড়ে। বিশাল ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসছে সে কালিচরণের সামনে। চিৎকার করে—গুড ম্যান ওস্তাদ। ইউ সেভ মি এ লট ! বহুত হ্যাংরি হোতা—জোর ভুখ লাগতা।

পরে নিমুর জন্যই যে এটা হয়েছে, তাকেও ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বিশাল হাত দিয়ে ওকে কাঁধে তুলে চিৎকার করে।

—থ্রি চিয়ার্স ফর মাস্টার নিমু !

ভূতনাথও চিৎকার করে ওর সঙ্গে। বিঠল পুঁচকে দেহ নিয়ে গোটা দুই সামারসল্ট খেয়ে নেয় চরকিবাজির মত।

কালিচরণ ধমকে ওঠে—বয়েজ, গো টু দি এরিনা। প্রাকটিস করনে হোগা।

সেদিন বিশেষ অনুষ্ঠান। এই সার্কাসের প্রতিষ্ঠা দিবস। তাঁবুটা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেছে। আজ স্পেশাল খেলাও দেখানো হবে কিছু। কালিচরণও নিজে নামবে কয়েকটা খেলায়।

মিঃ দর্শন বলে—মালিকও আসবেন আজ সার্কাসে কিছু রেসপেকটেড গেস্টদের নিয়ে, দেখো যে কোনরকম গোলমাল না হয় কোন খেলায় ! প্রেস্টিজ অব দি শো, ওস্তাদ !

ওকে আশ্বাস দেয় ওস্তাদ— নো ফিয়ার দর্শন।

কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে বিশাল তাঁবু। সামনের চেয়ার-সোফা-ড্রস সার্কেল সব ভর্তি। আলোর ঝলক তুলে বাদামী ছুটে আসছে। কিন্তু কোন সওয়ার নেই।

আজ কালিচরণ এই শো-টা করেছে, ট্রাপিজের উপর থেকে শূন্যে উড়ে আসছে নীল লাল পোষাকপরা একটা ছোট ছেলে—শূন্যে সামারসল্ট দিয়ে বাদামীর পিঠে এসে দাঁড়ালো, হাত তুলে অভিনন্দন জানায় দর্শকদের।

ছোট ছেলেটার এই রুদ্ধশ্বাস খেলায় হাততালিতে ভেঙ্গে পড়ে

সারা তাঁবু। বাদামীর গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছেলেটা শূন্যে ভেসে গিয়ে ওর পিঠে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

ওদিকে বিকট চিৎকার ওঠে।

বাদামী দাঁড়িয়ে দু'পা সামনে তুলে ট্রট করছে, বিঠল একটা গাধায় চড়ে লাল-নীল রং মেখে ঢুকছে, সুন্দরী বাঁদরটা প্যান্টজামা পরে এসে একটা চড় মেরে গাধা থেকে ওকে ফেলে দিয়ে নিজেই গাধার সওয়ার হয়ে গেল বাদামীর পিছু পিছু!

আনন্দে সারা তাঁবু ফেটে পড়ে।

এরপর ট্রাপিজের খেলা। কালিচরণও রয়েছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে, শূন্যে হাওয়ায় যেন ভেসে চলেছে এক ঝাঁক প্রজাপতি—এভাবে ওরা শূন্য পথে চলেছে।

মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ।

হঠাৎ কালিচরণের নজরে পড়ে একটি চেনা মুখ, ওকে ভোলেনি সে। তার স্ত্রী চন্দনাকে এখানে দেখবে ওই দামী পোষাকে তা ভাবেনি। কালিচরণ যেন দেখেনি ওকে।

কিন্তু ওকে দেখেছে ওই নিমাইও।

সামনের ড্রেস সার্কেলে বসে আছে। পরনে দামী পোষাক। গলায় ঝকঝক করছে দামী হার। চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে। সেও লক্ষ্য করেছে যে ওই মহিলা তাকেও দেখছে। তার রুদ্ধশ্বাস খেলার সময় ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে মেয়েটির মুখ। আবার খেলার শেষে হাসি ফোটে, হাততালি দেয়।

ব্যাকুল চোখে যেন চেয়ে রয়েছে সে নিমাই-এর দিকে।

নিমাই ওদিকে ইচ্ছা করেই নজরই দিতে চায়নি। খেলা দেখিয়ে গেছে নিজের মনে। ওই দিকে চাইবে না সে।

শো শেষ হয়েছে।

দর্শকরা দারুণ খুশী। সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেছে ওদের।

নিমাইকে নানা প্রশ্ন করে। বলে সে—ভূতনাথ-বাদামী-পুঁটু-

সুন্দরীর ছবিও ছাপতে হবে।

হাসেন একজন সাংবাদিক—সিওর। তোমার ওস্তাদের ছবিও বড় করে ছাপা হবে।

হাসছে কালিচরণ।

আজ অতীতকে ভুলে বর্তমান, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখে তারা। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মালিক পক্ষ থেকে আজ সার্কাসে স্পেশাল খানা হয়েছে। পোলাও, মাংস, ফ্রাই।

উৎসবে অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছে।

রমনও আজ সেজেগুজে বাঘ সিংহ নিয়ে একসঙ্গে খেলা দেখিয়েছে। হাততালিও কুড়িয়েছে প্রচুর। কর্তৃপক্ষকে সে তার এলেম দেখিয়েই খুশী করতে চায়।

জুলিও সেজেগুজে দু' একটা আইটেম দেখিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে রেগে গেছে সে। আজ জুলির ঘোড়ার খেলাটাই বাদ দিয়েছে ওস্তাদ

মিঃ দর্শনও মত দিয়েছিল ওস্তাদের কথায়। কালিচরণ বলে।

—ওই খেলায় কোন শো নেই দর্শন। টেম্পো নেই।

জুলি রাগে-অপমানে যেন ক্ষেপে গেছে। আজ তাকে যেন ইচ্ছে করেই অপমান করেছে ওস্তাদ ওই ছেলেটাকে দিয়ে খেলা দেখিয়ে।

জুলি তাঁবু থেকে বের হয়নি।

এই উৎসবমুখর পরিবেশে সে আসেনি। ওদিকে তাঁবুর ভিতর রাগে ফুলছে—আমাকে এভাবে ইনসাল্ট করবে ওস্তাদ!

মেয়েটা কি ভাবছে।

চতুর ধূর্ত মেয়েটা যেন একটা পথ খুঁজে নিতে চায়। অবশ্য রমনও এসে পড়ে। সে সান্ত্বনা দেয়।

—এ নিয়ে মন খারাপ করো না হনি! সব ঠিক হয়ে যাবে। মালিক আমার খেলায় খুব খুশী হয়েছে। তাকেই আমি বলবো তোমার কথা।

জুলি তবু নিজের রূপ বুদ্ধিটাকেই কাজে লাগাবার কথা ভাবছে

এবার। একটা সাপ যেন মোচড় দিয়ে তার মনে কি আদিম হিংস্রতা নিয়ে জেগে উঠছে।

—জুলি! চলো!

রমন ওকে জড়িয়ে ধরে ডাকছে।

জুলি ওই আনন্দের আসরের দিকে চলেছে। নিজেকে এবার অন্য পথেই নিয়ে গিয়ে শেষ চেষ্টা করবে সে। জানে জুলি, তার রূপ যৌবন কোনটারই অভাব নেই। সেটাকেই কাজে লাগাবে।

জুলি এত দিন রমনকে ভুলিয়েছিল ওই দিয়ে নিজের স্বার্থে। কিন্তু আজ বুঝেছে, রমনকে দিয়ে হবে না কিছু। জুলি এবার অভিনয়ই করবে অন্যত্র।

—কনগ্রাচুলেসন্ ওস্তাদ। গ্রাণ্ড সাকসেস্ অব ইয়োর প্লে।

কালিচরণ একটু অবাক হয় জুলিকে হেসে এসে তাকে অভিনন্দন জানাতে দেখে। কালিচরণ মনে করে জুলি এটাকে গায়ে মাখেনি।

পার্টি তখন পুরোদমে চলেছে। খাবার পাণীয়ের অভাব নেই।

জুলিও সহজ হবার চেষ্টা করে মনের কথা চেপে রেখে। ওদিকে বড় টেবিলে নিমন্ত্রিতরা বসেছেন। নিমুও রয়েছে।

মালিকরা বেশীক্ষণ থাকতে পারেননি। জরুরী কাজে চলে গেছেন, মাননীয় অতিথিরা রয়ে গেছেন।

নিমাই দেখছে জুলিকে। আজ সেও খুশীতে ফেটে পড়েছে। ওই রূপ যৌবনবতী মেয়েদের যেন ঠিক সহ্য করতে পারে না নিমাই। মনে পড়ে অতীতে একটি মেয়ের কথা। তার মা-ই—আজও দেখেছে তাকে।

কিন্তু এড়িয়ে গেছে। তাকে ও আর দেখেনি।

তবু ওই মেয়েদের সে এড়িয়ে চলতে চায়। জুলিকে তাই ওভাবে তাদের পাশে বসে হেসে কথা বলতে দেখে মোটেই খুশি হয়নি নিমাই।

মিঃ দর্শনই কথাটা জানায়।

ওরা খাওয়া-দাওয়ার পর চলে আসছে তাঁবুতে। মিঃ দর্শন এসে বলে।

—ওস্তাদ, আজ মালিকরা এসেছিলেন। নিমুর খেলা দেখে খুব খুশী। কাল ওকে দেখতে চেয়েছেন, ওদের বাংলোয় পাঠাতে হবে নিমুকে। ভাবছি তুমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাও নিমাইকে।

ওস্তাদ একটু ভাবনায় পড়ে।

কালিচরণ বলে।

—আবার আমাকে কেন? তুমি মালিকদের চেনাজানা, তুমিই নিয়ে যেও সাহেব।

হাসে দর্শন—না না। ও যা ছেলে, বেঁকে বসলে মুশকিল হবে প্লিজ ডু ইট ফর মি ওস্তাদ!

বাধ্য হয়েই মত দেয় কালিচরণ।

—ঠিক আছে।

শুয়ে পড়েছে নিমাই।

কালিচরণ রোজকার মত রাউণ্ড সেরে তাঁবুতে ঢুকে বলে।

—ঘুমোলি নাকি নিমু?

নিমাই উঠে বসে। খবরটা দেয় কালিচরণ।

—তোর খেলা দেখে মালিক কাল ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে

—তাই নাকি ওস্তাদ!

—যাবি তো?

ছেলেটা কি ভেবে বলে—তুমি যাবে তো, না হলে যাবো না।

—চাকরি থাকবে না-রে না গেলে। হাসছে কালিচরণ।

নিমাই বলে—চাকরি গেলে আবার ভূতো-পুঁটুদের নিয়ে পথে নেমে পড়বো ওস্তাদ, তুমি থাকলেই হল। বুঝলে আর কাউকে কিছুকেই চাই না আমি!

কালিচরণ ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

নিমাই আর কালিচরণ দু'জনে দু'জনকে এমনি রাত নির্জনে কাছে পায়। কালিচরণ বলে—সেকি রে।

নিমাই জানায়—আর আমার কেউ নাই ওস্তাদ। টাকা। টাকা চাই না।

কালিচরণ হাসে।

—পাগল কোথাকার। ঠিক আছে, যাবো তোকে নিয়ে। তবে বাপু, আমি ওসব ভিতরে-টিতরে যাবো না। আর হ্যাঁ শোন, নতুন প্যান্ট-কোট সব আছে তো? বেশ সেজেগুজে যাবি রাজপুত্তুরের মতন। বড় লোকের বাড়ি কিনা।

কথাটা বলে নিজেই চমকে ওঠে কালিচরণ। রাজপুত্তুর। আজ সার্কাসের মাইনে করা খেলোয়াড়, এই তাদের পরিচয়। পিছনের কোন পরিচয় আর নেই। পায়ের তলে মাটিও নেই। যাযাবর জীবন তাদের।

রাজত্ব, রাজপুত্র সব কেমন নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাসে পরিণত হয়েছে।

—ওস্তাদ।

কি যেন বিড় বিড় করছিল কালিচরণ। চোখও ভিজে উঠেছে।

এগিয়ে আসে নিমাই।

ওস্তাদের মুখে চোখে বিবর্ণ হতাশার ছায়াটা নজরে পড়েছে তার।

—কি হয় তোমার ওস্তাদ মাঝে মাঝে?

ম্লান হাসে ওস্তাদ। বলে সে।

—কিছুই দিতে পারিনি তোকে নিমু। ছেলেবেলা থেকেই শুধু দুঃখই দিইছি। নিজেব মুখের গ্রাসও তুই নিজে খেটে রোজগার করিস। তবু কেন এই লোকটাকে ভালবাসিস এখনও! আমি একটা সত্যিকার জানোয়ার রে। সব কিছু নষ্ট করেছি। তবে কেন ভালবাসিস আমাকে? কেন?

অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে নিমাই ওই বিরাট মানুষটিকে।

ছোট্ট দু' হাত দিয়ে কালিচরণকে জড়িয়ে ধরে কান্নাভিজে স্বরে বলে ছেলেটা—আর আমার কেউ নেই ওস্তাদ। তুমি ছাড়া কাউকে আমি চিনি না।

দু'জনে হঠাৎ কি সব হারানোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, মনের অতলের সব বেদনাকে ঝরিয়ে হাল্কা হতে চায় তারা।

দক্ষিণ কলকাতার নির্জন বাগান ঘেরা বাড়িটার সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নামলো ওরা দু'জনে। কালিচরণ আর নিমাই। নিমাইয়ের পরনে ধোপদুরস্ত পোষাক। এগিয়ে যায় ওরা।

গেটের দারোয়ান বাধা দেয়—কাঁহা যায়েগা?

নিমাই বলে—অন্দর যায়েগা। স্যার বোলায়া।

দারোয়ান কি ভেবে ওকে আটকায় না। বাধা দেয় কালিচরণকে। তার পোষাক অতি সাধারণ। ময়লা প্যাণ্ট-শার্ট রং-ওঠা সোয়েটার।

দ্বারোয়ান বলে—বাচ্চা কো ভেজ দেও। নিমাই দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে ডাকে—এসো ওস্তাদ।

দ্বারোয়ান বলে—তুম যাও।

নিমাই শোনায়—ওস্তাদও যাবে। নাহলে যাবো না ওস্তাদ।

কি ভেবে কালিচরণ বলে।

—তুই ঘুরে আয় নিমু, আমি এই বাইরে ওই চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসছি। যা।

ওস্তাদের কথায় বাগানের পাশে নুড়ি ঢালা পথ দিয়ে ওই বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলেছে নিমাই।

হঠাৎ ওই বাড়ির দোতালার বারান্দার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে কালিচরণ। চিনেছে সে এক নজরেই ওই মেয়েটিকে। চন্দনাই। আজ সে এই প্রাসাদের বাসিন্দা হল কি করে ভাবতেই পারে না। এ যেন সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে যায়, আর ওই চন্দনা কেন ডেকেছিল নিমাইকে, এটা ভেবে চমকে ওঠে কালিচরণ।

জানলে নিমাইকে যেতেই দিত না সে ওখানে। তার জন্য তাদের চাকরি গেলেও সইতো। ওই মেয়েটার কাছে তবু কিছুতেই যেতে দিত না কালিচরণ।

ওদের বিশ্বাস করে না সে।

কিন্তু আর করার কিছু নেই। বাইরে রাস্তার ওদিকে গাছের তলায় একটা ঝুপড়ির চায়ের দোকান। এ পাড়ার ধনীদের চাকর বয়রা এখানে বসে চা-টা খায়—আড্ডা মারে কাজের অবসরে। সেই দোকানের একটা নড়বড়ে বেঞ্চে এসে বসল কালিচরণ ওই প্রাসাদের দিকে নজর মেলে।

অজানা ভয়ে বুক কাঁপছে তার। মনে হয় তার যেন সব হারিয়ে যাবে এখানে।

ঝুপড়ির চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে কথাটা ভাবছে কালিচরণ ওই বিশাল প্রাসাদের দিকে।

একথা আগে ভাবেনি। সব হারাবার ভয়ে মানুষ হয়তো বদলে যায়। নতুন করে চিন্তা করে। আজ মনে হয় কালিচরণের নিমাইকে সে কিছুই দিতে পারেনি, বাবার কোন কর্তব্যই সে করেনি। তাঁবুতে বাস করে সার্কাস-এর দলে খেলা দেখানোর জীবনেই আসতে হয়েছে নিমাইকে।

আজ যদি এই প্রাসাদে সে ঠাঁই পায় তার মায়ের কাছে, হয়তো নিমাই নতুন করে জীবন সুরু করতে পারবে। লেখাপড়া শিখে বিরাট বড় ব্যবসাদার হবে নাহয় ডাক্তার হবে।

সবাই জানবে তাকে, খাতির করবে।

এই জীবন থেকে সরে যাবার সুযোগ পেয়ে নিমাই সত্যিকার মানুষ হবে।

কালিচরণের সব হারিয়ে যাবে।

তবু আজ মনেহয় কালিচরণের নিমাই যদি এই সুযোগটাকে মেনে নেয় ভালোই করবে। একটা পথের মানুষ আজ কালিচরণ, তাকে

ভালোবেসে তার কাছে থেকে নিমাই নিজের জীবনটাকে যেন নষ্ট না করে।

ভগবান যেন সেই সুযোগই দেন তাকে।

বাবা হয়ে কালিচরণ নিজের সব দুঃখ সয়ে দূরে থেকেই নিমাইকে বড় হতে দেখে সুখী হবে।

—চা দেব!

দোকানদারের ডাকে চাইল কালিচরণ। মনে পড়ে সকালে উঠেই এসেছে এখানে। ব্রেকফাষ্টও খাওয়া হয়নি কালিচরণ ওর কথায় বলে।

—দাও, সঙ্গে লে ড়া বিস্কুটও দিও বাপু।

চা-এ চুমুক দিতে নিমাই চাওয়ালাকে শুধোয়।

—ওটা কার বাড়ি ভাই? ওই বাগানওয়ালা—গেট দেওয়া বাড়িটা?

দোকানদার বলে—গোলকবাবুকা। বহু বড়া বিজনেস ম্যান। পয়সা তো হ্যায় লেকিন বাল বাচ্চা তো নেই হ্যায়।

কৌন খায়েগা ক্যা মালুম।

কালিচরণ চায়ের গ্লাশ হাতে উদাসীনভাবে বসে ওর কথাগুলো শুনছে।

গোলকপতির ব্যবসা ক'বছরেই বেড়ে গেছে আশাতীতভাবে। কয়েকটা জুট-মিল, সাপ্লাই-এর কারবার রমরম চলছে। কলকাতা বোম্বাই-এ বাড়ি করেছেন।

সবই যেন ঘটেছে ওই চন্দনার জন্যই। চন্দনাকে বিয়ে করেছিলেন গোলকপতি। কিন্তু অর্থাগমই হয়েছে, ছেলেপুলে হয়নি। তার জন্য গোলকপতির কোন ক্ষোভ নেই। তাঁর নেশা টাকা—প্রতিষ্ঠা।

আর কি খেয়াল বশেই ওই সার্কাসটা কিনেছিলেন জলের দামে। এখন তার থেকেও ভালো আমদানী হচ্ছে।

গোলকপতি বলেন—সব তোমার বরাতেই হচ্ছে চন্দনা। তুমিই আমার ভাগ্যদেবী।

জানেন গোলকপতি চন্দনার মনের অতলের ক্ষোভের কথা। মা হতে পারেনি সে। আর সেই শূন্যতার মাঝে তার হারানো ছেলের কথাই মনে পড়ে বার বার।

সেদিন হঠাৎ কালিচরণ আর নিমাইকে দেখে চমকে উঠেছিল চন্দনা। কালিচরণ যা খুশী করে করুক। তাতে তার কিছু আসে যায় না। আজ চন্দনার সম্পদের অভাব নেই। জানে, যদি সে ছেলেটাকে আনে এ বাড়িতে, গোলকপতি আপত্তি করবে না।

চন্দনা তার একমাত্র সন্তানকে এ ভাবে পথে পথে তাঁবুতে পড়ে জীবন কাটাতে দেবে না। ওকে এখানে আনবে। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে।

গোলকপতি কাল যেতে পারেননি সার্কাসে। বোম্বাই-এ জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলেন। ফিরেছেন রাত্রির ফ্লাইটে। ততক্ষণে ফিরে এসেছে চন্দনা।

বেশ উত্তেজিতই দেখাচ্ছে তাকে।

গোলকপতি শুধোন,—সার্কাস কেমন লাগলো?

বলে চন্দনা,—একটা কথা বলবো, রাখবে?

গোলকপতি বোম্বাই-এ যে কাজে গেছলেন সেটা সফল হয়েছে। বড় একটা পারমিট পেয়েছেন। কাজ গুছিয়ে তুলতে পারলে কয়েক লাখ টাকা ঘরে আসবে।

তাই মনটা খুশিই রয়েছে গোলকপতির। চন্দনার কথায় বলেন।

—বেশ তো! বলই না। এ বাড়িঘর সবই তোমার, কাকে আনবে না আনবে ওসব তুমি বুঝবে।

ছেলেটার কথা শুনে কি ভেবে বলে গোলকপতি।

—জীবনে কিছুই পাইনি, ছেলেবেলায় সামান্য অবস্থা ছিল আমাদের। পড়াশোনাও করতে পারিনি ঠিকমত। আজ এত রয়েছে, এসব দিয়ে যদি তোমার একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারো, খুশী হবো চন্দনা। তোমার ছেলেকে না হয় আমার ছেলে বলেই জানবে সমাজ।

ওকে বরং এখানে না রেখে, কোন ভালো স্কুলে পাঠিয়ে দেব দার্জিলিং না হয় দেরাদুনে।

চন্দনা খুশী হয়।

তবু তার ছেলেকে ফিরে পাবে সে।

আজ সকাল থেকেই তার আসার পথ চেয়েছিল। গেটের দারোয়ানকেও বলে রেখেছিল ছেলেটিকে যেন ভিতরে আনা হয় তখুনিই। ওর সঙ্গে যে আসবে, তাকে ভিতরে আনার দরকার নেই।

চন্দনা ভেবেছিল, কালিচরণই আসবে ওর সঙ্গে। তাকে সে এড়াতে চায়। ওই লোকটার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ তার নেই। মায়া-দয়াও থাকতে পারে না তার উপর।

নিমাই ড্রইংরুমে ঢুকে দেখছে এই বৈভবকে।

বিরাট পুরু কার্পেট পাতা, সোফায় সারা দেহ যেন ডুবে যায়।

ঘরে এয়ার-কনডিশন মেশিন চলছে। ছবিগুলোও তেমনি সাজানো।

—এসো।

হঠাৎ কাকে দেখে চমকে ওঠে নিমাই। ওই কণ্ঠস্বর তার চেনা। এই সুন্দর সকাল, বাগানের ফুলগুলো শান্ত সুন্দর পরিবেশ, সব বদলে গেছে তার কাছে। পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। চন্দনা দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার মিষ্টি হাসির আভা।

মনে করেছিল সে ছেলেটা দৌড়ে আসবে তার বুকে। কিন্তু তা আসেনি, বরং ওই ছেলেটার চোখে দেখেছে একটা কাঠিন্য, বিজাতীয় ঘৃণাই। চন্দনা ডাকে।

—নিমাই! শোন!

নিমাই দেখছে তাকে।

ওই দামী পোষাক পরা মেয়েটিকে যেন চেনে না সে। মায়ের সেই ছবিটার সঙ্গে আজকের ওর কোন মিল নেই। তার ওস্তাদকে

সে ছেড়ে চলে গেছে। তাকে ও ফেলে এসেছে এই আরাম-বিলাস আর সম্পদের মোহে।

তাদের দিন কেটেছে অনাহারে, পথে পথে। সেদিন কেউ চায়নি। আজ তাদের সব হারিয়ে গেছে। বাড়ির ঠিকানাও নাই। আর এরা সুখে আছে।

নিমাইয়ের মনে হয়, এখানে থাকবে না সে। থাকতে পারবে না।

—বোসো।

এগিয়ে আসে চন্দনা।

পিছনে বেয়ারা ট্রে-তে করে সন্দেশ, আপেল, টোস্ট, নানা কিছু এনেছে।

চন্দনা আজ ওকে নিজের কাছেই রাখতে চায়। ছেলেকে ফিরে পেয়েছে সে।

বলে সে—খাও।

—খিদে নেই। জবাব দেয় নিমাই।

চন্দনা দেখছে ছেলেটাকে। বলে চন্দনা।

—পথে পথে তাঁবুতে এই শীতে কষ্ট হয় না তোমার? ওইভাবে থাকো।

জবাব দেয় ছেলেটা—না। ওস্তাদ আর আমি থাকি। ভূতো, পুঁটু আছে।

চন্দনা বলে—এ বাড়িতে থাকবে তুমি। গাড়িতে করে স্কুলে যাবে। পড়াশোনা করবে। আমার কাছে থাকবে নিমু? বাবা—ওখানে আর যেতে পাবে না।

চমকে ওঠে নিমাই। ওকে যেন কৌশলে এনে এখানে বন্দী করতে চায় ওই মেয়েটি। এখানে তার ওস্তাদের জন্য কোন ঠাঁই নেই। তার কথা ও একবারও শুধোয়নি।

নিমাই-এর মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। ওই মেয়েটিকে আজ সে মেনে নিতে পারবে না। তার কাছে নিমাই-এর কোন প্রত্যাশাও নেই।

ওস্তাদকে সে আসতে দেয়নি।

—নিমু। চন্দনা ডাকছে।

নিমাই কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে—না। এখানে থাকবো না। তুমি কেউ নও। তোমার কাছে থাকবো না। ওস্তাদ—

চমকে ওঠে চন্দনা। এগিয়ে আসে—নিমু। শোন—

নিমাই বলে—না। তোমার কোন কথাই শুনবো না। এখানে থাকবো না। কিছুতেই থাকবো না।

নিমাই লাফ দিয়ে দরজার কাছে এসে বারান্দায় বের হয়ে দৌড়লো বাগানের মধ্য দিয়ে।

চন্দনাও পিছু পিছু এসেছে। পালাচ্ছে ছেলেটা। কি নিদারুণ বেদনায় ডাকছে চন্দনা।

—নিমু। ওরে নিমু। শোন—দারোয়ান—

নিমাই দৌড়চ্ছে পথ দিয়ে গেটের পানে। চেঁচামেচিতে দারোয়ানও উঠে ফটকটা বন্ধ করে দেয়। মনে হয়, ওই ছেলেটা কিছু করেছে। তাই প্রথমেই ফটক বন্ধ করে দেয় সে। তারপর ধরতে আসে।

নিমাই এসে বন্ধ ফটকের ওদিকে একটা গাছের ডাল ধরে পাঁচিলের ওদিকে লাফ দিয়ে পড়ে চিৎকার করে ব্যাকুল স্বরে।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

দারোয়ানও দৌড়তে যাবে, নিমাই ওর চিরসঙ্গী গুলতিটা ছেড়ে আসেনি। কোট-প্যান্টের ভিতর থেকে সেটা বের করে দূর থেকেই একটা গুলি ছোঁড়ে। মাটির শক্ত গুলিটা এসে দারোয়ানের কপালেই লেগেছে। পাগড়ির কাপড় ছিল তাই রক্তপাত হয়নি, কিন্তু মোক্ষম আঘাতে সে বসে পড়েছে।

—আয় রামজী! ডাকু—ডাকু হ্যায়।

কালিচরণও দেখেছে নিমাইকে ছুটে আসতে। সে এগিয়ে আসে।

—কিরে?

হাঁপাচ্ছে ছেলেটা। বলে নিমাই—চলো ওস্তাদ। এখানে একটুনও থাকবো না। না কিছুতেই না। চলো—

একটা ট্যাক্সি পেয়ে যায় ভাগ্যক্রমে। সেটাকে থামিয়ে উঠে পড়ে তারা দু'জনে।

গোলকপতি দেখেছেন সব ব্যাপারটা। চন্দনার আর্তনাদও শুনেছেন। অনেক আশা নিয়ে আজ নিজের ছেলেকে পেতে চেয়েছিল সে।

কিন্তু নিমাইও তাকে ভুল বুঝেই চলে গেছে তার সব স্নেহ-ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে।

—চন্দনা।

চন্দনা অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কি অপরাধ সে করেছে ভালোভাবে বাঁচতে চেয়ে ওই ছেলেটার কাছে, তা জানে না সে। আজ তাকেও সুখী করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সুখ ছেড়ে সেই ছেলেটা ওই দুঃখ আর চরম বিপদের জীবনেই ফিরে গেল আবার।

গোলকপতি বলেন—জোর করে কাউকে ধরে রাখতে পারবে না চন্দনা।

চন্দনা কান্নাভিজে স্বরে বলে। ওকে তো ভালোবাসতে চেয়েছিলাম।

গোলকপতি বলেন—ভালোবাসার সব মূল্যজ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছে ওরা। ওই জীবনের পথে এর কোন দাম হয়তো নেই। মিছে দুঃখ করে লাভ কি? তবু ওই কালিচরণ রয়েছে, থাক ওর কাছেই।

চন্দনা বলে—মানুষ হবে না আমার একটা মাত্র ছেলে?

—মানুষের সংজ্ঞাটাও ওদের কাছে বদলে গেছে চন্দনা। দুঃখ করে লাভ কি?

চন্দনা চুপ করে ভাবছে কথাটা।

তার জীবনের এই নিবিড় শূন্যতাকে কোন যুক্তি দিয়েই ভরাতে

পারে না। মনে হয়, আজ সে ওই ছেলেটার কাছে নিদারুণভাবে হেরে গেছে। মা হয়েও তার জীবনে ওর কোন ঠাঁই নেই। ওর সব বুক জুড়ে আছে ওই যাযাবর কালিচরণ। নিঃস্ব পথের একটা মানুষের কাছে সম্রাজ্ঞী চন্দনার সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে।

হাসছে কালিচরণ হা-হা করে।

ট্যাক্সিটা এসে লেকের ধারে ছেড়ে ওরা দু'জনে বসেছে। নিমাইয়ের হাতে মুড়ি আর তেলেভাজা। ওরা দু'জনে খাচ্ছে সেই তেলেভাজা আর মুড়ি।

কালিচরণ সব শুনে হো-হো করে হেসে চলেছে।

অবাক হয় নিমাই—হাসছো কেন ওস্তাদ?

কালিচরণ বলে—তুই একটা বুদ্ধু হাঁদারাম রে। না হলে ওই ভালোমন্দ সন্দেশ আপেল সব ফেলে এসে পোড়া মুড়ি আর আলুর চপ চিবুচ্ছিস। আজ বরাত ফিরে যেতো রে। গাড়ি, ওই বাড়ি, ভালো খাওয়া, আরাম কত কি পেতিস। কতো টাকা। সব ফেলে পালিয়ে এলি পাঁচিল টপকে। ধ্যাৎ। বোকা কোথাকার।

নিমাই বলে—না। যাবো না। থাকবো না ওখানে। কিছুতেই থাকবো না। ওরা ভালো মানুষ নয় গো ওস্তাদ। ওরা ভালো নয়।

দেখছে ওকে কালিচরণ।

এখন চন্দনা আর গোলকপতি ভালোই আছে। গোলকপতিই যে এই সার্কাসের আসল মালিক তা জানতো না সে। এখন জেনেছে। যে চন্দনা আজ সত্যি করেই তার ছেলেকে ফিরে পেতে চায় তাই কৌশলে ওকে ডাকিয়ে নিয়ে গেছল ওকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

আজ কালিচরণও কথাটা ভাবে।

ওখানে থাকলে ছেলেটার ভালো হতো। লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারতো। তাদের এই যাযাবর তাঁবুর জীবনে এই কষ্টকেই মেনে নিয়েছে ছেলেটা।

ভুলই করছে সে।

নিমাই দেখছে ওস্তাদকে। ওর মুখে ভাবনার ছায়াটা তার নজর এড়ায়নি।

কালিচরণ বলে—কেন থাকলি না ওখানে? এখানে এই নরকে কিসের জন্যে ফিরে এলি তুই।

—ওস্তাদ! ছলছল চোখে দেখছে নিমাই ওকে।

কালিচরণ সামনে একটা ট্যাক্সি দেখে সেটাকে থামিয়ে বলে।

—ওঠ! ওঠ গাড়িতে! ওই তাঁবুতে পড়ে থেকে রাজ্যলাভ তোর হবে না। তোকে মানুষ হতে হবে। ওইখানেই থাকবি তুই! ওই বাড়িতেই তোকে নিয়ে যাবো। ফিরিয়ে দিয়ে আসবো।

কড়া স্বরে বলে কালিচরণ—ওখানেই থাকতে হবে তোকে।

চমকে ওঠে নিমাই। এই হৃদয়হীন কাঠিন্যের মধ্যে এই মানুষটাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না সে। সে না থাকলে ওস্তাদও হারিয়ে যাবে। সে ওস্তাদকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না।

যাবে না ওখানে। আজ সে মরীয়া হয়ে উঠেছে।

হাতটা ধরে আছে কালিচরণ, ওকে গাড়িতে তুলে যেন জেলখানায় বন্দী করে দেবে সে।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করে পারে না, পরক্ষণেই মরীয়া নিমাই দাঁত দিয়ে কালিচরণের হাতে কামড় বসাতে হাতটা ছেড়ে দেয় সে, আর সেই মুহূর্তেই নিমাই সিধে লেকের ভিতর দিয়ে দৌড় মারে।

পালাচ্ছে সে।

কালিচরণ ভাবেনি, এভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দেবে ছেলেটা। সেও ছুটছে ওর পিছন। নিমাই তখন প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে। চিৎকার করছে সে।

—আমি ওখানে যাবো না, কিছুতেই যাবো না, ওস্তাদ। তোমাকে ছেড়ে যেতে বলো না—না।

হাঁপিয়ে উঠেছে কালিচরণ, ওর পিছনে দৌড়চ্ছে, ভয় হয় অচেনা জায়গায় কোথায় হারিয়ে যাবে হয়তো নিমাই। তবু ধরতে পারে না ওকে কালিচরণ। ডাকছে সে—নিমাই!

নিমাই হাঁপাচ্ছে তবু ভয়ে কাছে আসে না। যেন পিছলে যাচ্ছে। কোনরকমে ধরে ফেলে তাকে। অসহায় কান্নায় গড়াচ্ছে ছেলেটা। এবার।

—ওখানে যাবো না ওস্তাদ! তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না ওস্তাদ! তোমার কাছেই থাকবো।

কালিচরণের রাগটা পড়ে গেছে। ওর সজল চোখের মিনতিভরা কান্নায় সেও ভেঙ্গে পড়ে। অবুঝ একটি শিশু—স্নেহ কোনদিন পায়নি। কিছুই পায়নি। তার মত নিঃস্ব পিতৃত্বকে তবু চোখের জলে কি গৌরবে আদৃত করেছে?

কালিচরণ বলে—ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোকে ওখানে যেতে হবে না। আমার কাছেই থাকবি।

ওর কান্নাভরা চোখে হাসির ঝিলিক জাগে। নিমাই বলে।

—সত্যি ওস্তাদ! সত্যি বলছো?

কালিচরণ ওকে কাছে টেনে নেয়—হ্যাঁ রে।

কি ভেবে বলে কালিচরণ।

—যদি ওস্তাদ কোনদিন না থাকে, সেদিন কোথায় থাকবি রে! কার কাছে?

ছেলেটা অবিশ্বাসভরা চোখে চাইল কালিচরণের দিকে।

বলে সে—ধ্যাৎ! তাই হয় নাকি। চল, তাঁবুতে ফিরতে হবে। খেলা আছে না? ডবল শো।

তার ওস্তাদের কিছুই হতে পারে না। ছেলেটা আজ নতুন করে ওর বলিষ্ঠ হাতটা জড়িয়ে ধরে। কালিচরণ অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে

একটু আগে ওখানেই কামড়েছিল ছেলেটা। ওর আর্তনাদে নিমাই সেই ক্ষতটার দিকে চেয়ে হাসলো, অপরাধীর হাসি।

দুটি মন যেন একসূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে।

খুশামনে আবার ফিরছে তারা তাদের আস্তানায়।

জুলি যেন ওদের পথ চেয়েছিল।

দুপুরে লাঞ্চও হয়ে গেছে সকলের। সার্কাস-এর খেলার প্রস্তুতি চলছে। বাইরেও খেয়ে আসেনি কালিচরণ। সার্কাস-এর মেসে গিয়ে কথাটা মনে পড়ে। আজ এ বেলায় লাঞ্চও জুটবে না তাদের।

জুলি ওদের দেখে এগিয়ে আসে।

—ওস্তাদ, তোমার লাঞ্চ আমি রেখেছি। তাঁবুতে যাও, পৌঁছে দিচ্ছি। কালিচরণ চাইল ওর দিকে।

নিমাই চুপ করে থাকে।

জুলি নিজেই এনেছে তাদের লাঞ্চ। রুটি ডাল মাংসের কারি। নিজেই সাজিয়ে দেয় মেস টেবিলে।

নিমাই মুখ বুজে আছে। কালিচরণ বলে।

—কি হল রে? খা?

জুলি হাসছে—কাম্ অন বয়। হারি আপ্।

খিদে পেয়েছিল কালিচরণের। আর খিদে সহ্য করতে পারে না সে। তাই খাবার পেয়ে খেতে শুরু করেছে। এর জন্য জুলির কাছে সে কৃতজ্ঞ। ও তবু মনে রেখেছিল তার কথা। তার জন্য খাবারও রেখেছে।

কালিচরণ বলে—মাংসটা দারুণ হয়েছে।

তখনও নিমাই খেতে বসেনি। প্যান্ট বদলাচ্ছে। দেখছে সে জুলিকে। হেসে, কি অঙ্গভঙ্গী করে ওস্তাদের পাশে একটা টুল টেনে বসে তার পাতে টিফিন কেরিয়ার থেকে মাংস তুলে দিচ্ছে জুলি!

কালিচরণ বলে—থ্যাঙ্ক্যু জুলি। জল—

জলের কুঁজো থেকে জুলি জল গড়িয়ে দেয়। কালিচরণ দেখছে নিমাইকে।

নিমাইয়ের জুলির ওই ব্যাপারটা ভাল ঠেকে না। তার চোখের সামনে সকালের সেই মহিলার ছবিটা ফুটে ওঠে। ময়নাকেও ভোলে-নি। তাদের জন্য সব গেছে নিমাইদের। মারও খেয়েছে।

প্রতিবারই একজন করে মেয়ে ওস্তাদের কাছে আসে, আর কোন বিপদ ঘনিয়ে আসে। ওই ঝকমকে মেয়েগুলোকে মনে হয় নিমাইয়ের, ওরা যেন কোন ধ্বংসের অগ্রদূতই।

—খাবি না? কালিচরণ দেখছে নিমাইকে।

ছেলেটার মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠেছে। বলে সে চাপাস্বরে—খিদে নাই।

জুলি চলে গেছে।

তাকে শো-এর জন্য তৈরি হতে হবে। নিমাই বলে এবার কঠিন স্বরে।

—ও কেন এসেছিল ওস্তাদ? এত সব করা কেন ওর?

চাইল কালিচরণ ওর দিকে।

নিমাই বলে—ওরা কেউ ভালো নয় ওস্তাদ। আবার কোন ঝামেলায় না ফেলে। ওদের মতলব ভালো নয়।

হাসছে কালিচরণ।

—তুই খুব লায়েক হয়েছিস দেখছি। এলে কি তাড়িয়ে দেব?

তার ওস্তাদকে কেউ বিপদে ফেলুক চায় না নিমাই।

বলে সে—হ্যাঁ। তাই দেবে। না পারো, আমাকে বলো। গুলতির এক গুলিতে ওর নাকটা ফটিয়ে দেব।

হাসছে কালিচরণ।

ওদিকে সার্কাসে অর্কেস্ট্রা শুরু হয়েছে।

কালিচরণ বলে—নে, ড্রেস-আপ করে নিয়ে ডিমসেদ্ধ আর কমলালেবু আছে, খেয়ে এরিনায় চল।

সকালের সেই অভিজ্ঞতার কথাটা ওরা আর আলোচনা করে না।

শো চলেছে যথারীতি। এ সময় কালিচরণের কোন দিকে নজর দিতে সময় থাকে না। একটার পর একটা খেলার ব্যবস্থা করতে হয় তাকে।

মিঃ দর্শনও তার হাতে এসব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মালিকও তাকে বলেছে, ওই কালিচরণ সম্বন্ধে। বিশ্বাসী, কাজের লোক।

ওকে যেন যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। এ মাস থেকে কালিচরণের মাইনেও বেড়েছে। মাইনে বেড়েছে রিং মাস্টার আর নিমাই-এর। সেই সঙ্গে দলের সকলেরও কিছু কিছু টাকা বাড়িয়েছে মালিকপক্ষ।

নাম বাড়ছে সার্কাসের।

কালিচরণ বলে—আরও দু' একটা বাঘ, সিংহ কিনতে হবে।

শো-এর পর দর্শনের তাঁবুতে ওদের আলোচনা বসে। আজ রমনকেও ডেকে এনেছে দর্শন।

রমনের মনমেজাজ ভাল নেই। মাইনে তার কিছু বেড়েছে। কিন্তু তার তুলনায় মাইনে বেড়েছে ওস্তাদের অনেক বেশী। জুলিকেও ভালো টাকা বাড়িয়েছে ওরা।

তবু দর্শনের ডাকে রমনকে আসতে হয়েছে।

কালিচরণই বলে সার্কাসের বাঘ, সিংহ বাড়ানোর কথা।

রমন প্রতিবাদ করতে পারে না।

জানে এ সময় প্রতিবাদ করলে ভুলই হবে।

তাই রমনও বলে—ভালো কথা। তাই আনুন। তবে তাদের ট্রেনিংও দিতে হবে।

দর্শন বলে—তার জন্য তুমি আছো, কাউল আছে।

চুপ করে যায় রমন।

কালিচরণ ভেবেছে, কথাটা বলে সে।

—আরও ঘোড়া দুটো কিনতে হবে। জুলি ঘোড়ার নতুন খেলা

দেখাবে। সেটা আমিই শিখিয়ে নেব।

রমন চাইল ওর দিকে।

আজ তার উপর থেকে শেখাবার দায়িত্ব ওরা সরিয়ে নিতে চায়।

রমন চুপ করে থাকে। জুলিই খুশি হবার ভান করে বলে—তাই নাকি। ইটস এ প্লেজার ওস্তাদ।

কিছুদিনের মধ্যে দেখেছে রমন, ওই কালিচরণ তাকেই সবদিক থেকে বঞ্চিত করতে চলেছে। সার্কাস-এ সেই ছিল নাম্বার টু! দর্শনের পরই ছিল তার কর্তৃত্ব। বাঘগুলোকে নিয়ে খেলা দেখাতো—সে ছিল সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ লোক। আজ সেই পদে এসে গেছে কালিচরণ। একেবারে বাইরে থেকে এসে ক' মাসের মধ্যেই এখানের প্রায় সর্বেসর্বা হয়েছে। আজ দেখেছে, মালিক নিজে ওদের তার বাংলোয় নিমন্ত্রণ করে গেছল।

আর সবচেয়ে মনে মনে চটে উঠেছে রমন ইদানীং জুলির ব্যবহারে। এতকাল ধরে জুলি তাকে মেনে এসেছে। খাতির করেছে।

ওই মেয়েটার ওপর রমনের নজর অনেক দিনের। কিন্তু সেই জুলি এখন তাকেও যেন এড়িয়ে চলে।

রাতের বেলায় রমন গেছে জুলির টেণ্টে, একটু জমিয়ে বসবে। এতকাল ওইভাবেই ওখানে বসে মদ গিলেছে রমন। কিন্তু জুলি এখন বলে।

—এ সময় আমার টেণ্টে এসো না রমন।

অবাক হয় রমন—কেন? কোন্ শ্লা কি বলবে রমনকে?

জুলি চাইল ওর দিকে। ধূর্ত মেয়েটা দেখছে ওকে। বলে সে।

—সে রাত্রে ওস্তাদ তোমাকে দেখেছিল আমার তাঁবু হতে বের হতে।

কথাটা মনে পড়ে রমনের।

মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বেশ মেজাজ দিয়ে বলে রমন।

—সো হোয়াট। কেউ কিছু বলেছে নাকি? দ্যাট বাস্টার্ড ওস্তাদ?

জুলির এখন নিজেকে দাঁড়াতে হবে। রমনের কোন পজিশনই আর নেই। ওস্তাদকে তার হাতে রাখতে হবে। জানে জুলি, এখানে সব খবরই ওস্তাদের কানে যায়।

এসব কথা ও শুনতে পেলে জুলিরই ক্ষতি হবে।

জুলি বলে—ওসব কথা বলবে না রমন। আই ডোণ্ট লাইক ইট। ওস্তাদ কি ভাববে।

রমন দেখছে মেয়েটাকে।

বদলে যাচ্ছে জুলিও। ওই কালিচরণের জন্যই আজ সমবেদনা বোধ করে। রমন তীব্র পরিহাসের সুরে বলে।

—খুব যে দরদ দেখছি? এঁ্যা?

—দরদ নয়। ওসব তুমি বুঝবে না রমন। বেটার লিভ দিস প্লেস। যাও তুমি। প্লীজ।

নেশাটা পেয়ে বসেছে রমনকে।

ওই কথাগুলো যেন চাবুকের মত বাজে। রুখে দাঁড়াতে চায় রমন। মনেহয় আজ তার সবকিছুই কেড়ে নিয়েছে ওই কালিচরণ। তার প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি মায় জুলিকেও। চুপ করে থাকে রমন। রাগে ফুলছে সে। জুলি বলে।

—তুমি যাও। প্লিজ!

জুলিকে চটাতে সাহস করে না রমন। অপমানটা সহ্য করে বলে—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। তবে কাজটা ভাল করলে না জুলি। গুড নাইট!

বের হয়ে এল রমন টলতে টলতে।

রমন সেই থেকেই লক্ষ্য করে। জুলি এখন ওস্তাদের সঙ্গে যখন-তখন হেসে কথা বলে, আজও দেখেছে ওস্তাদ ফিরেছে দেরিতে।

জুলিই তার জন্য মেস থেকে নিজের টিফিন কেরিয়ারে খাবার রেখে দিয়েছিল, নিজে ওর তাঁবুতে গিয়ে খাইয়ে এসেছে।

রমনের মনের জ্বালাটা বেড়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না। তাই সায় দেয় ওদের পরিকল্পনায়।

কালিচরণ নতুন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নতুন করে সার্কাসকে গড়ে তুলছে সে।

ক্লাউন ওই লরেল হার্ডির জুটি মাঝে মাঝে এক একটা কাণ্ড বাধায়। সার্কাসের এরিনাতে বোকার মত কাজ করে, বাস্তব জীবনেও তাদের তেমনি কাণ্ড ঘটে যায়।

সেবার ঘোড়ার ছোলা চুরি করা নিয়ে ধরা পড়ে একটা সীন করেছিল। কালিচরণ তার খাবার বরাদ্দ বাড়িয়েছে দর্শনকে বলে।

ক'দিন চুপচাপ থাকার পরই কাণ্ডটা বাধে।

সাইকেলের খেলা দেখায় মিস রোজি। কালো মুষকো চেহারা, বিশাল দেহ মহিলার। ইদানীং পেরেরা আর সিটকে পুঁচকে বিঠল দু'জনে যুগপৎ ওই মহিলার প্রেমে পড়েছে। বিশাল পেরেরা স্বপ্ন দেখে, একদিন এই ক্লাউনের জীবন ছেড়ে কিছু টাকা জমিয়ে তারা দু'জনে ঘর বাঁধবে।

রোজি বলে—মাই ডার্লিং!

মোটা পেরেরার ক্ষুদে চোখে পিটপিট করে প্রেমের সাড়া জাগে। পেরেরা স্বপ্ন দেখে।

রাতে তাঁবুতে ফিরে ঘুম আসে না।

গুনগুন করে গান ধরে—আই লাভ ইউ সোনি।

ওদিকে পুঁচকে বিঠলের দেখা নেই।

বিঠল এই ফাঁকে লুকিয়ে আসে রোজির তাঁবুতে। বিঠলের দৈর্ঘ্য ফুট আড়াই। রোজির হাঁটুর কাছে পড়ে যায়। রোজির বিশাল

দেহের পাশে নিজেকে হেলান দিয়ে বিঠল বলে।

—তুম্ সে প্যার হো গিয়া রোজি।

রোজি ওকে আদর করে—মাই সুইট লাভ।

রোজির বিশাল দেহের পাশে বিঠলকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিঠল যেন ছত্র-ছায়ায় রয়েছে। রোজি বিশাল দেহ নিয়ে একসঙ্গে দুই বিখ্যাত প্রেমিকাও সামলে চলেছে।

রোজির জন্য বিঠল এটা সেটা আনে। খর্চাও অনেক করে ওর জন্য।

রোজি ওকে কোলে তুলে নিয়ে একটা চুমু খেতে বিঠল যেন পুলকে মুগ্ধ হয়ে যায়।

বিঠল বলে—তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো রোজি, মাই ডিয়ার।

—হাউ নাইস বিঠল!

রোজি বিশাল কদলীকাণ্ডের মত হাত দিয়ে বিঠলকে জড়িয়ে ধরে ঢেকে ফেলে। হাঁপাচ্ছে বিঠল।

ধূর্ত মেয়েটার কাছে এ যেন এক খেলাই হয়ে উঠেছে।

পেরেরার কাছে বিঠল রাতে তাঁবুতে এসে গল্প করে।

—পেরেরা, আমি শীগগিরই সার্কাস ছেড়ে দেব। বিয়ে-থা করে ঘর বাঁধবো।

—রিয়েলি! পেরেরাও খুশী মনে বলে।

পেরেরাও রোজিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

—আমিও চলে যাব বিঠল। এই ক্লাউনের লাইফ ভাল লাগে না। দু'জনে ঘর বাঁধবো আমরা। উইথ মাই সুইট হার্ট—

দু'জনে প্রেমের স্বপ্নে মশগুল হয়ে যায়। কিন্তু ওদের সুইট হার্টের নাম কেউ জানায় না। নিমাই এদের নিভৃত সঙ্গী। নিমাই-এর ভাল লাগে এদের। সার্কাসের কোন ঘোর-প্যাঁচে এরা নেই। নিজের মনে থাকে।

পেরেরার তাঁবুতে ঢুকেছে নিমাই।

পেরেরা ওকে আশমানে তুলে আদর করে—হ্যাল্লো বয়! কাম অন!

নিমাই শুনেছে ওর কথাটা।

বলে সে—তুমি বিয়ে করছো পেরেরা ?

পেরেরার খুদে দুচোখ খুশীতে পিটপিট করে।

—হ্যাঁ। জরুর। পার্টি হবে। চার্চে প্রেয়ার হবে। তুমি ভি যাবে বয়।

বিঠল বলে—আমারও বিয়ে হবে।

অবাক হয় নিমাই—এঁ্যা!

ছোট্ট মানুষটা বলে—মঙ্গলসূত্র কিনবে বৌয়ের জন্যে। আর সাদী করে সার্কাস ছেড়ে চলে যাব।

নিমাই বলে—তা কনে কোথায় ?

বিঠল বলে—আছে। আই লাভ হার। তোমাকে জরুর দেখাবো।

নিমাই খুশী হয় না। বলে সে।

—বেশ আছো পেরেরা, বিঠলজী। মেয়েছেলেরা ভাল নয়। বিপদে পড়ে না যাও শেষতক।

হাসে পেরেরা। বিঠলও।

পেরেরা বলে—মেয়েদের ব্যাপারে তুমি কিছুই জানো না বয়। লাভ ইজ দা গড। প্রেম না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বাইবেল পড়েছো তুমি ?

বাইবেল-এর খবর রাখে না নিমাই। পেরেরা এখন খুব বাইবেল ভক্ত হয়ে উঠেছে।

ওর কথায় মাথা নাড়ে নিমাই—না।

বিঠল বলে—তাই ওসব জানো না।

পেরেরা খুদে চোখ বুজে প্রেমের স্বপ্ন দেখে। বলে সে—করেক্ট।

সেদিন সকালে ঢুকেই ব্যাপারটা দেখে পেরেরা গর্জন করে ওঠে। রোজির কাছে গেছে গাউনের কাপড় নিয়ে। রোজির ওই বিশাল দেহে বেড় দিতে একটা থান পুরোই লাগে। কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে

পেরেরা বিয়ের জিনিসপত্র কিনছে।

মিঃ দর্শনও জেনেছে পেরেরা বিয়ে করবে।

কনের খবর অবশ্য দেয়নি তখনও। তবে বিয়ে করবে পেরেরা, এটা জেনেছে সবাই। এ নিয়ে কথাও হচ্ছে সার্কাসে।

পেরেরা রোজির তাঁবুতে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো সেদিন।

রোজি তখন বিঠলকে নিয়ে গদগদ স্বরে কি বলছে—বিঠলের এইটুন দেহটা ওর কোলে। আদর খাচ্ছে সে।

পেরেরা গর্জে ওঠে।

—ইউ বাস্টার্ড। হোয়াই হিয়ার বিঠল?

বিঠল তখন রোজির বিশাল দেহের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে সদাপে শুধোয়—তুম্ কাহে হিয়া আয়া? রোজি মাই ডার্লিং, উস্‌কো হম লভ করে। সাদী করেগা উস্‌কো জানতা নেই।

পেরেরা হুঙ্কার ছাড়ে—হোয়াট?

হিমালয়ে যেন ভূমিকম্প সুরু হয়েছে। রেগে উঠেছে বিশালদেহী লোকটা। কালাপাহাড়-এর মত দেখায়, পেরেরা গর্জে ওঠে তাঁবু কাঁপিয়ে।

—রোজি লাভ্‌স মি। হম্ উসকো সাদী করেগা। তুম্ নেহি।

—কভী নেহি। রোজি ডার্লিং—বিঠলও ছাড়বার পাত্র নয়।

ফলে পেরেরা হুঙ্কার ছাড়ছে—আই শ্যাল কিল ইউ। ইউ রাস্কেল

রোজি পড়েছে বিপদে।

পেরেরা গর্জন করছে।

তাঁবু থেকে বের হয়ে এসেছে রোজি।

চীৎকার করে সে ভাগো—ভাগো হিঁয়াসে। দোনোকো হম পিটকে হালুয়া বানা দেগা।

একদিকে পুঁচকে এইটুন বিঠল, অন্যদিকে ওই মৈনাক-দেহী পেরেরা। দুই প্রেমিক আর এক বিরাট দশাসই পরী। ওদের মধ্যে বিরাট কাণ্ড বেধে গেছে ওই তাঁবুর সামনে।

সার্কাসের লোকজন জুটে গেছে। হাসছে সকলে।

পেরেরা বিঠলকে ধরার চেষ্টা করে, বিঠলও স্থট করে পিছলে গিয়ে রোজির বিশাল গাউনের তলে লুকিয়ে যায়। খুঁজছে পেরেরা।

—আই শ্যাল কিল হিম।

রোজি চিৎকার করে—হেল্প! হেল্প ম্যান।

দর্শন, কালিচরণ, নিমাই, জুলি—সকলেই এসে পড়ে ওইখানে।

ওস্তাদ পেরেরাকে একটা ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে, পুঁচকে বিঠলকে আশমানে তুলে গর্জায় কালিচরণ।

—আছড়ে শেষ করে দেব। প্রেম? অ্যাঁ, ছ' ফিট মানুষটার আবার প্রেমের গুঁতো?

রোজি গজগজ করে—লাইফ হেল করে দিল ছুটোতে মিলে ওস্তাদ।

কালিচরণ বলে—তুমিও কম নও রোজি। ওদের কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে টাকাপয়সা, এটা সেটা নিয়েছো। মদ খাও ওদের পয়সায়।

বিশাল পেরেরা ধমক খেয়ে ছোট ছেলের মত কাঁদছে। বলে সে

—রোজি হামাকে ধোঁকা দিল। চিট করল। বদ-মাশ লেড়কী।

বিঠল চিঁচিঁ করে—হমসে বহুত রূপেয়া নিল ওস্তাদ।

—শখ মিটেছে এবার? গো।

দর্শন ধমক দেয় ওদের।

রোজি হেলে-দুলে চলে গেছে তাঁবুতে। পেরেরা আর বিঠল দু'জনে এতক্ষণ খুনোখুনি চলছিল। এবার বুঝছে, দু'জনেই ঠকেছে।

পেরেরা ডাকে—বিঠল।

বিঠল চাইল ওর দিকে। পেরেরা যেন অনেক বেদনায়, অনেক মূল্যে জীবনে একটা কঠিন সত্যকে আবিষ্কার করেছে। বলে সে।

—উই বোথ আর বাস্টার্ড-ফুল বিঠল। কাম অন সোনী।

বিশালদেহী পেরেরা বিঠলকে কাঁধে তুলে নিয়ে ব্যর্থ প্রেমিক চলে গেল তাঁবুর দিকে।

নিমাই দেখছে ওদের। বলে সে।

—কি সাহেব, বলি নি? প্রেমটেম করো না। তুমি বললে লাভ ইজ গড।

পেরেরা গর্জে ওঠে—অল ননসেন্স বয়। দেয়ার ইজ নো বাস্টার্ড গড এ্যাট অল। অল ফলস্। কাম অন—লেট আস সেলিব্রেট। পিও বিঠল।

জীবনের পরম বঞ্চনা, ব্যর্থতার বেদনাকেও ওরা কি করুণ হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। নিজের দুঃখকে ভুলে গিয়ে অপরের দুঃখ দূর করার জন্য হাসির পশরা ফিরি করে।

কালিচরণ কি ভাবছে। তাঁবুতে ফিরেছে। হঠাৎ চা নিয়ে জুলিকে আসতে দেখে চাইল। কালিচরণ অবাক হয় ওকে দেখে।

—তুমি!

জুলি চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে বলে—সকাল থেকে ওইসব ঝামেলায় ছিলে, চাও খাওনি ওস্তাদ?

কথাটা মনে পড়ে কালিচরণের। চায়ে চুমুক দিতে থাকে।

বলে সে—সার্কাসের একসটেনশন নিয়ে খুব বিজি। তোমার জন্য দুটো নতুন খেলার কথা ভাবছি জুলি। গ্রেসফুল দু'টো শো।

জুলির এখন তেমন কোন খেলা নেই। ভয় হয় তার, এর পর কোম্পানী তাকে না বিদায় করে দেয়। জুলি তাই খবরটা শুনে বলে।

—সো কাইণ্ড অব ইউ, ওস্তাদ!

ওস্তাদ বলে—না, না। এত দিন আছো, কিছু খেলা শিখবে বৈকি।

রমন তাকে কোন সুযোগই দেয়নি এতোদিন।

দেখছে জুলি ওস্তাদকে। সার্কাসের সকলকেই সে খেলা শিখিয়ে দলের সম্মান বাড়িয়েছে। রমেশ-বিজয়-দেওধর, রমা-বাণী-জয়রাম এখন সেরা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে।

রোজ সকালে প্র্যাকটিস করতে হয় সকলকে।

এসব ছিল না আগে। জুলিকেও সে এরিনায় নতুন রূপে প্রেস করেছে।

অথচ দেখেছে, রমনের মত লোভী নয় ওস্তাদ। কাজ নিয়ে থাকে।

আর তার চেষ্টাতেই আজ তাদের সার্কাস অন্যসব দলকে টেক্কা দিয়ে চলেছে।

কাজ নিয়েই সর্বদাই ব্যস্ত ওস্তাদ। সকলের প্রীতি কুড়িয়েছে সে।

কারো কাছে কোন প্রত্যাশাও নেই। জুলি বলে।

—তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম ওস্তাদ।

—কেন?

একটু অবাক হয় কালিচরণ। জুলি বলে।

—জীবনে কিছুই পাইনি ওস্তাদ। ছেলেবেলায় অনেক আশা ছিল ভালো ঘর হবে, বর হবে। লেখাপড়া শিখবো আমি।

কেরালার সমুদ্রতীরে নারকেল বন ঢাকা কোন গ্রামের কথা আজও ভোলেনি মেয়েটা। সেই স্বপ্নময় জীবন যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে আজও।

কিন্তু কোন স্বপ্নই সার্থক হয়নি। তার জীবনেও একটি তরুণ এসেছিল। জন মাথাই।

জুলি বলে।

তাকে বিয়ে-থা করার পর জানলাম সে একটা জোচ্চোর। ঠগ্। আমাকে সে ঠকিয়েছে। তখন আর ফেরার পথ নেই।

শেষে সেই আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল। মারা গেছলো সমুদ্রে ডুবে। আমিও তখন থেকে সার্কাসের দলে এসে ঢুকলাম অন্য কোথাও ঠাঁই না পেয়ে।

শুনছে ওর কথাগুলো ওস্তাদ। সব জীবনের মূলেই রয়ে গেছে এমনি বেদনার্ত করুণ এক একটি ইতিহাস। তার নিজের জীবনের কঠিন বেদনা দিয়ে সে দেখতে পারে ওদের বেদনাকেও।

জুলি বলে—আজ কোথাও যাবার ঠাঁই আমার নেই। কেউ নেই।

তাই বেঁচে থাকার জন্যই এই চাকরিটা আমার দরকার ওস্তাদ।

কালিচরণ বলে—আমি কারোও ক্ষতি করিনি জুলি। করবো না। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো।

—তা জানি ওস্তাদ।

কি ভাবছে জুলি? তার চোখে কৃতজ্ঞতার ছায়া জাগে।

পেরেরা-বিঠলের সন্ধি হয়ে গেছে। দু'জনে মদ গিলে গলা জড়াজড়ি করে গাইছে—উই আর গুড পলস্।

বের হয়ে আসছে নিমাই। ওরা আনন্দেই আছে। দুঃখটাকে-বঞ্চনাকে মেনে নিয়ে বেঁচে থাকাটা অনেক সহজ।

তাঁবুতে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো নিমাই, জুলি আর কালিচরণকে দেখে। দু'জনে কি নিবিষ্ট হয়ে কথা বলছে। কালিচরণ ওকে দেখে চাইল।

ছেলেটার মুখ-চোখের কাঠিন্যতার নজর এড়ায়নি। ডাকে তাকে —আয়।

জুলি দেখছে নিমাইকে। ওইটুকু ছোট ছেলের চোখে সাবধানী জুলি দেখেছে নীরব অবহেলার কাঠিন্য। জুলি বলে।

—থ্যাঙ্কস ওস্তাদ। চলি।

নিমাই কোন কথা বলে না। বার-বার সেই কঠিন মেকি মেয়েদের মুখগুলোই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটু আগে দেখেছে, একটা মেয়েকে কেন্দ্র করে পেরেরা আর বিঠলের যুদ্ধ। আর রোজিও মজা দেখছিল ওদের নাচিয়ে।

কালিচরণ বলে—কিরে? কি হল তোর?

নিমাই বলে—ও এত কি কথা বলতে আসে ওস্তাদ?

হাসছে কালিচরণ। বলে সে।

—তোর এত রাগ কেন রে? তুই বড় হ। তারপর দেখবি তোর আমি একটা বিয়ে দেব। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবাক হয় নিমাই—বিয়ে! মেয়েদের সঙ্গে! কালিচরণ বলে।

বিয়ে তো মেয়ের সঙ্গেই হবে রে?

নিমাই ফুঁসে ওঠে—না। বিয়ে কক্‌খনো করবো না। পেরেরা-বিঠলও এ জীবনে বিয়ে করবে না বলেছে। জানো ওস্তাদ!

—তাই নাকি রে!

হাসছে ওস্তাদ। বলে সে।

—চল। এবার সামনের সপ্তাহে নতুন জানোয়ার আসবে।

দু'টো তাজা বাঘ, একটা সিংহ। আর দু'টো দারুণ কুকুরও কিনছি। একেবারে পেডিগ্রি ডগ্।

খুশী হয় নিমাই—সত্যি। ভূতনাথের সঙ্গে ওদের জানা-চেনা করিয়ে দিতে হবে। বুঝলে ওস্তাদ, ভূতোটা দারুণ হিংসুক। অন্য কোন কুকুরকে আদর করতে দেখলে যা রাগে না!

ওস্তাদ বলে—তুইও তো রাগিস রে, আমি কোনও মেয়ের সঙ্গে কাজের কথা বললেও। এ্যাঁ!

নিমাই যেন ধরা পড়ে গেছে। তার মনের অতলে এই দুর্বলতাটুকু রয়ে গেছে। সে সইতে পারে না, ওস্তাদ আর কারোও সঙ্গে বেশী মিশুক। মেয়ে হলে তো কথাই নেই। সইতে পারে না।

ওস্তাদকে এতটুকুও হারাতে চায় না সে, নিমাই বলে।

—নাগো! কেমন ভয় ভয় করে। তাই বলি ওস্তাদ। ওদের থেকে সরে থাকাই ভালো।

রমন দেখেছে ওই জুলির ব্যাপারটা। জুলি এখন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। আর পাত্তাই দেয় না তাকে। রমন তবু কাছে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু জুলি এখন যেন ওই ওস্তাদের সঙ্গেই বেশী মিশছে। আশা করেছিল রমন, সে আর জুলি বিয়ে-থা করবে। দু'জনে একসঙ্গে কাজ করবে। সে হবে এই সার্কাসের সর্বেসর্বা। কিন্তু তা হয়নি। জুলিই তার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

তবু রমন আশা ছাড়েনি।

রাতের অন্ধকারে সার্কাসের তাঁবুগুলোয় ঘুম নামে। কুয়াসা জমছে। রমন এগিয়ে আসে।

—জুলি!

জুলির চোখ লেগেছিল। তাঁবুর ফ্ল্যাপটা খুলে কাকে আসতে দেখে উঠে বসলো। গা খোলা, র‍্যাগের তলে দেহটাকে ঢেকে জুলি চাইল।

ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। চমকে ওঠে জুলি। মুখে মদের গন্ধ! রমনকে চিনেছে সে।

দু' চোখ জ্বলছে রমনের কি অতৃপ্ত জ্বালায়। সারা মনে তার হিংসার জ্বালা।

জুলি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে।

—রমন!

রমন যেন ক্ষেপে উঠেছে। সব শক্তি দিয়ে জুলিকে জড়িয়ে ধরে বলে রমন—আই লাভ ইউ জুলি। আমরা দু'জনে ঘর বাঁধবো। এখান থেকে চলে যাবো। বিলিভ মি!

জুলি নিজেকে কোনরকমে মুক্ত করে সরে দাঁড়ায়।

রাগে অপমানে জুলিও ক্ষেপে উঠেছে। ওই লোকটার ধাপ্পাটাকে চেনে সে। একবার নিদারুণভাবে ঠকেছে জুলি। আর সব হারাতে রাজী নয়।

জুলি বলে—যাও। তুমি চলে যাও।

রমন চাইল ওর দিকে।

জুলি তাঁবুর একটা গোঁজ তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। বলে সে—না গেলে এর ঘায়ে তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব। রাস্কেল কোথাকার। আই সে, গেট আউট!

রমনের নেশা ছুটে গেছে।

বলে সে—এখন নতুন নাগর জুটেছে তা জানি। তাই আজ

আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাস্। ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব। আই স্যাল সি ইট বিচ!

জুলি ফুঁসে ওঠে—গেট আউট। না হলে আমি রিপোর্ট করবো

রমন ভয় পেয়ে যায়।

জানে—ওরা এবার নতুন করে সার্কাস সাজাচ্ছে। নতুন জানোয়ার কেনা হচ্ছে। দরকার হলে ওস্তাদ নতুন রিং মাস্টারও নিয়ে আসবে তার চাকরি থাকবে না আর এখানে।

রমন গজরায়,—ঠিক আছে। যাচ্ছি। তবে কথাটা মনে থাকে যেন—ইট জর্টি বিচ!

জুলি ফুঁসছে—গেট আউট!

রাতের অন্ধকারে এই নাটক চলেছে। কালিচরণ তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

ওদিকে কালিচরণ ফিরছে তার রাতের রাউণ্ড সেরে। নতুন বাঘ সিংহ আসছে। তাদের জন্য ব্যবস্থাপত্র করতে দেরি হয়ে গেছে।

দর্শন আর সে বাইরে গেছল। গাড়ি থেকে নেমে আসছে, এদিকে হঠাৎ ওই তাঁবুটার মধ্যে কাদের চিৎকার শুনে দাঁড়িয়েছে কালিচরণ।

জুলি আর রমন উত্তেজিত স্বরে কি বলছে।

রমনকে বের হয়ে আসতে দেখে চাইল কালিচরণ।

রমন গজরাচ্ছে—ইউ বীচ দেখে নেব তোকে!

হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়ায় চাইল। সামনে ওস্তাদকে দেখে চমকে ওঠে। কালিচরণ বলে—আবার ওখানে গেছলে রাতের বেলায় ওকে বিরক্ত করতে! একদিন তোমায় নিষেধ করেছিলাম।

রমন চাইল ওর দিকে।

আজ যেন ক্ষেপে উঠেছে সে। রমন বলে।

—সো হোয়াট! হু আর ইউ? আমি রিং মাস্টার! আমি জুলিকে ভালবাসি। আই লাভ হার।

হাসছে কালিচরণ—

তাই তাঁবুর হ্যামার নিয়ে তাড়া করে তোমায়। লুক হিয়ার রমন, এই শেষবারের মত বলছি—ডিসিপ্লিন ভাঙ্গলে তোমাকে দূর করে দেব।

—হোয়াট্।

রমন এবার লাফ দিয়ে পড়ে কালিচরণের উপর।

জুলিও ছুটে আসে। জানে—রমন বাঘের মতই হিংস্র, কালিচরণকে একটা ঘুষি মেরেছে অকস্মাৎ, ছিটকে পড়েছে কালিচরণ।

রমন আবার ওকে মারতে যায়। আজ সব রাগ-জ্বালার শোধ নিতে চায় রমন। ওই লোকটাই তার সব বিপর্যয় এনেছে। জুলি বাধা দিতে আসে—রমন!

রমন ওকেই একটা লাথি মেরেছে, ছিটকে পড়ে জুলি।

কালিচরণ এবার উঠে রমনকে সোজা একটা আপার কাট ঝেড়েছে, প্রচণ্ড আঘাতে কুঁকড়ে যায় রমন, স্ট্রেট হুঁক করে ওকে ছিটকে ফেলে দেয় কালিচরণ মাটির উপর।

রমন যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। কালিচরণ ওকে তুলে ধরেছে। রমন আর্তনাদ করছে।

কালিচরণ মারে না। বলে—শেষবারের মত তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি রমন, ডিসিপ্লিন না মানলে আই শ্যাল ফিনিশ ইউ। মনে রেখো কথাটা।

জুলির ভীতচকিত চোখে কি আশ্বাস ফিরে আসে। বলে সে।

—ওস্তাদ, রক্ত পড়ছে তোমার। ডেটল আছে—

কালিচরণ বলে—থাক। ও কিছু নয়। তুমি তাঁবুতে যাও জুলি।

ছেলেটার ঘুম আসেনি।

জেগেই ছিল নিমাই।

ওস্তাদ না ফিরলে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বাইরে ওদিকে কিসের শব্দ পেয়ে উৎকর্ণ হয় সে। বের হয়ে আসে নিমাই।

ওস্তাদের গলা চিনতে তার ভুল হয় না। দেখে, রমনকে বেশ ঘা

কতক দিয়েছে ওস্তাদ। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে, জুলিও রয়েছে। রমন চলে যাবার পর জুলি এগিয়ে এসে কি বলছে।

রাতের অন্ধকারে এইসব দেখে ভাল বোধ হয় না নিমাই-এর। মনে হয় ওই মেয়েটাকে নিয়েই কোন গোলমাল বেঁধেছে আর জড়িয়ে গেছে তার ওস্তাদও।

ওস্তাদ আসছে এইদিকেই।

নিমাই কি ভেবে সরে এসে বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান করে।

আলো জ্বেলেছে ওস্তাদ। ঠোঁটটা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে।

ডেটল আনাতে হবে। নিমাই উঠে চাইল ওর দিকে।

—ওস্তাদ কি হয়েছে আবার?

কালিচরণ ধমক দিয়ে ওঠে—তুই শো তো। কিছুই হয়নি।

নিমাই চুপ করে যায়। ওস্তাদ তার কাছেও ব্যাপারটা গোপন করতে চায়। নিমাই অভিমানভরে র‍্যাগটা চাপা দিয়ে থাকে।

রমন-এর নেশা ছুটে গেছে।

ক্যাম্পে ফিরে এবার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছে লোকটা। বেশ বুঝেছে এবার বাড়াবাড়ি করলে তারই চাকরী যাবে। কালিচরণ ওস্তাদকে টলাতে পারবে না সে। নতুন জানোয়ার আসছে দরকার হলে ওস্তাদ অন্য কোন নতুন ট্রেনারকে এনে নিজেই ট্রেনিং দেবে ওদের।

জুলিকেও হারাবে রমনের জীবন থেকে, চাকরীটাও চলে যাবে।

তাই রমন পথ ঠিক করে নেয়।

অন্যত্র কোথাও চাকরীর ব্যবস্থা না করা অবধি এখানেই থাকবে সে। কালিচরণের কাছে কথা মেনেই। ততদিনে গোপনে সে চাকরীর সন্ধান করবে।

আর চাকরী অন্যত্র কোথাও পেলে এখান থেকে যাবার আগে সে চরম আঘাত দিয়ে যাবে ওই কালিচরণকে। ততদিন মুখ বুজে থাকবে রমন।

কালিচরণ ভোরে উঠে রেডি হয়ে নেয়।

তারপর ওর দিনের কাজ সুরু হয়। সকালেই কালিচরণ রমনকে তার তাঁবুতে আসতে দেখে চাইল।

রমন বলে—গুড মর্নিং ওস্তাদ!

কালিচরণ দেখছে ওকে। কাল রাতের ব্যাপারটা মনে হয় সহজ-ভাবেই নিয়েছে রমন। আর তার মনে সেটা নেই। কালিচরণও স্পোর্টসম্যান। সে সকলকে নিয়েই থাকতে চায়। রমনকে আসতে দেখে তাই খুশি হয় কালিচরণ। বলে সে।

—এসো মিঃ রমন! গুড মর্নিং। বসো!

রমন চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো।

—কি ব্যাপার? কালিচরণই বলে কথাটা!

রমন বলে—কাল রাতে নেশার ঘোরে অন্যায় করেছিলাম। মাপ করো ওস্তাদ।

কালিচরণ চাইল ওর দিকে।

রমনের মুখে চোখে অনুশোচনার ছাপ। কালিচরণ বলে।

—ঠিক আছে রমন। বাই দি বাই—এবার নতুন জানোয়ারদের ট্রেনিং দিতে হবে তোমায়। দরকার হয় আমিও সঙ্গে থাকব। এতকাল এসব করেছি।

রমন দেখছে লোকটাকে।

ধূর্ত রমন নিপুণভাবে আজ অভিনয় করে। বলে সে।

—সিওর। ডোণ্ট ইউ ওরি ওস্তাদ। ঘাবড়াতে হবে না। আমি চেষ্টা করব।

এই সপ্তাহের মধ্যেই সব জানোয়ার এসে যাবে।

রমন সানন্দে ওই বাড়তি কাজ করার কথা দিয়ে উঠে গেল।

নিমাই বসেছিল। সে শুনেছে নতুন জানোয়ার আসবে। শুধোয় সে।

—ওস্তাদ, কুকুরও আসবে তো?

সকাল থেকে কালিচরণ দেখেছে, ছেলেটা মুখ বুজেই ছিল। কাল রাতে ওকে ধমকেছে ওস্তাদ। কালিচরণ ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে —এতক্ষণ কথা বলিস নি যে? রাগ হয়েছিল বাবুর? এদিকে ওর কুকুর আনার জন্য আমি কত করছি।

হাসে নিমু। বলে সে।

—কাল রাতে রমনকে খুব ঝাড় দিয়েছিলে, না? ব্যাটা সিধে হয়েছে।

ওর দিকে চাইল কালিচরণ। ব্যাপারটা দেখেছে নিমাই।

ওস্তাদ বলে—আইন না মানলে ওষুধ দিতেই হবে। ও ঠিক হয়ে গেছে। দোষ করলে সাজা পাবে না?

নিমু বলে—দোষ ওর একার দেখলে ওস্তাদ? ওই জুলি মেমসাহেব কি কম নাকি? ওরা সবাই ত্যাঁদড়। দেখো নি রোজি মুটকীকে?

কালিচরণ চাইল ওর দিকে। ছেলেটা কবে যেন তার সমান পর্যায়ে এসে গেছে। কালিচরণ ওই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বলে—চল। ট্রাকে করে জানোয়ারগুলো আসবে। এল কি না দেখি গে।

কালিচরণ কাজে ব্যস্ত।

ট্রাক খালাস হচ্ছে। বাঘ দুটো বেশ তাজা, আর কুকুরও এসেছে।

নিমাই খুব খুশী। বাচ্চা কুকুর দুটোকে আদর করে। পেরেরা বিঠলও রয়েছে।

দর্শন বলে—বাঘের খাবার যেদিন না থাকবে, পেরেরাকে কাটলে তিনটে বাঘ খেয়ে কুলোতে পারবে না ওস্তাদ।

পেরেরা চমকে ওঠে—নো স্যার! টেক বিঠল।

পুঁচকে বিঠল বলে—আমায় দিয়ে ডগ-এর খাবার হবে বড়জোর স্যার। টেক রোজি এণ্ড পেরেরা বোথ্!

হাসছে নিমাই।

রোজিকে দেখে চাইল। সেও এসেছিল। এদিকে দেখে এগিয়ে আসে। নিমাইকে মোটকা রোজি বিরক্ত করে মাঝে মাঝে। আজও এসে বলে—ইউ সুইটি!

রোজি দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলেছে তাকে। নিমাই ছটফট করছে।

রোজি ওকে জড়িয়ে ধরে বলে—আই লাভ ইউ সোনি—ম্যারি ইউ।

বিয়ে! চমকে ওঠে নিমাই। ভয় পেয়ে গেছে সে। ভাবতে পারে না কথাটা নিমাই ব্যাকুলকণ্ঠে চিৎকার করে—ওস্তাদ, রমেশদা, প্রকাশজী, বাঁচাও। রোজি বিয়ে করবে আমাকে। ওরে বাপ্ রে। ওস্তাদ!

হাসছে ওরা। কেউই বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসে না। ওস্তাদও এসে পড়েছে।

ওকে বাঁচানো দূরের কথা। সেও হাসছে।

মিঃ দর্শনও বলে—কারেক্ট! হামি ওদের সাদী দেব ডরুর। রোজি মৎ ঘাবড়াও।

হঠাৎ হবু বরের কামড়ে রোজি আর্তনাদ করে ওঠে।

নিমাই ওর বিশাল হাতে কামড় দিতে রোজিও ছেড়ে দিয়েছে তাকে। নিমাই লাফ দিয়ে পড়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ফস্ করে গুলতি বের করে।

ওস্তাদ ধমকে ওঠে—নিমু! এ্যাই!

নিমাই রাগে অপমানে কেঁদে ফেলে—কেন? কেন যা তা বলবে আমাকে ওস্তাদ ওই রোজি মেমসাহেব? ওকে বিয়ে করতে বয়ে গেছে আমার!

হাসছে সকলে।

ওস্তাদ বলে—ঠিক আছে তাহলে ও সাদী হবে না। চল ওদিকে।

এই সহজ জীবনে রমন আবু সামিল হতে পারেনি। জুলি সেই রাতের পর থেকে রমনকে এড়িয়ে চলে।

ওদিকে এরিনায় প্র্যাকটিস চলছে। ওস্তাদ রমেশ প্রকাশ রমা জয়াদের নিয়ে ট্রাপিজ বার ব্যালান্সের খেলা প্রাকটিস করাচ্ছে। নিমাইও উঠেছে রিং-এ।

—কাম অন প্রকাশ। সেকেণ্ড রিং—

শূন্যে দোল খেয়ে প্রকাশ ভল্ট দিয়ে সেকেণ্ড রিংটা ধরে চিৎকার করে।

হুপ্‌লা!

ওটা সংকেত। ওই টাইমিং-এর উপর থার্ড রিং প্লেয়ার শূন্যে ভেসে আসবে।

চিৎকার করে ওস্তাদ—সাবাস থার্ড ম্যান।

ওদিকে নতুন বাঘ দুটোকে লোহার রেলিং-এর মধ্যে ট্রেনিং দেবার চেষ্টা করে রমন। জুলিও রয়েছে ওপাশে। রমন দেখছে বাঘিনীটাকে। নধর সুন্দর সতেজ গড়ন।

ওর চাবুকের সামনে ঘাড় ঘুরিয়ে চাপা স্বরে গজরায়—গাঁ-গাঁ-ও।

—কাম অন। চিৎকার করছে রমন। শূন্যে ওর চাবুকটা ঘুরছে। ইচ্ছে করেই সে তেজী বাঘটাকে পরপর কয়েকটা ঘা বসায়। গর্জন করে বাঘিনীটা। ওদিকে বাঘটাও খাঁচার গায়ে একটা থাবা মারে। ছুটে আসে মিঃ দর্শন।

—রমন। ইউ রমন। স্টপ ইট!

রমন যেন ক্ষেপে গেছে। ছুটে আসে ওদিক থেকে ওস্তাদ। চিৎকার করে সে—রমন!

বাঘটা চোট হয়ে গেলে সার্কাসের ক্ষতি। তাছাড়া প্রথম থেকেই মার খেলে বিগড়ে যেতে পারে। তাই ওস্তাদ নিজেই রেলিং-এর মধ্যে ঢুকে থামায় রমনকে।

চাবুকটা ফেলে দেয় ওর হাত থেকে। চিৎকার করে ওর

সহকারীকে—জয়রাম! বাঘকে নিয়ে যাও খাঁচার মধ্যে।

রমন গর্জায়—যুব বদমেজাজী জানোয়ার ওটা। তাই প্রথম দিন ওকে মেরে ভয় করিয়ে দিতে হবে ওস্তাদ। আই নো মাই জব। ডোণ্ট ডিসটার্ব মি।

অর্থাৎ রমন যে ওই জানোয়ারদের নিয়ে খেলা দেখায়, এ-বিষয়ে সে সব জানে, এই কথাটাই ঘোষণা করতে চায়।

ওস্তাদ দেখছে রমনকে।

অন্য সকল প্লেয়াররা এসে গেছে। ওস্তাদকে মুখের ওপর জবাব দিয়ে রমন নিজের কৃতিত্বটা জাহির করে আজ আনন্দ পেতে চায়। সকলের সামনে রমন ইচ্ছে করেই আজ ওস্তাদকে অপমান করেছে।

এ যেন ওস্তাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জই।

কালিচরণ এ কাজ আগেও করেছে। তার নিজের সার্কাসে সেই বাঘের খেলা দেখাতো। আজ আবার সেই কথাটাই মনে পড়ে।

ওস্তাদ বলে—কি বলছ রমন? আমি জানি কি করে ওকে ট্রেনিং দিতে হয়। তুমি না পারো, ও কাজ আমিই করব। রমন হাসছে—হোয়াট! তুমি দেখছি রিয়েল ওস্তাদই হতে চাও? তুমি ট্রেন করবে ওই বাঘিনীকে?

এ যেন কালিচরণের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। কালিচরণ বলে—তাই করবো। ওর ভার আমিই নিচ্ছি। এখন ওকে রেস্ট নিতে দাও!

রমন চাইল ওস্তাদের দিকে।

নিমাইও এসে হাজির হয়েছে। সে দেখছে বাঘটাকে, তখনও গজরাচ্ছে আদৃত বাঘটা। কালিচরণ ওর খাঁচার সামনে গিয়ে বিড়বিড় করে।

—কোয়াইট সোনী। বি কোয়াইট।

বাঘটা তখনও গজরাচ্ছে।

নিমাই ব্যাপারটা বুঝেছে।

রাত্রি বেলায় বলে সে—ওই বাঘিনীটা খুব রাগী না ওস্তাদ ?

কালিচরণ কোনমতে বাঘটাকে শান্ত করেছে। মাঝে মাঝে ওর খাঁচার সামনে যায়। ডাকে ওকে—বাঘিনী কান পেতে শোনে। কখন চায় চুপ করে।

খাবার দিয়ে কালিচরণ ওকে ডাকে—কাম অন সোনী।

বাঘিনীটা প্রথমে ঠিক ভরসা করে না। কি ভেবে ধীরে ধীরে কাছে এসে মাংসটা তুলে নিয়ে সরে যায়।

রাতের অন্ধকারেও এসে দাঁড়ায় কালিচরণ ওর খাঁচার সামনে। রাত্রির অন্ধকারে ওর নীল চোখ দুটো জ্বলছে।

—সোনী !

বাঘটা কান খাড়া করে শুনছে ওই ডাকটা। লোকটাকে দেখছে সে।

কালিচরণ ভরসা করে ওর গলায় গায়ে হাত দেয়। বাঘটা কি ভেবে থাবা তোলে না, সরে যায় খাঁচার মধ্যে। দূর থেকে দেখছে তাকে।

কালিচরণ জানে, ভালবাসলে জানোয়ারও পোষ মানে। ওদের চেনে সে। কিন্তু মানুষদেরই চিনতে পারেনি।

নিমাই-এর ডাকে চাইল কালিচরণ।

নিমাই বলে—ওকে নিয়ে খেলা দেখিও না ওস্তাদ। ওটা খুব রাগী।

হাসে কালিচরণ—মারলে বাগবে না ? দেখবি কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ও।

নিমাই-এর ভয় করে।

ওটা বাঘিনী। সেই মেয়েছেলেই। ওস্তাদের যত বিপদ ওই মেয়েজাতের কাছেই।

নিমাই বলে—ওটা বদরাগী ওস্তাদ।

হাসে ওস্তাদ।

কালিচরণের কাছে এটা যেন একটা চ্যালেঞ্জ।

মিঃ দর্শন বলে—ওটাকে এখন কিছু দিন না বের করাই ভাল ওস্তাদ।

কিন্তু কালিচরণ সে কথা শোনেনি।

সকালে ওকে ঘেরা জায়গায় বের করেছে। সকলেই সন্ত্রস্ত। রমন বলে।

—ওকে বের করো না ওস্তাদ। তুমি পারবে না ম্যানেজ করতে।

নিমাই এসেছে। কালিচরণ তবু বের করে ওটাকে।

কাম অন সোনী!

বাঘটা দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। দু'-চার মিনিট ওকে ঘুরিয়ে চলেছে কালিচরণ। স্তব্ধ পরিবেশ। কে জানে কখন কি করে ওটা? কিন্তু অবাক হয় সকলে। বাঘটা নিরীহভাবেই ঘুরে-ফিরে আবার খাঁচায় গিয়ে ঢুকলো।

সকলে হঠাৎ কি উৎসাহে হাততালি দিয়ে ওঠে।

চিৎকার করে রমেশ—জিতা রও ওস্তাদ! না জবাব ওস্তাদ!

মিঃ দর্শনও অবাক হয়—ওস্তাদ, ইউ আর রিয়েলি গ্রেট!

ছুটে আসে নিমাই। তার ওস্তাদ আজও হারেনি। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে ওস্তাদকে। কালিচরণ বলে।

—চল। বাইরে চল। রমন অন্য বাঘদের ড্রিল করাক একটু।

রমন চুপ করে দেখে মাত্র ব্যাপারটা। কোন কথাই বলে না।

জুলিও কেন জানে না এক উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে বুক কাঁপছে তার। কয়েকমাসেই লোকটাকে দেখেছে জুলি, বিচিত্র মানুষ ওই ওস্তাদ।

দলের সকলের জন্য ওর দরদ, ভাবনা। নিজের চাওয়া বলে কিছু নেই। দাবীও নেই। রমনের মত লোভী, নীচও নয়। তাকেও এতদিন রমন ভালো আইটেম দেবার ছল করে শুধু ঠকিয়েছিল। আর সবকিছু লুটে নিতে চেয়েছিল।

ওই ওস্তাদ তাকে এখন ভালো আইটেম দিয়েছে। অক্লান্তভাবে

তাকে ঘোড়ার পিঠে বসে কিছু নতুন খেলাও শিখিয়েছে। এখন কমাসেই জুলি ভালো প্লেয়ার হয়ে উঠেছে।

জুলি দেখেছিল, রমন কদিন ধরেই যেন একটা মতলব ভাঁজছে। হয়তো ইচ্ছে করেই সার্কাসের ক্ষতি করার জন্য নতুন বাঘিনীটাকে মেরেছিল। আর তার জন্য বকাবকি করতে রমন যেন চ্যালেঞ্জ করে জানায় কথাটা।

কারণ সে জানে, এ সার্কাসে তার চেয়ে বড় ট্রেনার আর নাকি নেই।

কিন্তু তার সবকিছুকে নস্যাৎ করে দিয়ে আজ ওস্তাদ নিজেই ওই মারমুখী বাঘিনীটাকে ট্রেনিং দিতে এসেছিল। কে জানে কি হবে?

এর আগে জুলি দেখেছিল, অন্য সার্কাসে এমনি বদমেজাজী বাঘের কবলে তাদের ট্রেনারকে শেষ হয়ে যেতে।

আজ তাই সে ছুটে গেছল সকালে ওস্তাদের তাঁবুতে। বলেছিল।

—ওকে ট্রেনিং দিতে যেও না ওস্তাদ! ডেঞ্জারাস অ্যানিম্যাল।

কথাটায় হেসেছিল মাত্র ওস্তাদ। বলে—বাঘ চিরকালই ডেঞ্জারাস। তবু কি জানো জুলি, ভালোবাসলে বনের বাঘও বোঝে!

জুলি চাইল ওর দিকে।

লোকটার কথায় বলে জুলি—বনের জানোয়ারকে ভালোবেসে শান্ত করতে পারো ওস্তাদ, কিন্তু মানুষকে—

হাসে ওস্তাদ। কোথায় এই মানুষের কাছে হেরে গেছে সে। বেদনার্ত সেই কাহিনীকে স্মরণ করতে চায় না সে। বলে ওস্তাদ বিষণ্ণ স্বরে!

—মানুষকেই চিনলাম না জুলি!

জুলি দেখেছে মানুষটার মনের অতলে একটি অব্যক্ত বেদনাকে। তবু ওই মানুষটাকে অজান্তেই ভালোবেসে ফেলেছে জুলি। তাই বুকভরা উৎকণ্ঠা নিয়ে সেও এসেছিল। বাঘিনীটাকে ঘুরিয়ে এক আধটু ট্রেনিং দিয়ে আজকের মত খাঁচায় রেখে বের হয়ে আসতে, জুলিও ছুটে আসে।

—ওস্তাদ! গুড লাক ওস্তাদ!

জুলি ওর হাতটা জড়িয়ে ধরে হাসছে। বলে সে।

—ইউ আর রিয়েলি গ্রেট ওস্তাদ!

রমন দেখেছে ব্যাপারটা। সারা সার্কাসের ছেলেমেয়েরা ওকে অভিনন্দন জানায়। জড়িয়ে ধরে। সেই-যে এই সার্কাসের সেরা ওস্তাদ, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রমনের কোন প্রাধান্যই যে নেই, এটা ওরা সকলে, মায় দর্শনজী অবধিও জেনে গেছে।

রমন চুপ করে থাকে। রাগে সে বন্দী জানোয়ারের মত ফুঁসছে।

তাদের সার্কাসও বিভিন্ন শহর ঘুরে আবার শীতের মরশুমে এসে পৌঁচেছে কলকাতায় এবার জাঁকজমক করে দ্বিগুণ কলেবরে ফিরেছে তাদের সার্কাস।

ওই একটি মানুষই এই সার্কাসের রূপ বদলে দিয়েছে। মনে মনে গোলকপতি খুশি হয়েছেন।

টাকার আমদানী দেখলে তিনি খুশী হন।

কিন্তু হেরে গেছে চন্দনা। সেদিনের সেই চরম ব্যর্থতার কথা ভোলেনি সে। একটা ছোট্ট শিশুও তার সব সম্পদকে অবহেলা করে, সব ফেলে পালিয়ে গেছল ওই যাযাবর জীবনের পথে। ওই বিচিত্র কালিচরণই তার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে, সেখানে চন্দনার কোন ঠাঁই নেই। সম্পদের কোন মূল্যই সে দেয়নি। মেনে নিয়েছে ওই নিঃস্ব যাযাবর মানুষটাকেই।

গোলকপতি বলেন—ছেলেটাও দারুণ অ্যাসেট। ও নাকি এবার ন্যাশনাল প্রাইজ পাবে।

চন্দনা চাইল গোলকপতির দিকে। বলে সে—ছেলেটাকে ওই পথ থেকে ফেরাতে পারলাম না। কি যে পেয়েছে ওখানে কে জানে?

গোলকপতি চুপ করেই থাকেন।

চন্দনার এই নিঃস্বতার বেদনাকে তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর করার

কিছুই নেই। বলেন গোলকপতি।

—তবু ভালোই ব্যবস্থা করেছি তাদের। দর্শনজী চলে যাবে রিটায়ার করে। ওস্তাদই দলের ম্যানেজার হবে।

চটে ওঠে চন্দনা। ওই ওস্তাদ কালিচরণ তার সব কেড়ে নিয়েছে। তার জীবনটাকেও শূন্য করে দিয়েছে! ছেলেটাও আটকে গেছে সেখানে ওই লোকটার মায়ায়। হেরে গেছে নিদারুণভাবে চন্দনা তার কাছে।

গোলকপতি বলেন—সার্কাস কলকাতায় এসেছে। কাল প্রেস-শো। স্পেশাল খেলাও দেখানো হবে। তোমাকেও যেতে হবে চন্দনা। ওরা খুশি হবে।

চন্দনা প্রতিবাদ করে—না। ওখানে যাবো না।

গোলকপতি বলেন—জানো কালকের অনুষ্ঠানে কর্তাদের নিয়ে আসছি। কালকের অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করছে সরকারী স্বীকৃতির ফলাফল। আমার সার্কাস ন্যাশনাল প্রাইজ পাবে।

গোলকপতি টাকা অনেক রোজগার করেছেন, কিন্তু এ স্বীকৃতি টাকায় কেনা যায় না। চন্দনাকেও তাই যেতে হবে। কর্তাদের আপ্যায়নের যেন কোন ত্রুটি না হয়।

গোলকপতি বলেন—ছেলেটাকে দেখোনি অনেকদিন, একবার দেখে আসবে। এখন নাকি দারুণ এক্সপার্ট হয়েছে।

চন্দনার মনের অতলেও ব্যাকুলতা জাগে। বারবার কাছে পেতে ইচ্ছা হয় তার ছেলেকে। তারই আত্মজ সে—এই ব্যাকুলতাকে চন্দনা অস্বীকার করতে পারে না।

আয়োজনের কোন ত্রুটিই নেই।

বিরাট তাঁবুটা আলোয় সেজে উঠেছে। ওস্তাদ কালিচরণের সময় নেই! বিভিন্ন প্লেয়ারদের সামনে আজ কঠিন পরীক্ষা। তাদের সার্কাস আজ ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পাবে।

সারা তাঁবু ভরে গেছে লোকজন দর্শকদের ভিড়ে। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা এসেছে সকলেই। ওদিকে শিল্পীরাও তৈরি হচ্ছে। ড্রেস আপ্ করছে জুলি। আজ তারও তিনটে আইটেম রয়েছে খেলায়।

—কিরে, পারবি তো? ওস্তাদ নিমাইকেও কাছে টেনে নেয়।

নিমাই এখন পাকা হয়ে উঠেছে। তার কুকুরবাহিনা, পুঁটু-সুন্দরীও রয়েছে, ওদিকে বাদামীর পিঠে হাত বোলাচ্ছিল নিমাই। তার পোষাকও আজ বেশ ঝকমকে।

নিমাই বলে—তোমার মুখ রাখবো ওস্তাদ।

ওকে কাছে টেনে নেয় ওস্তাদ—দেখিস! তুই হবি চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার, আমার হাতে তৈরি বেস্ট ইয়ং ইণ্ডিয়ান শো বয়। পারবি তো রে?

নিমাই জড়িয়ে ধরে ওস্তাদকে।

রমেশ, প্রমথ, রমা ট্রাপিজের দলও তৈরি! পেরেরা-বিঠল রোজি মিলে এখন নতুন টিম হয়েছে। ওদের সঙ্গে রয়েছে একটা গাধা!

বিশাল পেরেরা বলে—টু-ডে মাই স্পেশাল ওস্তাদ! মাই সুইটি—

দুম্ করে এইটুন পুঁচকে বিঠলকে কোলে তুলে চুমু খায়। ট্রেণ্ড গাধাটাও চিৎকার করে ওঠে হিংসায়। গর্জন করে পেরেরা।

সাট্-আপ বাস্টার্ড গাধা কা বাচ্চে।

হাসছে ওরা সবাই।

সব আয়োজন হয়ে গেছে। তাঁবুতে লোক ধরে না। ব্যাণ্ড-এ সুর ওঠে।

এরিনায় এসে দাঁড়িয়েছে প্লেয়াররা দর্শকদের অভিনন্দন জানাতে। আলোর বন্যায় রং-বেরংয়ের ফুল ফুটেছে, ওরই চারপাশে বাদামীর পিঠে সওয়ার হয়ে রাজপুত্রের বেশে এসেছে নিমাই। শূন্যে ভর করে বাদামীর পিঠে হাওয়ার বেগে এক চক্কর ঘুরে অভিনন্দন জানিয়ে বের হয়ে গেল সে। হাততালির শব্দে তাঁবু ভরে ওঠে।

ফ্ল্যাশ জ্বলছে। টি. ভি. ক্যামেরাতে ছবি উঠছে অনুষ্ঠানের।

দর্শকদের মধ্যে মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে এসেছে চন্দনা আর গোলকপতি।

ব্যাকুল নয়নে চেয়ে থাকে চন্দনা, তার ছেলের দিকে। সেও হাততালি দেয়।

এর পর শুরু হয়েছে ট্রাপিজের খেলা।

শূন্যপথে একঝাঁক ফুল নানা রং-বাহার নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির বর্ণালী নিয়ে উড়ছে ওরা আকাশে, খসে পড়া মালার মত!

মুগ্ধ দর্শকরা হাততালি দেয়।

পেরেরা, বিঠল, রোজি আর গাধা কোম্পানীও হাসির তুফান তোলে সারা তাঁবুতে।

একটি উজ্জ্বল রেখায় ছুটে আসছে বাদামী—শূন্য থেকে দু'তিনটে সামার-ভল্ট খেয়ে নেমে আসে নিমাই, বাদামীও জানে ও আসবে। পিঠে এসে দাঁড়িয়েছে নিমাই, বাদামীও ছুটছে—শূন্যে ঘুর-পাক খাচ্ছে নিমাই।

আজ সেও যেন মেতে উঠেছে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ইয়ং প্লেয়ারের স্বীকৃতি তাকে পেতেই হবে!

ওস্তাদের অবদান এর পিছনে। প্রতিটি খেলা ঠিকমত চলেছে। হঠাৎ মিঃ দর্শন এসে খবর দেয় রিংয়ের ওদিকে।

খবরটা শুনে চমকে ওঠে ওস্তাদ।

—সর্বনাশ!

দর্শনজী বলে—রমন বৈকাল থেকেই সিক। দাস্ত বমিও করেছে। তখন বলেনি, ভেবেছিল সেরে যাবে।

ওস্তাদ ভাবনায় পড়ে। তাদের জানোয়ারের খেলা একটা মেন আইটেম। রমনই লীড নেয়, সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দু'জন থাকে। মাঝে মাঝে ওস্তাদও নিজে নামে রিং-এ।

আজ অন্য সব খেলা, অন্য আইটেম নিয়ে ওস্তাদ ব্যস্ত। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। এই সময় ওই খবর পেয়ে চমকে ওঠে কালিচরণ। নিজেই এগিয়ে যায় রমনের তাঁবুর দিকে।

রমন ভেবেচিন্তেই কাজটা করেছে। এতদিন ধরে মনে মনে রাগটা পুষে রেখেছিল। ধূর্ত শয়তান মানুষটা আজ দেখেছে, ওস্তাদের জন্য এ সার্কাস আজ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেতে চলেছে।

এতকাল পর রমন তার অপমানের জবাব দেবে। আর প্ল্যানটা সে করেছে নিখুঁতভাবেই।

ওদিকে সবাই ব্যস্ত। রমন এই ফাঁকে তাজা বাঘিনীটাকে ডবল ডোজে 'ডোপ' ইঞ্জেকশন দিয়ে তাকে উত্তেজিত, হিংস্র করে রেখেছে।

ওই বাঘিনীটার উপর কালিচরণ ওস্তাদের এখন খুব বিশ্বাস। তাই ওটাকে দিয়েই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায় সে।

তারপর কাজ শেষ করে রমন নিজে বেশ খানিকটা জোলাপ গিলে এবার শয্যা নিয়েছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে।

—রমন!

রমন বারকয়েক বাথরুমে গেছে, লোকদেখানি বমিও করেছে কয়েকবার। র‍্যাগ চাপা দিয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। ওস্তাদকে দেখে বলে সে।

—আজ খেলায় নামতে পারলাম না সিক হয়ে গেলাম ওস্তাদ। প্রেস্টিজ অব দি সার্কাস আজ আমার জন্য এট্ ষ্টেক্ হয়ে গেলো ওস্তাদ!

রমন ক্যাম্পখাটে শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে কি ব্যাকুলতা।

রমন নিখুঁত ভাবেই অভিনয় করে চলেছে ওদের সামনে। কালিচরণ, মিঃ দর্শন দু'জনেই এসেছে।

ওদিকে এরিনায় পুরাদমে খেলা চলেছে; হাসি করতালির শব্দ ওঠে। ওই দর্শকরা এমনকি প্লেয়াররাও জানে না যে রমন হঠাৎ অসুস্থ, আজ বাঘ সিংহের খেলাগুলো হয়তো হবে না। এগুলো তাদের সার্কাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, এগুলোই বাদ পড়ে যাবে আজ।

মিঃ দর্শন বিপদে পড়ে। অসহায়ভাবে বলে সে।

—কি হবে ওস্তাদ!

কালিচরণ ভাবছে। সামনে তাদের বিরাট সমস্যা। রমন সত্যিই অসুস্থ। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে তার দেহ।

কালিচরণ জানে এখবর চাউর করা ঠিক হবে না। বলে সে।

—এখন চুপচাপ থাকো মিঃ দর্শন। এসব খবর প্রকাশ হলে প্লেয়াররা পুরা মুডে খেলা দেখাচ্ছে, ওদের মুড নষ্ট হয়ে যাবে। আর দর্শকরা জানতে পারলে বিপদ হবে!

মিঃ দর্শন বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে। এসব কথা প্রকাশ পেলে দর্শকরা ক্ষেপে উঠে সর্বনাশই বাধাবে। মিঃ দর্শন বলে।

—কিন্তু কি হবে ওস্তাদ? জন্তু জানোয়ারের খেলাগুলো না দেখাতে পারলে দে উইল কিল্ আস্। সত্যনাশ হবে!

রমন-এর যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ ফুটে ওঠে।

বিরাট সর্বনাশ হবে তা বুঝেছে কালিচরণও। আজ আর কোন পথ নেই। কালিচরণ ওস্তাদ আজ যেন কি শপথ নিয়ে জেগে উঠেছে। বলে সে।

—ডোণ্ট ওরি দর্শন! খেলা হবে!

চমকে ওঠে মিঃ দর্শন—জানোয়ারের খেলা হবে? কে দেখাবে?

ওস্তাদ বলে—আমিই রিং-এ নামবো আজ, সঙ্গে জয়রাম আর সুলতান থাকবে।

মিঃ দর্শন অবাক হয়—সে কি! ওস্তাদ—

ওস্তাদ বলে—তুমি ভেবোনা মিঃ দর্শন। এভরি থিং উইল বি ও কে!

রমন দেখছে ওস্তাদকে। ওর মুখে হাসির আভা ফুটে ওঠে। বলে সে।

—ইউ আর রিয়েলি গ্রেট ওস্তাদ। মিঃ কালিচরণ! এ রিয়েল ওস্তাদ!

ওরা চলে গেছে। রমন এবার উঠে বসে। ও জানতো ওস্তাদকে সে ঠিক জালে ফেলবে। এবার কাজ হাসিল হবে তার। লোকটার মুখে কঠিন যন্ত্রণার ছায়া মুছে কুটিল হাসির আভা ফুটে ওঠে। শয়তানের মত দেখায় তাকে।

রমন কিছুদিন ধরে ব্যাপারটা মনে মনে ভেবেছে।

এতদিন ধরে এই সার্কাস-এ রমনই ছিল এক নম্বর প্লেয়ার, তার তখন যৌবন বয়স।

রিং-ট্রাপিজ-বার এরিণার অনেক খেলাই দেখাতো সে।

কেরালার কোন নীল সমুদ্রের খাড়ির রূপালী বালুচরের পাশে নারকেলগাছ ঘেরা একটি গ্রামে তার বাড়ি। অতীতে রমন তেমনি একটি গ্রাম থেকে বের হয়ে বিচিত্র জীবনের পথ চলতে চলতে এসে আশ্রয় পেয়েছিল এই সার্কাসে।

মিঃ দর্শনই তাকে ঠাঁই দেয়।

ক্রমশ রমন খেলাগুলোকে রপ্ত করে নিয়েছিল, এই সার্কাসের একজন প্রধান খেলোয়াড় হয়ে ওঠে।

আশা করেছিল রমন এবার সেই-ই হবে এ দলের চিফ্ ট্রেনার। এতকাল ধরে রমন সার্কাস-এর এরিণা ম্যানেজার ছিল, নিজে বাঘ সিংহদের ট্রেনিং দিয়ে খেলা দেখাতো।

রমন আশা করেছিল ট্রেনার থেকে চিফ্ ট্রেনার কাম্ ম্যানেজারই হবে। আর সেই সঙ্গে মেয়েটার সঙ্গে প্রেম ত চালাচ্ছিল।

কিন্তু ওস্তাদ কালিচরণ এই দলে আশার পর থেকেই রমনের সেই

সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে একটা অদৃশ্য ফাটলের সুরু হয়ে যায়।

রমনের সামনেই ওই কালিচরণ ক্রমশঃ তার যোগ্যতা আর ব্যক্তিত্ব দিয়ে দলের সামনের সারিতে এসে যায়। বাঘ সিংহদেরও ট্রেনিং দেয়, এরিণাতে সমস্ত প্লেয়ারদের নিয়ে তালিম দেয়, নোতুন খেলার পরিকল্পনা করে, খেলা শেখায়।

নিজেও সেইসব খেলায় অংশ নেয়।

রমনকে এই ভাবেই ক্রমশঃ যেন কোন ঠাসা করে এনেছে ওই ওস্তাদ। আর রমনের সেই প্রাধান্য নেই, ওকে কেবল বাঘ সিংহের খেলার ভারই দিয়ে রেখেছে।

মনে মনে এটা কঠিন অপমান বলেই ধরে নিয়েছে রমন, আরও ক্ষুব্ধ হয়েছে রমন তার ওই প্রেমিকার ব্যাপার নিয়েও কালিচরণকে কথা বলতে দেখে। দলের যেন সেই কর্তা। রমনকে প্রকাশ্যে যা তা বলেছে ওস্তাদ দর্শনও সেটাকে নীরবে সমর্থন করেছে।

রমন আর এসব মুখবুজে সহ্য করবে না। তাই এই পথই নিয়েছে রমন। জানে ওই হিংস্র বাঘিনীটা যে কোন মুহূর্তে সর্বনাশ করতে পারে। সব জেনেশুনেই রমন আজ ওই ওস্তাদ কালিচরণকে তার পথ থেকে কৌশলে চিরদিনের জন্য সরিয়ে দেবার সংকল্প নিয়েছে সঙ্গোপনে।

খাঁচার মধ্যে বন্দী হিংস্র বাঘিনীটা ইন্‌জেক্‌শন-এর খোঁচায় গর্‌গর্‌ করে ওঠে। রমন বাঘিনীকে উত্তেজিত হিংস্র করে তোলার জন্য উত্তেজক ওই ইন্‌জেকশনটা গোপনে দিয়ে সরে এসে আবার তার তাঁবুর বিছানায় শুয়ে পড়ে।

সারা এরিনাকে উঁচু লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা হয়ে যায়।

এবার শুরু হচ্ছে জানোয়ারদের খেলা।

নিমাইয়ের এখন শো নেই। আজ সে অপূর্ব খেলা দেখিয়েছে

সেরা পুরস্কার তারই। ছুটে আসে সে আনন্দের খবরটা জানাতে ওস্তাদকে!

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ওস্তাদের পোষাক দেখে। আজ তাকেই জানোয়ারের খেলা দেখাতে হবে। রমন শয্যাশায়ী।

ওস্তাদের পরনে লাল কর্ডের প্যাণ্ট, শার্টের উপর কালো ওয়াশ-কিট, বো টাই, হাতে চাবুক।

সিংহ, বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ওই হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে চোখের ভাষায় কি কথা বলছে। এ সময় চাই একাগ্রতা-তন্ময় ভাব। মানুষকে যেন বিশ্বাস করতে পারে ওরা।

ওস্তাদ এই সময় বদলে যায়।

মিঃ দর্শনও জানে সেটা! তাই নিমাইকে থামায়।

—এখন নয়, পরে বলো ওসব কথা নিমু!

নিমাই দেখছে জানোয়ারগুলোকে, খাঁচা থেকে এক একটা বাঘকে বের করছে তার সহকারীরা, লাফ দিয়ে নামছে ওই এরিনার মধ্যে এক একটা মৃত্যুদূত।

চোখে ওদের নীলাভ দ্যুতি, জিভটা বের হয়ে আসে। মাঝে মাঝে গজরাচ্ছে, গাঁ—গাঁ!

চাবুকের শব্দ ওঠে হাওয়ায়। চিৎকার করছে ওস্তাদ!

—কাম্ অন্? কাম্ অন্ রীতা, ইউ বয়—হ্যাল্লো মিতা? বাঘদেরও এক একটা নাম আছে। ওদের ডেকে ডেকে এক একটা ফিগার করাচ্ছে।

সিংহ দুটো কেশর ফুলিয়ে দুপা তুলে দর্শকদের অভিনন্দন জানায় বজ্র-নির্ঘোষে। বাঘগুলো লাইন করে এ ওর সামনে দাঁড়িয়েছে, মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসছে ওস্তাদ কালিচরণ।

হাততালির শব্দ ওঠে।

রিং-এর ওদিকে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে দেখছে নিমাই।

ওই এতগুলো জানোয়ার নিয়ে একা কোনদিন খেলা দেখায়নি

ওস্তাদ। নিমাই নজর রাখছে ওদের উপর। এ যেন কি এক কঠিন মুহূর্ত—তার বুকে ঝড় বয়ে চলেছে।

দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে দেখছে বিচিত্র ওই খেলা। মৃত্যুকে সামনে রেখে ওস্তাদ আজ এত লোকের মনোরঞ্জনে নেমেছে,—কাম্ অন্ সোনী!

বাঘিনীটাকে সে বিশেষ একটা খেলায় নামায়। আগুনের রিং জ্বলছে, ওই জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে বাঘিনীটা লাফ দিয়ে বের হয়।

—কাম অন্!

চাবুকটা হাওয়ায় হাঁকাচ্ছে। ওস্তাদের ভারি গলায় স্বর নিস্তব্ধ তাঁবুতে ছড়িয়ে পড়ে। বাঘিনীটার মেজাজ আজ ভালো নেই। সারা শরীরে কি উত্তেজনা, তার দেহে মনে এসেছে সেই নেশার ঘোরে আরণ্যক হিংস্রতা। ঘাড় ফিরিয়ে গজরাচ্ছে সে—গাঁ-গাঁ—

কাম অন!

ওস্তাদ চিৎকার করছে, হাতের চাবুক এসে পড়েছে পিঠে।

চকিতের মধ্যে আদিম হিংসা নিয়ে বাঘিনীটা লাফ দিয়ে পড়বে ঠিক ভাবতে পারেনি ওস্তাদ। বাঘিনীটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠে শূন্যে তার বিশাল থাবাটা চালিয়েছে, নিজেকে সরিয়ে নিতে গিয়েও পারে না ওস্তাদ। ওদিকে আগুনের বেড়া-জাল, থাবাটা এসে পড়েছে ওর মাথায়।

প্রচণ্ড গর্জনে বাঘিনী লাফ দিয়ে পড়েছে। ছিটকে পড়ে ওস্তাদ!

কলরব-আর্তনাদ ওঠে।

চিৎকার করে ওঠে নিমাই—ওস্তাদ!

সুলতান-জয়রাম ওদিকে দু'জন কিপার বিপদের গুরুত্ব বুঝে ওস্তাদের রক্তাক্ত দেহটাকে টেনে আনছে, সুলতান জানোয়ারগুলোকে খাঁচায় পোরার চেষ্টা করছে।

কোলাহল কলরব ওঠে। সারা তাঁবুর হাজার দর্শক ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

রমনও কান পেতেছিল, এমনি একটা কিছু ঘটবে এই আশা নিয়ে

এবার সেও ছুটে এসেছে। রিং-এর মধ্যে ঢুকে কোনরকমে জানোয়ার-গুলোকে সামলাবার চেষ্টা করে।

চন্দনার চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটে যায়।

গোলকপতিও ভিতরে এসেছেন।

গ্রীনরুমে স্ট্রেচারে পড়ে আছে ওস্তাদের রক্তাক্ত দেহটা।

ডাক্তারও এসে পড়ে। কিন্তু করার কিছু নেই।

সারা তাঁবুতে নেমেছে মৃত্যুর স্তব্ধতা। একটি প্রিয়জনকে আজ তারা হারিয়েছে।

হারিয়ে গেছে একজনের সবকিছু!

নিমাইয়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো, কতো স্মৃতি উজ্জ্বল ঝলমলে সেই দিন।

দু'জনে গঙ্গার বালুচরে দৌড়াতো কুয়াশার মাঝ দিয়ে, জীবনের সব হারানোর দিনেও সে ছিল নিমাইয়ের সঙ্গী, আপনজন, আত্মজ।

নিমাই ওকে পেয়ে এই কঠিন দুনিয়ার সব বঞ্চনা-দুঃখকে ভুলেছিল। তুচ্ছ করেছিল ছেলেটা অনেক পাওয়ার প্রলোভন ওই যাযাবর মানুষটার স্নেহের উষ্ণতায়।

ওই ছিল তার সব কিছু।

বন্ধুহীন বন্ধুর পৃথিবীর পথে ওস্তাদই ছিল তার সহযাত্রী, সবচেয়ে আপনজন।

আজ সেই ওস্তাদ চলে গেল তাকে একা ফেলে রেখে। এত বড় পৃথিবীতে তার সঙ্গী কেউ নেই। কি হাহাকারে ভরে ওঠে সেই অসহায় শিশুমন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নিমাই।

চন্দনা এসেছে, এসেছেন গোলকপতি, ওই প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথায় মুহ্যমান সহকর্মী শিল্পীরা। রমেশ-প্রকাশজী-দর্শনজী-পেরেরা-বিঠল-জুলি চেনা সব মুখগুলো ভেসে ওঠে ছেলেটার চোখের সামনে।

চন্দনা ডাকছে তাকে—নিমু। আয় তোর গোল্ড কাপ—

আর্তনাদ করে ওঠে ছেলেটা।

—না! কিছু চাই না। কাউকে চাই না। ওস্তাদ—আমার ওস্তাদকে ফিরিয়ে দিতে পারো? ওস্তাদ—

দুঃসহ বেদনায় অসহায় আর্তনাদে ওই প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটার উপর কি ব্যর্থ ব্যাকুলতার কান্নায় ফেটে পড়ে অসহায়-নিঃসঙ্গ ছেলেটা।

আজ তার সব হারিয়ে গেছে।

এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর পথে সে আজ নিঃসঙ্গ-একা। তার কেউ আজ রইল না। ওস্তাদও চলে গেছে।